পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 140 Monday, 21 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৪০ সংখ্যা ❋ ৭ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার, ২১ এপ্রিল, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘ইনকিলাব জয় শ্রীরাম, মুখোশধারী রামবামের ব্রিগেড’, সোশাল মিডিয়ায় খোঁচা কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ একুশের বিধানসভা ভোটের পর থেকেই বামেদের সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের সমীকরণ ধীরে ধীরে বদল হয়েছে। শাসকদল তৃণমূলের বিরোধিতায় লাল পার্টিকে শক্তিশালী করে ক্ষমতায় ফেরানো কার্যত অসম্ভব, তা বুঝে বহু বাম কর্মী, সমর্থক ভোটদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছেন। তৃণমূলকে ধরাশায়ী করতে পদ্মে ভোট দিতে দ্বিধা করেননি। একুশের পর থেকে একাধিক নির্বাচনে তা প্রমাণও হয়ে গিয়েছে ভোটের অঙ্কে। এই আবহে ভরা বৈশাখে সিপিএমের চার গণসংগঠনের আয়োজিত ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় খোঁচা দিলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। বাস্তব চিত্র তুলে ধরে তাঁর কটাক্ষ, ‘ইনকিলাব জয় শ্রীরাম, এটা মুখোশধারী রামবামের ব্রিগেড।’

সোশাল মিডিয়া পোস্টে কুণাল ঘোষের স্পষ্ট বক্তব্য, আবার বলছি, যাঁরা আজ সিপিএমের ব্রিগেডে যাবেন, বড় বড় কথা বলবেন, তাঁরা ৯৯ই বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, দিচ্ছেন। সভায় সামান্য কিছু লোক দেখানোটা বড় কথা নয়, এঁরাই ফিরে গিয়ে বিজেপিকে ভোট দেন। আগেও একাধিকবার এটা ভোটের অঙ্কে প্রমাণিত। ফলে, আজকের ছবির ক্যাপশনঃ মঞ্চ সিপিএমের, ভোটার বিজেপির। এটা মুখোশধারী রামবামের ব্রিগেড। এরপর তিনি একটি ভিডিও পোস্ট করে দেখিয়েছেন, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের সময় বুথে বসা এক এজেন্ট কীভাবে বামপন্থী কর্মী হয়েও বিজেপিকে জেতানোর চেষ্টা করবেন বলে প্রকাশ্যেই জানাচ্ছেন। আর এই ভিডিওর শিরোনামে তাঁর খোঁচা, ‘ইনকিলাব জয় শ্রীরাম।’ আসলে, আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বামেরা প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল বিজেপিকে। তবে বাংলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রতিপক্ষে হিসেবে একই আসনে বসানো হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপিকে। তৃণমূলের জনদরদী প্রকল্পের সুবিধার কথা বাদ রেখে তাদের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তাকেই প্রচারের হাতিয়ার করেছে বামেরা। আর তার নিরিখেই পাল্টা কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক।

এবার বিদেশে চাকরির ক্ষেত্রে কড়া আইন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ চাকরি হোক কিম্বা পড়াশুনো, বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে এবার কড়া আইন আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর ঘটনায় লজ্জায় মুখ পু।ছেিল দেশের। সেই ঘটনার পরই বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে কড়া আইন আনার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে বিদেশমন্ত্রক। জানা যাচ্ছে, শীঘ্রই এই বিষয়ে খসড়া প্রকাশ করা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক বাদল অধিবেশনেই পেশ হবে বিলটি। জানা যাচ্ছে, ‘ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট ১৯৮৩’ আইনের বেশ কিছু সংশোধন করে নয়া আইন আনবে কেন্দ্র। চাকরি তো বটেই, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক কাজে যারা বিদেশ যান তাঁদের জন্য লাগু হবে আইনটি। যেখানে বিভিন্ন এজেন্সির অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করার উপর জোর দেওয়া হবে। যার ফলে শুধুমাত্র এজেন্সিগুলির রেজিস্ট্রেশন আটকে দেওয়া বা কালো তালিকাভুক্ত করা নয়, চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশে কাউকে বিপদে ফেললে অভিযুক্তদের ৫ থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ড ও এক থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। বিদেশমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৩০৯৪টি বেআইনি ট্রাভেল এজেন্সির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এই সব এজেন্সির মাধ্যমেই চলেছে বিদেশে চাকরির নামে ভারতীয়দের পাঠানোর কারবার। নয়া আইনে এবার যারা বিদেশ যাবেন তাঁদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে হলফনামা দিতে হবে। এর ফলে ঠিক কতজন ভারতীয় বিদেশে রয়েছেন তাঁর সঠিক তথ্য থাকবে সরকারের কাছে। আইনে আইনে যারা শিক্ষার জন্য বিদেশ যেতেন তাঁদের কোনও উল্লেখ ছিল না। নয়া আইনে সেই সব এজেন্সির বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে যারা মিথ্যা কথা বলে পড়ুয়াদের বিদেশ পাঠাত। নয়া বিলকে শক্তিশালী করতে সেইসব রাজ্যগুলিরও পরামর্শ নেওয়া হবে যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ চাকরি ও শিক্ষার জন্য বিদেশ যান। উল্লেখ্য, আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিদ্ধান্ত নেন দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসী তা।ানোর। কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া পড়িয়ে শয়ে শয়ে ভারতীয়কে বিমানে করে ফেরত পাঠানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশ। শুধু তাই নয়, আরব, মায়ানমার, থাইল্যান্ডের মতো দেশে চাকরির টোপ দিয়ে ক্রীতদাস বানানোর বহু ঘটনা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে রাশ টানতেই এবার কড়া আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র।

অভিযুক্ত বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতা! শাহ-নাড্ডাদের ইমেলে ফাঁস ‘কেলেঙ্কারি’

নয়াদিল্লি,২০ এপ্রিল ঃ ক্ষমতার অব্যবহার করে দলীয় তহবিল নয়ছয় করা, সেই সঙ্গে তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ বঙ্গ বিজেপির এক শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে। দু’বছরে মধ্যে বিজেপির ওই নেতা নামে বেনামে কোটি কোটি টাকার বিপুল সম্পতি করেছেন বলে তথ্য দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, সাংগাঠনিক সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ ও রাজ্যের পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন দলেরই কিছু লোক। মেল করে যে অভিযোগপত্রটি শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে দেওয়া হয়েছে সেটি ফাঁস হওয়ার পরেই বঙ্গ বিজেপির অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানান, ভুয়ো বুথ দেখিয়ে, মিথ্যা কাঠামো দেখিয়ে তার বিনিময়ে টাকা নিয়েছে বিজেপির এক নেতা। সেই তথ্য, বুথের তালিকা, তার নাম সবটা ইমেল করে দলেরই একটা তরফে পাঠানো হয়েছে সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, সুনীল বনসল আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। যাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তিনি গুরুত্বপূর্ণ এক পদাধিকারী। তিনি পদ দিয়েছেন টাকার বিনিময়ে। তাতে বিপুল সম্পত্তি করেছেন। এই তথ্য ইডি, সিবিআইকে দেওয়া হোক। না হলে আমরা সেই তথ্য পাঠাবে। তার আগে এই তথ্য আমি ডিজি রাজীব কুমার আর সিআইডিকে পাঠাচ্ছি। যাঁর নামে এই অভিযোগ, বীরভূমে তিনি বিপুল সম্পত্তি করেছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দেন চট্টোপাধ্যায় ‘উপাধিধারী’ ওই বিজেপি নেতা। বীরভূমের একটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। এরপরেই আরএসএসের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় দলের শীর্ষপদে বসান হয় তাঁকে। অভিযোগ, দলের চেয়ারে বসার পর থেকেই বিভিন্নভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুরনো নেতা-কর্মীদের উপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেন তিনি। রাজ্যস্তরে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জমা পড়লেও কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি রাজ্য নেতৃত্ব। এবার ইমেল মারফত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পাঠান অভিযোগপত্রটি ফাঁস হতেই মারাত্মক সব তথ্য প্রকাশ্যে এসে যায়।

দুই দিনের সফরে মেদিনীপুর জেলায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ বেশ কিছু কর্মসূচী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুই দিনের সফরে মেদিনীপুর জেলায় যাচ্ছেন। আজ কলকাতা থেকে রওনা হয়ে তিনি প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে পৌঁছে দুপুর দেড়টায় সেখানে জিন্দাল শিল্প গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের শিলান্যাস করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পে জিন্দাল গোষ্ঠী ১৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে আগেই জানিয়েছে। এইজন্যে সংস্থা চার হাজার তিনশো একর এর বেশি জমি অধিগ্রহণ করেছে। এই অনুষ্ঠানের পরে সার্কিট হাউসে রাত্রীবাস করে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর মেদিনীপুর কলেজ মাঠে এক সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে গোয়ালতোড়ে একটি সৌরবিদ্যুত কেন্দ্র তৈরির শিলান্যাস করা ছাড়াও বেশ কিছু সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা সাধারন মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার কথা। পাশাপাশি জেলার উন্নয়নে বেশ কিছু নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। ঐ দিনই তার কলকাতায় ফেরার কথা। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে জেলার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে শালবনিতে দু’টি ৮০০ মেগাওয়াটের পাওয়ার প্ল্যান্ট গড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন জিন্দাল গোষ্ঠীর কর্ণধার সজ্জন জিন্দাল। শালবনিতে জিন্দলদের সিমেন্ট কারখানা হয়েছে। তার পরেও বেশ কিছু পরিমাণ জমি পড়ে আছে। সেখানেই জিন্দালদের পাওয়ার প্ল্যান্ট গড়ে উঠবে। এবার সেই পাওয়ার প্ল্যান্টের শিলান্যাস করতে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী বলে নবান্ন থেকে তিনি জানিয়ে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে জেলাজুড়ে এখন সাজো সাজো রব। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী কি হচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়? এটাই এখন বড় প্রশ্ন। নবান্ন সূত্রের খবর সৌরভ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গী হয়ে। এখন শিল্পপতি হওয়ার পথে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পারিবারিক ব্যবসা তো ছিলই। এবার নিজেও ইস্পাত কারখানা গড়তে চান। সেই সূত্রেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নানা শিল্প বৈঠকে থেকেছেন সৌরভ। সেটা শুধু দেশের মাটিতে নয়। বিদেশের মাটিতেও। সম্প্রতি লন্ডন থেকে ঘুরে এসেছেন। যেখানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার শিল্পবান্ধব পরিবেশের কথা বারবার তুলে ধরেছেন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে শুরু করে দুবাইয়ের মাটিতেও। বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবেও সফল। এখন শালবনিতে জিন্দাল গোষ্ঠী বিদ্যুৎ কারখানার শিলান্যাস হবে। সেখা আমন্ত্রিত হলেন বঙ্গসন্তান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন সৌরভ বলে সূত্রের খবর। তবে সৌরভ যাবেন কিনা তা স্পষ্ট করে জানা যায়নি। রাজ্যে অন্যান্য শিল্পপতিরা সেই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকরাও সেই অনুষ্ঠানে থাকবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। ওখান তেকে ফিরে আসার পরে মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় জেলা সফরে যাবেন বলেও খবর মিলেছে। তবে তা কোন জেলা তা জানা যায়নি। আগামী ২০২৬-এ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন। মনে করা হচ্ছে তিনি দলের হয়ে এখনই কর্মী ও সমথকদের বার্তা দিতে বেশ কয়েকটা সভা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী আসা নিয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসমর্থকদের মধ্যে বেশ প্রস্তুতির চেহারা দেখা গেল। তবে তিনি সরকারি প্রকল্প নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকবেন বলে শোনা গিয়েছে। এখন দেখা যাক তিনি ওই জেলার সাধারণ মানুষের জন্য কি মেসেজ দেন। সকলে সেই জন্যই অপেক্ষা করছেন বলেও শোনা গিয়েছে।

বন্যার ডাক, সেলিমের হুঙ্কারে কাজ হবে কি, বামেদের দিশা কি?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ এক নাগাড়ে হার। কিন্তু কিছুই হয়নি। তাতেই ক্রমশ হতাশ লাল শিবির। আগামী বছর আবার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। কি হবে এবার। প্রশ্নটা খুব ঘুরছে সকলেরই মুখে মুখে। উঠছে প্রশ্ন, শূন্যের গেরো থেকে মিলবে মুক্তি? রবিবাসরীয় দুপুরের ব্রিগেড সমাবেশ থেকে হয়তো দলীয় কর্মী-সমর্থকরা সেই দিশা পাবেন বলে আশা করছেন বক্তা মহম্মদ সেলিম থেকে নেত্রী বন্যা টুডু পর্যন্ত । লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই। তবে কীভাবে, কোথায়, কোন পদ্ধতিতে? উত্তর কেউ দিতে পারলেন না। বা বলা যেতে পারে উত্তর দিতে পারবেন না। ফলে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে ব্রিগেড যেন অন্তঃসার শূন্যই! রাজনীতির পণ্ডিতদের একাংশ মনে করছেন, মন ভেঙ্গে গিয়েছে পার্টির নীচু স্তরে। ফলস্বরূপ, গোটা পরিকাঠামোই ভঙ্গুর! শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, বসতি - চার গণসংগঠনের ডাকে রবিবার ব্রিগেড সমাবেশের আয়োজন। তাতে বক্তা তালিকায় ছিলেন মোট ৬ জন। মহম্মদ সেলিম ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কৃষকসভার অমল হালদার, খেতমজুর সংগঠনের নিরাপদ সর্দার, বন্যা টুডু, বসতি উন্নয়ন সমিতির সুখরঞ্জন দে, সিটুর অনাদি সাহু। প্রত্যেকের বক্তব্যে তৃণমূল, বিজেপি, আরএসএসকে আক্রমণ করে। প্রত্যেকের বক্তব্যে রাজ্যে কর্মসংস্থান, শিল্পের অভাব, সাম্প্রদায়িক অশান্তি থেকে আর জি কর কাণ্ড নিয়ে খোঁচা দিতে দেখা যায়। বন্যা টুডুর মুখে শোনা গিয়েছে দেউচা পাচামির কথা। আবার সেলিমের মুখে বারবার শোনা গিয়েছে হুঙ্কার। কিন্তু তা দিশাহীন গর্জন বলে মনে হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যে সমস্ত ইস্যুতে সুর চড়ালেন বক্তারা, সেসব তো সভায় আসা খেটে খাওয়া মাটির মানুষদের জানাই ছিল। এই ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে হবে, সে বিষয়ে কোনও দিশা পেলেন না লাগাতার হারে জর্জরিত লাল শিবিরের প্রায় সকলেই। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জোয়ার যে বিরাট বড় ফ্যাক্টর সে বিষয়ে কোনও সন্দহ নেই। আবার হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করে এগোতে চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। তার মাঝে সিপিএম যে দিশাহীন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর সে কারণেই ব্রিগেডের জৌলুসও যেন নেই। বক্তাদের বক্তব্যে সেই আগের ঝাঁজ নেই। বাধ্য হয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর মতো রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পকে হাতিয়ার করতে হল লাল শিবিরকে। তরুণ তুর্কিদেরও এগিয়ে দেওয়ার তৎপরতা নেই বাম শিবিরে। একুশের নির্বাচনে সৃজন, দীপ্সিতার ভোটযুদ্ধে লড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জয়ের মুখ দেখতে পারেননি তাঁরা। ব্রিগেডে তাঁদের বলারও সুযোগ দেওয়া হল না। আবার সেলিমের কথাতেও রয়েছে বহু ফাঁক। নিজেই ব্রিগেড মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছেন, হিন্দু মুসলমানের আবেগ নিয়ে খেলা করব না। অথচ সংখ্যালঘুদের যে ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে দেখে সিপিএম তা গত একুশের ব্রিগেডে প্রমাণ করেছেন খোদ সেলিমই। সেদিন আইএসএফ প্রধান আব্বাস সিদ্দিকিকে নিয়ে সেলিমের ‘বাড়াবাড়ি’র যেন শেষ ছিল না। বাধ্য হয়ে বক্তব্য থামাতে বাধ্য হন অধীর। দৃশ্যত বিরক্ত অধীর বক্তৃতা থামিয়ে ডায়াস ছেড়ে নামার তোড়জোড় শুরু করেন। যদিও পরে সেলিম-সূর্য পরিস্থিতি সামালে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। **ছবি-সৌরভ দত্ত।**

শামসেরগঞ্জে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির বিস্তারিত তালিকা তলব করল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান ও শামসেরগঞ্জে সাম্প্রতিক হিংসা ও অশান্তির জেরে যে সব বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলা প্রশাসনের কাছে তার বিস্তারিত তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে। কোথায় কত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বাড়ির মালিকের নাম, ঠিকানা সহ বিস্তারিত দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। রিপোর্ট হাতে আসার পরেই তা খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি তৈরীর কাজে হাত দেবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি তৈরি করে দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগেই জানিয়েছেন। মেডিক্লেম নিয়ে সাধারন মানুষের অভাব অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন বৈঠকে বসতে চলেছে।

কুইক রেসপন্স টিম তৈরির নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ চলতি গ্রীষ্মের মরশুমে পানীয় জলের সমস্যার দ্রুত সমাধানে রাজ্য সরকার প্রত্যেক ব্লকে কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে। কোথাও জল সরবরাহে বিঘ্ন হওয়ার খবর আসলেই ব্লক স্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং অপারেটরদের নিয়ে গঠিত এই টিম দ্রুত সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবে বলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়ার মতো পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির উপরে বাড়তি নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এইসব জেলাগুলিতে ভূগর্ভস্থ জল পাম্পের মাধ্যমে তোলার সময় ১৬ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে বাইশ ঘন্টা করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও পানীয় জল পেতে কোন সমস্যা হলে তা জানানোর জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। যার নম্বর ৮৯০২০৬৬৬৬৬।

জাফরাবাদে মৃত বাবা-ছেলের বাড়িতে তৃণমূল সাংসদ-বিধায়করা

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ২১ এপ্রিল ঃ জাফরাবাদে খুন হওয়া বাবা-ছেলের বাড়িতে গেল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। রবিবার সকালে হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসের বাড়িতে পৌঁছে যান রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। বাড়ির বাচ্চাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে চেয়েছেন তাঁরা। মুর্শিদাবাদের অশান্তির মাঝে খুন হন হরগোবিন্দ ও চন্দন দাস। তারা সম্পর্কে বাবা-ছেলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ঘোষণা করেন। তবে সেই সাহায্য নিতে অস্বীকার করে মৃতের পরিবার। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। তারপর তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। এরপরই রবিবার সকালে তাঁদের সঙ্গে দেখা করল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। কী নিয়ে কথা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রতিনিধি দলের সদস্যরা খুনের সঙ্গে যুক্তদের কঠোর শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি বাড়ির সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে চেয়ে সাংসদ-বিধায়করা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যেকোনও অসুবিধায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। সঙ্গে সরকারের আর্থিক সাহায্য নিয়েও কথা হয়েছে বলে খবর। পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর স্থানীয় সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। স্থানীয়দের থেকে বহিরাদগতদের কথা শুনেছি। পুলিশ বিষয়টি দেখছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে মুর্শিদাবাদ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সেই অশান্তির মাঝে জাফরাবাদে খুন হয় বাবা-ছেলে। বাড়ি থেকে টেনে এনে তাঁদের খুনের অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় মোট ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল। শনিবার রাতে গ্রেপ্তার হয়েছে জিয়াউল শেখ নামে এক অভিযুক্ত। আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কালু নাদাব, দিলদার নাদাব ও এনামূলকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জিয়াউলকে দক্ষিণ দিনাজপুরের চোপড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে সিট।

বিএসএফ ক্যাম্প চাইছে বাসিন্দারা, বলছে জাতীয় মহিলা কমিশন

দুরন্ত বার্তা, সল্টলেক, ২০ এপ্রিল ঃ এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্প চাই। হিংসা জর্জরিত মুর্শিদাবাদ, মালদহর বাসিঃদাদের একটাই দাবি। সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শনের পর সেকথা জানায় জাতীয় মহিলা কমিশন। কেন্দ্রকে পাঠানো রিপোর্টে সেকথা উল্লেখ করা হবে বলেই জানান জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকার। রবিবার নিউটাউনের একটি পাঁচতারা হোটেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, গত ২দিন ধরে বাংলায় আছি। মালদহ, মুর্শিদাবাদে গিয়েছি। এখানকার হিংসার ঘটনায় অনেকে আক্রান্ত হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি খুবই কঠিন। মহিলা, শিশুদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি সেখানকার কঠিন পরিস্থিতির কথা ভুলতে পারছি না। কারও কারও বাড়িতে লুটপাট করা হয়েছে। ভয় দেখানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদের মহিলাদের মনোবল ভেঙে গিয়েছে। ওরা ভীত সন্ত্রস্ত। ওদের মনোবল বাড়ানোর কাজ করতে হবে। কেন্দ্রর কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে বলেও জানান তিনি। প্রসঙ্গত, সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় মুর্শিদাবাদে। একাধিক বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ভাঙচুর করা হয়। এই আবহে প্রাণ হারান বাবা, ছেলে-সহ মোট তিনজন। আতঙ্কে ঘরছাড়াও হয়ে যান অনেকেই। যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকারের তরফে একটি সিট গঠন করা হয়। ওই সিটের নেতৃত্বে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত জাফরাবাদে বাবা-ছেলে খুনে চারজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ঘরছাড়াদের বাড়িতে ফেরানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গত শুক্র ও শনিবার মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরাও। ক্ষতিগ্রস্তরা জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্পের দাবিও জানান তাঁরা। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সেকথা জানান জাতীয় .মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকার।

বৈঠকের পর আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তিতে সবুজ সংকেত ইরানের

২০ এপ্রিল ঃ হুঁশিয়ারি পালটা হুঁশিয়ারি, নানা জল্পনার পর আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু কর্মসূচি বা পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বসেছে ইরান। ইটালির রোমে চলছে এই আলোচনা। যা সদর্থক হয়েছে বলেই জানিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি। তাহলে কি বরফ গলছে দু’দেশের মধ্যে? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপে কি পরমাণু অস্ত্রের দৌড় থেকে সরে দাঁড়াবে তেহরান? উঠছে প্রশ্ন। প্রথম দফায় গত সপ্তাহে ওমানে দু’দেশের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এবার দ্বিতীয় দফায় রোমে বৈঠকে বসেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ ও ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাকচি। গতকাল ওমানের এক আধিকারিকের মধ্যস্থতায় ৪ ঘণ্টা কথা বলেন তাঁরা। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে আরাকচি জানান, আমাদের বোঝাপড়া ভালো হয়েছে। গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। চুক্তির নকশা তৈরিতে এগানোর জন্য আরও বৈঠক হবে। জানা গিয়েছে, সামনের সপ্তাহে ফের ওয়াশিংটন আর তেহরান আলোচনায় বসবে। বিশ্বশক্তির সমীকরণ দেখলে বোঝা যাবে, পরমাণু অস্ত্র নিয়ে অহরহ গবেষণা করে চলেছে ইরান। একের পর এক যুদ্ধাস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে তারা। যা চিন্তার কারণা আমেরিকা ও পশ্চিমি দুনিয়ার। তাই নানা নিষেধাজ্ঞা চাপানো হচ্ছে তেহরানের উপর। সম্প্রতি সেদেশের উপর ড্রোন উপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল পশ্চিমা বিশ্ব। কিন্তু তাতে দমে যায়নি ইরান। পালটা ভয়ংকর হাতিয়ার বানিয়েছে তারা। কামিকাজে ড্রোনটিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে গা।ে তোলা হয়েছে। যা শত্রুপক্ষের উপর আরও শক্তিশালী আঘাত হানতে সক্ষম। কয়েকদিন আগেই প্রকাশ্যে আসে ইরানের ইসলামিক রেভেলিউশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) ‘ সিটি’। যা আসলে তাদের তৃতীয় ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার। যা চিন্তা বা।ায় হোয়াইট হাউসের। উল্লেখ্য, বারাক ওবামা মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ইরানের সঙ্গে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল আমেরিকা, ব্রিটেন, চিন, ফ্রান্স ও রাশিয়া। ২০১৫-তে হওয়া এই চুক্তির শর্তানুযায়ী, তাদের যে কোনও রকমের পরমাণু কার্যক্রম বন্ধ রাখবে ইরান। প্রয়োজনে তাদের যে কোনও পারমাণবিক উপাদন কেঃদ্রগুলোতে নজরদারি চালাতে পারবে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি কমিশন বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি। পরিবর্তে ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে মোটা অঙ্কের ত্রাণ পাঠাবে আমেরিকা। কিন্তু ২০১৮ সালে চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি অভিযোগ করেন, শর্ত না মেনে গোপনে আণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে ইরান। এরপর ২০২০ সালে ট্রাম্প জমানাতেই নিহত হন ইরানের ‘ ফোর্স’-এর কমান্ডার জেনারেল কাশেম সোলেমানি। সেবছরের ৩ জানুয়ারি ট্রাম্পের নির্দেশেই বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবঃদরে মার্কিন ড্রোন হামলা হয়। সোলেমানি-সহ প্রাণ যায় ৮ জনের। পালটা মার্কিন সেনাঘাঁটিতে রকেট হামলা চালিয়েছিল ইরানের সেনা। সেই থেকেই দুদেশের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হয়। তবে ক্ষমতায় এসে ফের সেই চুক্তি বলব করার চেষ্টা করেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কিন্তু তিনিও সফল হননি। উলটে গাজায় হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধে ইরানের সঙ্গে আমেরিকা নতুন করে সংঘাতে জড়ায়। বিশ্লেষকরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে আর আমেরিকার সঙ্গে জ।াতে চান না ইরানের সংস্কারপন্থী প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। ট্রাম্পের নয়া ‘ প্রভাব পড়ছে ইরানের অর্থনীতিতেও। তাই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ চাইছেন পেজেস্কিয়ান।

মধ্যরাতে গির্জায় প্রার্থনা, ইস্টার সানডে উদযাপন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিলঃ মধ্যরাতে গির্জায় গিয়ে 'ইস্টার প্রার্থনায়' অংশগ্রহণ। এরপর অংশ নেওয়া ইস্টারের র‍্যালিতে। যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় ' ইস্টার সানডে' উদ্যাপন করলেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। রবিবার দেশজুড়ে মহাসমারোহে পালিত হয়েছে ইস্টার সানডে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গির্জায় চলে প্রার্থনা। ইস্টার উপলক্ষ্যে তিরুবনন্তপুরমের পালায়াম সেন্ট জোসেফের ক্যাথেড্রালে মধ্যরাতে প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। কেরলের ত্রিশূরের ওলুরের সেন্ট অ্যান্টনির সাইরো মালাবার ফোরেন গির্জায়ও ইস্টারের প্রার্থনা করা হয়। চেন্নাইয়ের নেরকুন্দ্রমের সিএসআই ইমানুয়েল গির্জার ইস্টার ভিজিল প্রার্থনায় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষেরা যোগ দেন।জেরুসালেমের গলগাথার রাস্তায় যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যে দিন, সেই দিনকেই 'গুড ফ্রাইডে' বলে থাকেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুযায়ী, এর তিন দিন পরে, রবিবার ফের বেঁচে ওঠেন যিশু। মৃত্যুকে হারিয়ে যিশুর এই পুনরুত্থানকেই 'ইস্টার সানডে' হিসেবে পালন করেন তাঁরা।

বাম ব্রিগেডে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশের

কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ রবিবার ব্রিগেডে জনসভা রয়েছে সিপিএমের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং বস্তি সংগঠনের। তাই সেদিকে কোনও অশান্তি না হয় সেদিকে নজর পুলিশের ছিল। কড়া নিরাপত্তা বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। জানা গেছে, সভাস্থলে মোতায়েন ছিল পর্যাপ্ত পুলিশ। মিছিলে নজরদারি চালায় পুলিশ। ব্রিগেড সমাবেশে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার ছয়জন আধিকারিক ছিল। এসআই ও এএসআই পদমর্যাদার আধিকারিক ছিল ১২ জন করে। এছাড়া ৮০ জন পুলিশ কর্মী ছিল। মহিলা পুলিশ ছিল ১৫ জন। ডোরিনা ক্রসিং, মেয়ো রোড, চৌরঙ্গি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ৭টি পুলিশ পিকেটিং ছিল। পার্কিংয়ের জন্য ছয়টি জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাখা হয়েছিল দু'টি অ্যাম্বুল্যান্সও।

কমরেড বাউল চন্দ্র দে র জীবনাবসান

বাঁকুড়া,২০এপ্রিলঃবাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার ওন্দা শাখার প্রাক্তন সদস্য কমরেড বাউল চন্দ্র দে গত ১৭. ৪. ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টা ২৮ মিনিটে পরলোক গমন করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ৬ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন। কমরেড দে ১৯৩৪ সালের ২২ শে ডিসেম্বর তারিখে বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মানডিহা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি যুক্ত ফ্রন্টের সদস্য হিসাবে কমিউনিস্ট পাটিতে যোগদান করেন। অপর দিকে তিনি বাঁকুড়া জেলার একজন খ্যাতনামা কৃষক হিসাবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। বাঁকুড়া জেলার একজন খ্যাতনামা কৃষক হিসাবে তিনি পাঞ্জাবে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ১৯৭৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে মানডিহা গ্রাম কমিটির প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ওন্দা ব্লকের একজন স্বনামধন্য কমরেড হিসেবে বাঁকুড়া জেলার সকলের মনের মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়ে গেছেন। তাঁর নিজের বাসভবন মানডিহা গ্রামে তাঁর আত্মার শান্তির জন্য চলছে বিভিন্ন সামাজিক , সাংস্কৃতিক ও পারলৌকিক অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে।

ইস্টার উৎসব নতুন আশা ও সূচনার চেতনাকে অনুপ্রাণিত করেঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ইস্টার উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রবিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, সবাইকে ইস্টারের শুভেচ্ছা! এই উৎসবে আমরা যিশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান উদযাপন করি। এই উৎসব নতুন আশা ও নতুন সূচনার চেতনাকে অনুপ্রাণিত করে। যিশু খ্রীষ্টের শিক্ষা মানবতাকে ভালোবাসা এবং ত্যাগের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। আনন্দ এবং আশার এই উৎসব সকলের জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।ভারত তথা সমগ্র বিশ্বজুড়ে রবিবার পালিত হচ্ছে ইস্টার উৎসব। জেরুসালেমের গলগাথার রাস্তায় যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যে দিন, সেই দিনকেই 'গুড ফ্রাইডে' বলে থাকেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুযায়ী, এর তিন দিন পরে, রবিবার ফের বেঁচে ওঠেন যিশু। মৃত্যুকে হারিয়ে যিশুর এই পুনরুত্থানকেই ' ইস্টার সানডে' হিসেবে পালন করেন তাঁরা। অন্যদিতে নয়াদিল্লিতে দেশবাসীকে ইস্টারের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ ইস্টারের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লেখেন, সবাইকে শুভ ও আনন্দময় ইস্টারের শুভেচ্ছা। এই ইস্টার বিশেষ, কারণ বিশ্বজুড়ে জয়ন্তী বর্ষ অত্যন্ত উসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। এই পবিত্র উৎসব প্রতিটি মানুষের মনে আশা, নবায়ন এবং করুণার সঞ্চার করুক। চারপাশে আনন্দ এবং সম্প্রীতি বিরাজ করুক।উল্লেখ্য, জেরুসালেমের গলগাথার রাস্তায় যিশুকে ত্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যে দিন, সেই দিনকেই 'গুড ফ্রাইডে' বলে থাকেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুযায়ী, এর তিন দিন পরে, রবিবার ফের বেঁচে ওঠেন যিশু। মৃত্যুকে হারিয়ে যিশুর এই পুনরুত্থানকেই ' ইস্টার সানডে' হিসেবে পালন করেন তাঁরা।

গান্ধী সাগর অভয়ারণ্যে রবিবার থেকে বাঘের পুনর্বাসন হল

ভোপাল, ২০ এপ্রিলঃ কুনো ন্যাশনাল পার্কের পর এবার গান্ধী সাগর অভয়ারণ্যে বাঘের বসবাস নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় রবিবার মন্দসৌর জেলার গান্ধী সাগর অভয়ারণ্যে দুইটি চিতার পুনর্বাসন হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মোহন যাদব।জনসংযোগ আধিকারিক কে.কে. জোশী জানিয়েছেন, রাজ্যে এটি দ্বিতীয় স্থান হয়েছে, যেখানে বাঘের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হচ্ছে। এটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। একই সঙ্গে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছেও এটি আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে।তিনি জানান, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া এবং বতসোয়ানা থেকে বাঘ এনে রাজ্যের বিভিন্ন অরণ্যে পুনর্বাসনের কাজ চলছে। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের মধ্যে আন্তঃ রাজ্য বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে মৌলিক সম্মতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে উভয় রাজ্য মিলে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে জানান। কুনো ন্যাশনাল পার্কের দফতরে কর্মীরা

দুই সাংসদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান বিজেপির, দূরত্ব বজায় রাখলেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ কড়া ভাষায় সুপ্রিম কোর্টকে নিশানা করেছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং দীনেশ শর্মা। কিন্তু, তাঁদের থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা স্বয়ং জানালেন, দল ওই দুই সাংসদের ওই মন্তব্য খারিজ করছে। বিজেপি বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সভাপতি ওই দু'জনকে এবং দলের অন্যদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন এই ধরনের মন্তব্য আর না করেন।এক্স হ্যান্ডেলে নাড্ডা লেখেন, 'বিচার ব্যবস্থা এবং প্রধান

বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে নিশিকান্ত দুবে এবং দীনেশ শর্মা যে সব মন্তব্য করেছেন, তার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। এটি তাঁদের ব্যক্তিগত মন্তব্য। বিজেপি তাঁদের সঙ্গে একমত নয় এবং তারা কখনও এই ধরনের মন্তব্য সমর্থনও করেনি। বিজেপি সর্বতোভাবে এই মন্তব্য খারিজ করছে।'

ওয়েভস ২০২৫ অ্যানিমেশন ছবি নির্মাতা প্রতিযোগিতায় ৪২ ফাইনালিস্টের নাম ঘোষণা

মুম্বই(পিআইবি), ২০ এপ্রিলঃ ওয়েভস ২০২৫-এ অ্যানিমেশন ছবি নির্মাণ প্রতিযোগিতায় ৪২ জন ফাইনালিস্টের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই ৪২ জন প্রতিভাবান অংশগ্রহণকারী ওয়েভস সামিটে তাঁদের প্রকল্প তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। আগামী ১ থেকে ৪ মে মুম্বইয়ে এই সামিট অনুষ্ঠিত হবে। ৩ জন শীর্ষ বিজয়ীর প্রত্যেককে ৫ লক্ষ টাকা করে নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। জুরি সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। এঁরা হলেন অনু সিং, ফারুখ ধোন্ডি, ড্যান সার্তো, জেমস নাইট, জ্যান নাগেল, জিয়ানমার্কো সেরা এবং ইন্দু রামচন্দ্রী। প্রতিটি অ্যানিমেটেড ভিএফএক্স কাহিনী চিত্রে ১০০ থেকে ৩০০ জনের কর্মসংস্থান হতে পারে। ওয়েভস এএফসি ২০২৫-এ প্রায় ১৯০০ জন নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। এই সব অ্যানিমেশন ছবি বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখানো হবে। ড্যান্সিং অ্যাটমস স্টুডিও-র প্রতিষ্ঠাতা সরস্বতী বুয়ালা সক্রিয়ভাবে ১৭টি দেশের (অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, কলম্বিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ইজরায়েল, ইতালি, কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রাশিয়া, স্পেন, যুক্তরাজ্য) দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন, যাতে এই ৪২টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা মেলে। এই ৪২টি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ১২টি কাহিনীচিত্র, ৭টি টিভি সিরিজ এবং ১৮টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি।এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। আগামী ১ থেকে ৪ মে মুম্বইয়ে প্রথম ওয়ার্ল্ড অডিও ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস) অনুষ্ঠিত হবেয়োন প্রশ্ন আছে? উত্তর পাবেন এখানে -বিশ্ব যকৃৎ দিবসে নাগরিকদের সচেতনভাবে খাদ্য গ্রহণ এবং স্থূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীনয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল, ২০২৫বিশ্ব যকৃৎ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সকল নাগরিককে সচেতনভাবে খাদ্য গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ছোট ছোট কিন্তু প্রভাবশালী পরিবর্তনের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ভোজ্যতেলের ব্যবহার কমানোর মতো কিছু পদক্ষেপ সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সুস্থ থাকার পক্ষে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জে পি নাড্ডার এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় শ্রী মোদী বলেছেন W|o|r|l|d|L|i|v|e|r|D|a|y উপলক্ষে সচেতনভাবে খাদ্য গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য আহ্বান একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। ভোজ্যতেল খাওয়া কমানোর মতো ছোট ছোট পদক্ষেপ গ্রহণ স্থূলতা মোকাবিলার ক্ষেত্রে যেমন সাহায্য করবে, তেমনই জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। আসুন আমরা একসঙ্গে স্থূলতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে একটি সুস্থ, সবল ভারত গড়ে তুলি।

মুর্শিদাবাদ ডায়েরি - ২ঃতারা আমাদের প্রতিবেশী ছিল, সুসম্পর্ক সত্ত্বেও সব লুট করে নিয়ে গেল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ গত ১১ এপ্রিল, শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জে হাজার হাজার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে রাস্তায় নেমে আসে এবং হিংসা শুরু করে। তারা পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এলাকা জুড়ে পাথর ছোঁড়া ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে। সমগ্র দেশ এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের খবর দেখছিল, কিন্তু সত্য ছিল অন্য কিছু। এই হিংসার আড়ালে, উচ্ছৃঙ্খল জনতা আশেপাশের হিন্দু বাড়িগুলিকে নিশানা রে, লুটপাট করে, পুড়িয়ে দেয় এবং এক পিতা-পুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যে এলাকায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, সেখানে হিন্দু সম্প্রদাযের জনসংখ্যা মাত্র ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। এই ঘটনার পর মানুষের মনে গভীর আতঙ্ক বিরাজ করছে, কিন্তু এই আক্রমণ তাদের আরও ঐক্যবদ্ধ করেছে।এটা আমাদের জন্মস্থান, কিন্তু এখন আমরা ভয় পাচ্ছি। হিন্দুস্থান সমাচার-এর নিউজ টিম ঘোষপাড়া এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় যুবকরা আমাদের বাইকে করে সেই জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে ১৩০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৮৬ বছর বয়সী তপন (নাম পরিবর্তিত) এখানে থাকেন। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, এটা আমাদের জন্মস্থান কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি যে আমার নিজের মাটিতে থাকতে আমার ভয় লাগবে। মনে হচ্ছে হিন্দু হওয়া পাপ। আমাদের পুরো জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সেদিন আক্রমণ চালানো হয়েছিল। তপন গ্রামে একজন বন্ধুসুলভ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত এবং তার মুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সেই দিনের ভয়াবহ দৃশ্যের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, আক্রমণকারীরা আমাদের তাদের শত্রু হিসেবে ভাবছিল। ওরা ছিল আমাদের চারপাশের মানুষ। কিন্তু তারা আমাদের বাড়িতে ঢুকে লুটপাট, ভাঙচুর এবং আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল।তাদের মুখ ঢাকা ছিল কিন্তু আমরা তাদের চিনতে পেরেছি। তপনের ৭০ বছর বয়সী মা মামুনি (নাম পরিবর্তিত), যিনি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তপনকে কথা বলতে দেখে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন, আমাদের আশেপাশের গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন ঘরে ঢুকে পড়ে। তাদের মুখ ঢাকা ছিল কিন্তু তাদের চিনতে অসুবিধা

হয়নি। তারা তালা, বাক্স, সিন্দুক এবং আলমারি ভেঙে ফেলে। গয়না, টাকা-পয়সা এবং মূল্যবান জিনিসপত্র সব লুট করেছে। তরবারির ভয় দেখিয়ে তারা আমাদের কান, নাক এবং হাত থেকে অলংকার খুলে ফেলতে বাধ্য করে। তারপর তারা আমাদের ভয় দেখিয়ে সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়, বা।তিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং চলে যায়। আমরা কোনওরকমে আমাদের জীবন বাঁচিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিলাম।হাজার হাজার আক্রমণকারী ছিল, কোন সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল না। ঘোষপাড়ার স্বপন (৩৬ বছর) কখনও কল্পনাও করেনি যে তার গ্রামে সে এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পাবে। তিনি বলেন, শুক্রবারের নামাজের পর হামলা শুরু হয়। পুলিশকে ক্রমাগত ফোন করা হয়েছিল কিন্তু কেউ আসেনি। আক্রমণকারীরা হাজার হাজার লোকের ভিড়ে রাস্তা ভরে যায়। তারা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল এবং বলছিল যে তারা মুর্শিদাবাদ থেকে পুরো হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমরা বন্ধুদের সাথে লড়াই করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রশাসনের কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে আমাদের জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।ঘোষপাড়া সংলগ্ন বেতবোনা গ্রামে, হরগোবিন্দ দাস এবং তার ছেলে চন্দন দাসকে তাদের বাড়ি থেকে টেনে বের করে কংক্রিটের রাস্তার উপর ছেনি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। আক্রমণকারীদের ভিড় আনন্দে স্লোগান দিচ্ছিল। হামলার পর চন্দনের ১৩ বছর বয়সী ছেলে অন্য গ্রামের এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে লুকিয়ে নিজের জীবন বাঁচাচ্ছিল। সে জানতও না যে তার বাবা এবং দাদাকে হত্যা করা হয়েছে। হরগোবিন্দ দাসের বিধবা বোন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, মুর্শিদাবাদের এই গ্রামে হিন্দু হওয়া অপরাধ। আমরা বারবার পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম, কিন্তু কেউ সাহায্য করেনি। আমার বাবা এবং ভাইকে হত্যার পর আমার বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল। সংবাদমাধ্যম ক্ষতিগ্রস্তদের বেদনা বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে এবং ঘোষপাড়া এলাকায় এখনও শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে। মানুষ প্রতিটি অপরিচিত মুখ দেখে ভয় পায়। ঘরের দরজা খোলা ছিল, জানালা ভাঙা ছিল এবং ভেতরে থাকা বাসনপত্র, কাপড়, মন্দির, আলমারি সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় বাড়িগুলো এই অবস্থায় পড়ে আছে কিন্তু সেখানে বসবাসকারী লোকেরা তাদের জীবন বাঁচাতে পালিয়ে গেছে। ঘরে কুকুর, বিড়াল এবং অন্যান্য প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে।৬২ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ বলছেন, একটি জাতীয় চ্যানেলের একজন মহিলা সাংবাদিক এসেছিলেন, ছবি তুলেছিলেন, যন্ত্রণার কথা শুনে চলে গিয়েছিলেন। তারপর তার চ্যানেলে খবর প্রচারিত হয় যে গ্রামবাসীরা নিজেরাই সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেতে তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাসের হত্যাকাণ্ডকেও পিতা ও পুত্রের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। এই ধরনের খবর দেখে মানুষ গণমাধ্যমের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। হরগোবিন্দ দাসের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাদের বাবা এবং ভাইকে হত্যা করা হয়েছে এবং কলকাতার অনেক বড় বড় মিডিয়া চ্যানেলের সাংবাদিকরা আমাদের সাথে কথা বলার পরেও, আমাদের যন্ত্রণা শোনার পরেও, পরিবারের অবস্থা জেনেও এমন খবর প্রচার করেছে যে আমাদের লজ্জা লাগছে। আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছিল, কেউই বাংলাদেশি ছিল না। ৭৫ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি বলছেন, এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে লোকজন এসে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে কিন্তু এটা মিথ্যা। আক্রমণকারীরা আমাদের নিজস্ব পাড়ার লোক ছিল। আমাদের পাড়ার ছেলেরা তাদের গ্রামের বন্ধুদের আক্রমণ করছিল। হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্মূল করার কথা বলা হচ্ছিল। পুলিশ আমাদের মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে গেছে এবং মিডিয়া, যাদের কাছ থেকে আমাদের যন্ত্রণা দেশের সামনে তুলে ধরার আশা করা হয়েছিল, তারা বাংলাদেশের গল্প তৈরি করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে অন্য দেশের মানুষ এসে আক্রমণ করেছে এবং চলে গেছে। এটা সত্য নয়। আক্রমণকারীরা ছিল আমাদের আশেপাশে বসবাসকারী আমাদের নিজস্ব লোকেরা, যাদের সাথে আমরা প্রতিদিন দেখা করতাম এবং দেখতাম। আক্রমণের কারণ ছিল, কেবল এই যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং আমরা হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছিলাম। অন্য কোনও কারণ নেই।তিনি প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন, সরকার যদি কোনও আইন তৈরি করে তবে তাদের আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। আমাদের আক্রমণ করার কোনও মানে হয় না, কেবল এইটুকু বলতে যে আমরা তাদের কাছে কাফের। বিএসএফ জওয়ানরা দূতের মতো এসে পৌঁছেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই হামলার জন্য বিএসএফ এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন, কিন্তু স্থানীয.মানুষ বিএসএফ জওয়ানদের দেবতার মতো সম্মান করছেন। হাইকোর্টের নির্দেশের পর, বিএসএফ এবং সিআরপিএফ কর্মীরা হিংসা কবলিত এলাকায় পৌঁছেছেন। মানুষ তাঁদের দেবদূত বলে ডাকত। একজন বৃদ্ধ বললেন, যদি এই জওয়ানরা না থাকত তাহলে এখন আমরা বেঁচে থাকতাম না। একজন মহিলা বললেন, আমরা কখনও কোনও দেবতা দেখিনি কিন্তু বিএসএফ জওয়ানরা আমাদের জন্য দেবতা হয়ে এসেছেন। স্থানীয় মানুষ তাদের গ্রামে একটি স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প তৈরির দাবি জানিয়েছেন। তারা বলেন, তারা শিবিরের জন্য তাদের জমি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু এখন তারা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে যেতে চায় না।

আজ,সোমবার সিভিল সার্ভিস দিবস, বিশেষ পুরস্কার প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিলঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ এপ্রিল, আজ,সোমবার নতুন দিল্লিতে ১৭-তম সিভিল সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে সরকারি আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা রাখবেন। প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য বিশেষ পুরস্কারও প্রদান করবেন তিনি। জেলাগুলির সার্বিক উন্নয়ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক কর্মসূচি এবং উদ্ভাবন বিভাগে মোট ১৬টি পুরস্কার দেওয়া হবে। সোমবার, ২১ এপ্রিল দেশজুড়ে পালিত হবে ১৭-তম সিভিল সার্ভিস দিবস। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী মোদী নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের এক সভায় যোগ দেবেন। ওই অনুষ্ঠানেই জনপ্রশাসনে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার যোগ্যদের হাতে তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে চন্দ্রবাবুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চন্দ্রবাবু নাইডুর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী।রবিবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, আমার ভালো বন্ধু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু গারুকে শুভেচ্ছা। ভবিষ্য ক্ষেত্রের ওপর মনোযোগ দিয়ে তিনি যেভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, তা প্রশংসনীয়। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।

তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী, বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় পশু-পাখিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তাপমাত্রার পারদ ক্রমশই উর্ধ্বমুখী। গরম এতটাই বেশি যে, বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় পশু-পাখিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজস্থানের জয়পুরের নাহারগড় জৈবিক পার্কে পশু-পাখি ও অন্যান্যদের প্রাণীদের জন্য জল ছিটানো এবং অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।মধ্যপ্রদেশের ভোপালের বন বিহার জাতীয় উদ্যান এবং চিড়িয়াখানায় প্রাণীদের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বন বিহার জাতীয় উদ্যান এবং চিড়িয়াখানার পরিচালক অবধেশ মীনা জানিয়েছেন, বন বিহারে আমরা নিশ্চিত করেছি, সমস্ত কুলারগুলি কার্যকর অবস্থায় রয়েছে। তাপপ্রবাহ থেকে প্রাণীদের রক্ষা করার জন্য আমরা পর্দাও স্থাপন করেছি। এখানকার প্রাণীরা স্বস্তিতে রয়েছে। সমস্ত জলাশয় নিয়মিতভাবে ভরাট করা হচ্ছে। শুধু জয়পুর ও ভোপাল নয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যের চিড়িয়াখানায় পশু-পাখিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

হিমাচলে ভারী বৃষ্টি চলবে, ঝোড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টিরও পূর্বাভাস

শিমলা, ২০ এপ্রিলঃ হিমাচল প্রদেশে আপাতত ভারী বৃষ্টিপাত চলবে, একইসঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। ২১ এপ্রিল, সোমবার পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে ২১ এপ্রিল (সোমবার) সকাল পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের বেশিরভাগ অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে, পাশাপাশি শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ের পূর্বাভাসও রয়েছে, হতে পারে বজ্রপাতও।চাম্বা, কাংড়া, কুল্লু, সোলান, সিরমৌর, মান্ডি এবং শিমলা জেলায় শিলাবৃষ্টি হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসও রয়েছে, লাহুল, স্পিতি, কিন্নৌর জেলা এবং চাম্বা ও কুল্লুর উঁচু এলাকায় ২১ এপ্রিল দুপুর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

নিশিকান্তের মন্তব্যকে হাতিয়ার অখিলেশের, বিঁধলেন বিজেপিকে

প্রয়াগরাজ, ২০ এপ্রিল ঃসুপ্রিম কোর্ট সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করে এখন বিপাকে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এবার নিশিকান্তের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে আক্রমণ করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। রবিবার প্রয়াগরাজে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ বলেছেন, সত্যি কথা হলো, যদি কেউ ধর্মের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে, তাহলে সেটা বিজেপি। ধর্ম, বর্ণের নামে সমাজে বিভাজন তৈরি করা বিজেপির একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত কর্মসূচি এবং তারা এর জন্য অর্থ ব্যয় .করে। যা বলা হয়েছে তা বিজেপির চিন্তাভাবনা।এদিকে, নিশিকান্তের থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা স্বয়ং জানান, বিজেপি বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সভাপতি ওই নিশিকান্ত ও দীনেশ শর্মাকে এবং দলের অন্যদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন এই ধরনের মন্তব্য আর না করেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনজীবন বিপর্যস্ত জম্মু-কাশ্মীরে, উদ্বিগ্ন ওমর আব্দুল্লাহ

জম্মু ও শ্রীনগর, ২০ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত ও শিলাবৃষ্টির পর ব্যাপক ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। বেশ কয়েকটি বাড়ি ও গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই বন্ধ রাখা হয়েছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ।মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, রামবানে মর্মান্তিক ভূমিধস এবং আকস্মিক বন্যায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত, যার ফলে জীবন ও সম্পদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। যেখানেই প্রয়োজন সেখানে তাৎক্ষণিক উদ্ধার প্রচেষ্টা নিশ্চিত করার জন্য আমরা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। আপাতত, পরিস্থিতি নিযন্ত্রণের উপরই মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। নাগরিকদের ভ্রমণ পরামর্শ অনুসরণ করার এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অপ্রয়োজনীয় চলাচল এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মাদক মামলায় গ্রেফতার মালয়ালম অভিনেতা টম চাকো

কোচি, ২০ এপ্রিল ঃএকটি মাদক মামলায় গ্রেফতার হলেন মালয়ালম অভিনেতা টম চাকো। কেরল পুলিশ শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করেছে। মালয়ালম অভিনেতা টম চাকোকে গত শনিবার কোচি পুলিশ একটি মাদক মামলায় চার ঘন্টা দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পরে গ্রেফতার করেছে। মাদক বিরোধী তল্লাশি অভিযানের সময় কোচির একটি হোটেল থেকে চাকো পালিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পর এই গ্রেফতার।উল্লেখ্য, মাদক বিরোধী অভিযান চলছে লক্ষ্য করে হোটেল থেকে এর আগে পালিয়ে গিয়েছিলেন অভিনেতা। গত বৃহস্পতিবার কোচি সিটি পুলিশ জানায়, অভিনেতা টম চাকোর পালানোর পেছনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর আগে একটি ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশের মাদকবিরোধী তল্লাশি

সুখ ও শান্তি কামনা করে ইস্টারের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

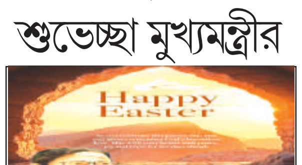

কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে নিজের ফেসবুকে পেজে ইস্টারের শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইস্টারের শুভেচ্ছা। এই আনন্দময় দিবস উদযাপনে আপনারা সর্বদা ঈশ্বরের অন্তহীন ভালবাসাকে স্মরণ করুন। অনাগত দিনগুলিতে আপনাদের হৃদয় শান্তি, আনন্দ ও আশায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৭বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,সোমবার, ইংরেজীঃ২১এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৬ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আর উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পূর্বাভাস আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১৬ এপ্রিল বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকু।া, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে ক্ষেত্রে ১৬-১৭ এপ্রিল সমস্ত জেলার কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। এই ঝ।-বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রায় হ্রাস হতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি কম।জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫৪মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৪ মিনিট। ভাটা-সকাল১০ টা৫৪মনিট এবং রাত ৯ টা ৫৪মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ১৭মনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৬মনিট

ডানকুনি হত্যাকাণ্ডে পুলিশ অস্ত্র সমেত দুই অপরাধীকে গ্রেফতার করলো

বনস্পতি দে, ডানকুনি হুগলি, ২০ এপ্রিলঃ ০৭০২২৫ তারিখে ডানকুনির বোঁদের বিলের বাসিন্দা বান্টি শ (৩২ বছর) নামে এক ব্যক্তি ভাদুয়ার কর্মস্থল থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি সেখানে একটি গুদামে জেসিবি চালক ছিলেন। দিল্লি রোডে কলকাতাগামী শ্রীরাম গ্র্যান্ড সিটি প্রবেশপথের কাছে কিছু অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত তার বুকে গুলি করে। তাৎক্ষণিকভাবে ডানকুনি থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে শ্রীরামপুরের ওয়ালশ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

ঘটনার পরপরই, সিপিসির লেফটেন্যান্ট সিপির নেতৃত্বে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে কাছের একটি দোকান থেকে একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল, যেখানে দেখা গেছে যে মৃত ব্যক্তির পিছন থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে দুজন দুষ্কৃতী এসে তাকে থামিয়েছে। কিছুক্ষণ ঝগড়ার পর দুর্বৃত্ত হঠাৎ আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালায় এবং সে রাস্তায় পড়ে যায়। ক্যামেরার ফুটেজটি এতটাই ঝাপসা ছিল যে, সেই সময় সেখান থেকে আর কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ডানকুনি থানা, সিপিসির গোয়েন্দা বিভাগ এবং জোনাল সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে মামলাটি সনাক্ত করার জন্য লেফটেন্যান্ট কমিশনার, সিপিসির সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করা হয়েছিল। নিহতের পাড়া এবং কর্মক্ষেত্রে এতটাই সুনাম ছিল যে তার সহকর্মীরা এবং স্থানীয়রা তার সাথে এই ধরণের ঘটনার কারণ সম্পর্কে একটিও সূত্র দিতে পারেনি। কিছু দাম্পত্য বিরোধের কারণে শুধুমাত্র তার স্ত্রী এবং সে ২০২২ সাল থেকে আলাদা থাকছিলেন। স্ত্রী এবং তার শ্বশুরবাড়ির সকলকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে, টিম রাস্তার পাশের ক্যামেরা থেকে প্রচুর সিসিটিভি ফুটেজ এবং মোটরসাইকেলে থাকা দুর্বৃত্তদের পশ্চাদপসরণের সম্ভাব্য পথ সংগ্রহ করে এবং সেই ফুটেজগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পর, তদন্তকারী অফিসার প্রাথমিকভাবে দুজন সন্দেহভাজনকে আটক করেন। কিন্তু পরে তাদের নির্দোষ প্রমাণিত হয়।

ইতিমধ্যে, মৃত ব্যক্তির মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তির ফোনে অনেক মহিলার সাথে সম্পর্ক ছিল। বিশ্লেষণ করে এবং মোটরসাইকেলে থাকা বোঁদের বিলের বাসিন্দা দিলীপের (৩৪) অনিল শর (৩০) গতিবিধি শনাক্ত করে জানা যায় যে অনিলের স্ত্রী বান্টির সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলছিলেন। অনিল প্রাথমিকভাবে জানতে পারেন যে বান্টি রাস্তায়, সকালের হাঁটার সময় তার স্ত্রীকে বিরক্ত করছেন এবং তিনি প্রথমে বান্টিকে এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করতে বলেন। পরে অনিল জানতে পারেন যে তার স্ত্রী এবং বান্টি ফোনে কথা বলছেন এবং ছবি শেয়ার করছেন। রাগের বশে অনিল বান্টিকে হত্যার পরিকল্পনা করে এবং সে একটি সিঙ্গেল শটার আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে। ০৭০২২৫ সন্ধ্যায় সে এবং তার সহযোগী মোঃ সিরাজউদ্দিন (৪০ বছর) তার কর্মস্থল থেকে ফেরার সময় দিল্লির রাস্তায় বান্টিকে থামায়, যখন সূর্যাস্ত হয় এবং কিছুক্ষণ ঝগড়ার পর তারা এই অপরাধ করে। তদন্ত চলাকালীন, অভিযুক্ত অনিল শ এবং মোঃ সিরাজউদ্দিন উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হয়। মোঃ সিরাজউদ্দিন মুম্বাই পালিয়ে যায়, সেখান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে আইও। এই অপরাধে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়।অনিলের কাছ থেকে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। হেলমেটও জব্দ করা হয়েছে। প্রধান অভিযুক্ত অনিলের কাছ থেকে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পর (২০০৪২৫) আদালতে হাজির করা হচ্ছে।

রাজ্য ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে যাচ্ছে ঃ অমল হালদার

কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ রাজ্য ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে যাচ্ছে, উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন বামেদের কৃষক নেতা অমল হালদার। রবিবার ব্রিগেডের সমাবেশে অনাদি সাহুর পর অমল হালদার বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেছেন, কৃষকেরা বিপন্ন। গোপনে জমি বন্ধক দিতে হচ্ছে। ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ফসলের দাম পাচ্ছেন না কেউ। সারের দাম, বীজের দাম বাড়ছে। রাজ্য ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে যাচ্ছে। লড়াই ছাড়া কোনও পথ নেই।

অমল হালদার জোর দিয়ে বলেছেন, অতীতেও বাঁচানোর জন্য লাল ঝান্ডা ছুটে এসেছিল। রাজ্যে কৃষির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ২৬ হাজার চাকরি চলে গেল। অযোগ্যদের বাঁচানোর জন্য যোগ্যদের বলি দিলেন মমতা। চালের দাম চড় চড় করে বাড়ছে। ভাত খেতে পাব আমরা আগামী দিনে? চালও তো আমদানি করতে হবে বাইরে থেকে! জমি কমছে, উৎপাদন কমছে। সরকারের কোনও পরিকল্পনাই নেই। এর পর দুর্ভিক্ষের মতো চিত্র দেখা যাবে। নয়া কৃষিনীতির নাম করে বিপজ্জনক সংস্করণ তৈরি করছেন।’’

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করে পলাতক স্বামী মগরাহাটে

দুরন্ত বার্তা, মগরাহাট, ২০ এপ্রিলঃ এবার স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করে পলাতক স্বামী। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মগরাহাট থানার উড়েলচাঁদপুর গ্রামে। মৃত মহিলার নাম সুস্মিতা মন্ডল। আর এই ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত স্বামী গোপীনাথ মন্ডল। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রবিবার মগরাহাট থানার উড়েল চাঁদপুর গ্রামে ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় এক মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে মগরাহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ডায়মন্ডহারবারের পুলিশ মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক কোনো অশান্তির জেরে স্ত্রীকে খুন করেছে পালিয়েছে স্বামী।

গাড়ি উল্টে মৃত্যু কিশোরের, পাকড়াও চালক

কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ রাতের শহরে প্রাণ গেল এক কিশোরের। শনিবার রাতে গার্ডেনরিচ ফ্লাইওভারে উল্টে যায় একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা পাঁচ বন্ধু আহত হয়। শুভম দাস (১৭) এর চোট ছিল গুরুতর। তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। জানা গেছে, বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগে গাড়ির চালক বছর উনিশের এক কিশোরকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দ্রুত গতিতে গাড়িটি গার্ডেনরিচ ফ্লাইওভারের মাঝামাঝি জায়গায় দুর্ঘটনায় পড়ে। চালকের পাশের সিটেই বসেছিল শুভম।

প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

মোহনপুর, ২০ এপ্রিল ঃ প্রেমিক যুগলের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সিধাই থানার অধীন মোহনপুরের কৃষ্ণপুর চা বাগানে। নিহতরা হলেন অভিরাম টিলার গোপেশ মুণ্ডার স্ত্রী গায়ত্রী মুণ্ডা এবং সুন্দর টিলার বাসিন্দা সাজু সাঁওতাল। পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে কৃষ্ণপুর চা বাগানের লোকজন দেখতে পায় বড় একটি গাছের ডালে দুটি মৃতদেহ ঝুলে আছে। সাথে সাথেই এলাকাবাসী খবর দেয় সুন্দর টিলা ফাঁড়িতে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, একটি কাপড়ে দু'জন ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছেন। স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই কন্যা সন্তানকে কোলে নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন গায়ত্রী মুণ্ডার স্বামী গোপেশ মুণ্ডা। তিনি জানিয়েছেন, স্ত্রীর সাথে যে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে তিনি তার পরিচিত নন। আগে কখনও তাকে দেখেননি। পারিবারিক কোন ঝামেলাও নেই। এলাকার আরও কয়েকজন জানিয়েছেন, গায়ত্রী মুণ্ডার সাথে যে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে তাকে ওই এলাকায় আসাযাওয়া করতেও দেখা যায়নি। মৃত সাজু সাঁওতালের বাড়ির আশেপাশের লোকজন সূত্রে জানা গিয়েছে, গায়ত্রী মুণ্ডার সাথে সাজু সাঁওতালের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তারা সম্পর্কে বেয়াই-বেয়াইন। ধারণা করা হচ্ছে এক সন্তানের জননী গায়ত্রী মুণ্ডা এবং সাজু সাঁওতালের ভালোবাসার সম্পর্ক পরিবারের লোকজন মেনে নিবে না বলেই তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনায় রাজধানীকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ঃ বিদ্যুৎ মন্ত্রী

আগরতলা, ২০ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশি বিদ্যুতের বিল দিচ্ছেন রাজধানী আগরতলার ভোক্তারা। তাই প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনায় রাজধানীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রবিবার রাজধানীর লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারে প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা নিয়ে আয়োজিত জনসচেতনতা ও নিবন্ধীকরণ শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

রবিবার রাজধানীর লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা নিয়ে এক জনসচেতনতা এবং নিবন্ধীকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগিরের সভাপতি তথা রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সরকার, রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। এই নিবন্ধীকরণ শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, এই যোজনায় এক কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্লেট ইন্সটল করতে খরচ পরবে ৬৫ থেকে ৭০ হাজার টাকা। এতে ভর্তুকি মিলবে ৩৩ হাজার টাকা। সুতরাং ৩৩ থেকে ৩৫ হাজার টাকা খরচ করে ২৫ বছর পর্যন্ত যদি কেউ ফ্রি বিদ্যুৎ পরিষেবা পান তবে এর চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না।

মন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যের নদীগুলির আকার ছোট হওয়ায় জলবিদ্যুতের তেমন একটা সুবিধা নেই। আগামী দিনে বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য সৌরশক্তিই একমাত্র পথ। তাই সৌর বিদ্যুতের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। আগামী দিনগুলির কথা মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই যোজনা চালু করেছেন।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী আরো জানান, রাজ্যের মধ্যে আগরতলা শহরবাসীই সবচেয়ে বেশি বিদ্যুতের বিল দেন। কারণ রাজধানীতে হুক লাইনের ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই আগরতলা শহরকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একাধিক ভেন্ডার এই সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করে। তারা এই যোজনায় কিভাবে ব্যাঙ্কের লোন পাওয়া যাবে, কিভাবে এই বিদ্যুৎ পরিষেবা পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে উপস্থিত এলাকাবাসীর কাছে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

ডিউটিরত অবস্থায় মৃত্যু ঘটলো এক পুলিশের ভাঙড়ে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২০ এপ্রিলঃ ডিউটিরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু এক পুলিশ কর্মীর। কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের চন্দনেশ্বর থানায় সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন সুভাষচন্দ্র রায় (৫৬)। শনিবার মৃত্যু হয় তাঁর। বেশ কয়েক দিন ধরেই শরীর ভালো যাচ্ছিল না সুভাষ রায়ের। কিছু দিন ছুটিও নেন তিনি। শনিবার কাজে যোগ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই পুলিশ কর্মী। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল।জলপাইগুড়ির বাসিন্দা সুভাষ রায় ছুটিতে ছিলেন। শুক্রবার বাড়ি থেকে ফিরে কাজে যোগ দেন। শনিবার বেলায় শরীরে অস্বস্তি হচ্ছিল। থানার কাছেই চন্দনেশ্বর বাজার। সেই বাজারের একটি ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে খান তিনি। শনিবার দুপুরে হঠাৎ তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে অচৈতন্য অবস্থায় বাসন্তী রাজ্য সড়ক লাগোয়া নলমুড়ি গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বাড়িতে।তাঁর এই মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

উত্তর হাওড়ার সালকিয়ায় ভূ-গর্ভস্থ জলাধার পরিদর্শন পুর আধিকারিকের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ এপ্রিল ঃ উত্তর হাওড়ার সালকিয়ায় ভূ-গর্ভস্থ জলাধার পরিদর্শন করলেন পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী সহ জলের দফতরের আধিকারিকরা। পুরসভা সূত্রের খবর, শনিবার ওই ভূ-গর্ভস্থ জলাধারে সপার্ষদ সারপ্রাইজ ভিজিট করেন তাঁরা। এই বিষয়ে সৈকত চৌধুরী বলেন, আমরা সালকিয়ার ভূ-গর্ভস্থ জলাধার পরিদর্শন করেছি। এই গরমের সময়ে সাধারণ মানুষকে যাতে জলকষ্টে ভুগতে না হয় এবং ভূ-গর্ভস্থ জলাধারগুলি যাতে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে এবং যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই কারণেই এদিন সেখানে হঠাৎ পরিদর্শন করা হয়। কাউকে কিছু না জানিয়েই সংশ্লিষ্ট দফতরের পুর আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ওই পরিদর্শন করা হয়। যেসব সমস্যা জানা গিয়েছে তা সমাধানের দ্রুত চেষ্টা করা হবে। জলের চাপ যাতে না কমে যায় তা দেখে নিয়ে সেই অনুযায়ী সমস্যার সমাধান করা হবে।

শ্রমজীবী মানুষ এখন বিপন্ন, তোপ অনাদি সাহুর

কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ কলকাতার ব্রিগেড সমাবেশ থেকে তৃণমূল এবং বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ করলেন সিটুর নেতা অনাদি সাহু। তাঁর বক্তব্য, ‘‘শ্রমজীবী মানুষ এখন বিপন্ন। চাবাগান, চটকল, কয়লাখনি, ইস্পাত কারখানার মানুষ আক্রান্ত। দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী সরকার ১৪ বছর ধরে রাজ্যে লুটের রাজত্ব চালাচ্ছে। ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে গিয়েছে। ৩২ হাজারের চাকরি ঝুলে আছে। ছাত্রযুবরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। রাজ্যের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়েছে এই সরকারের নীতির কারণে। গরিবের রোজগার বাড়ছে না।

স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শ্রমিক নিযুক্ত হচ্ছেন। শ্রম আইন ভঙ্গ হচ্ছে বার বার। সর্বত্র অস্থায়ী শ্রমিক, কম মজুরিতে কাজ করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। কেন্দ্র শ্রম কর লাগু করতে চলেছে। নরেন্দ্র মোদীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই, আগুন নিয়ে খেলবেন না।’’

সন্দেশখালি তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে গ্রেপ্তার চার

বসিরহাট, ২০ এপ্রিলঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার সন্দেশখালি থানার জেলিয়াখালীর পাখিরালয় এলাকায়, গতকাল তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষে আট জন আহত হয়। এরপর উভয় পক্ষ থেকে সন্দেশখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায় করে। সেই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সন্দেশখালি থানা পুলিশ তদন্তে সুরু করে, পাখিরালয় থেকে দুজন তৃণমূল কর্মী ও দুজন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে,গতকাল রাতে। ধৃত চারজনকে আজ রবিবার বসিরহাট মহাকুমা আদালতে পেশ করা হয়,সন্দেশখালি থানা পুলিশের পক্ষ থেকে।

হরিপালে বাবাছেলের যুগলবন্দিতেই অপহরণের গোটা অপারেশনটা চালানো হয়েছিল বলে মনে করছে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল হুগলি, ২০ এপ্রিলঃ যদিও হরিপালের ব্যবসায়ী শুকুর আলির অপহরণ কাণ্ডের পিছনে অন্যতম মাস্টার মাইন্ড ছিল আইনল হক। তাকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছিল ছেলে ইনজামুল। বাইরের চেহারা দেখে নিরীহ ও গোবেচারা লোক বলে মনে হতে পারে। বাবাছেলের যুগলবন্দিতেই গোটা অপারেশনটা চালানো হয়েছিল বলে মনে করছে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, পাণ্ডুয়ায় বসে হরিপাল বন্দিপুরের চিত্রশালির ব্যবসায়ী শুকুরকে অপহরণ করে ৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে আইনল। আগাম পরিচয়ের সুবাদে আইনল এবং ইনজামুল আগে থেকেই জানত, রোজ দুপুরে শুকুর তাঁর ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে যায়।

বুধবার দুপুরে সেই গাড়িতে করে শুকুরকে অপহরণ করে পাণ্ডুয়ার একটি বাড়িতে নিয়ে এসে আটকে রাখে তারা। গরমের সময় দুপুরে রাস্তাঘাট সুনসান থাকে। সেই কারণেই এই সময়টাকে বেছে নেয় তারা। অপারেশন শুরু করার আগে পরিকল্পনা মাফিক তারা একটি চারচাকা গাড়ি ভাড়া করে। সেখানে আইনলের হাতমুখ বেঁধে মারধর করা হয়। ওই দিন রাত সাড়ে ১০টায় শুকুরের স্ত্রী আস্মাউল হুসনা হরিপাল থানায় তাঁর স্বামীকে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার ভোর রাতে মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন চিহ্নিত করে পাণ্ডুয়ার জয়ের বাজার থেকে পুলিশ ৫ জন অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রের খবর, অপহরণ কাণ্ডের মূল পান্ডা আইনল আলুর ব্যবসা করে। তার বিরুদ্ধে আলুর বস্তা চুরিসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তার ছেলে ইনজামুল ভিন রাজ্যে সোনার অলঙ্কার তৈরির কারখানায় কাজ করে। অপহৃত শুকুর নিজেকে আলুর ব্যবসায়ী বলে দাবি করে। জেরার সময় ধৃতরা দাবি করে, ব্যবসায়িক শত্রুতার কারণেই শুকুরকে তারা অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করেছিল। কিন্তু তারপরে শুকুরের পরিবার হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ায় পুলিশের সন্দেহ হয়। তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, শুকুর এক সময় ভিন রাজ্যে অলঙ্কার শিল্পের কর্মী ছিল। ইনজামুলও একই কাজের সঙ্গে যুক্ত। সেই সুবাদে সম্ভবত সোনা কেনাবেচা অথবা সোনা পাচারের মতো কোনও বেআইনি কারবারে তারা যুক্ত ছিল। বখরার ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদের জেরেই শুকুরকে অপহরণ করে মুক্তিপণ চাওয়া হয়। আক্রোশ থেকেই তাঁর হাতপা বেঁধে মারধরও করা হয়। পুলিশের বক্তব্য, আলুর ব্যবসা নিয়ে কোনও ঝামেলা হলে সেটা অন্যান্য আলু ব্যবসায়ীদের কানে যেত। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হয়নি। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক কর্তা বলেন, ‘অপহরণের পিছনে আসল রহস্য কী, সেটা জানতেই ধৃতদের টানা জেরা করা হচ্ছে। খুব শিগগির আসল সত্যটা জানা যাবে।’

বাল্য বিবাহ আটকালো নববারাকপুর থানার পুলিশ

নববারাকপুর, ২০ এপ্রিলঃ শনিবার ঘড়ির কাটা রাত ১২ ৃ৩০ মিনিট।হঠাৎ রাতের বেলায় নববারাকপুর থানাতে এসে কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন সাজিরহাট শহীদ বন্ধু নগরের গৃহবধূ সীমা রায়। কান্নাকাটি শুনে বার হয়ে এলেন কর্তব্যরত ডিউটি অফিসার। জিজ্ঞাসা করলেন তার কান্নার কারন কি? মহিলা জানাল তার ১৫ বছরের নাবালিকা কন্যাকে নিয়ে তার স্বামী বিয়ে দেবেন বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছেন। খবরের গুরুত্ব বুঝে ডিউটি অফিসার এসআই সুদীপ্ত বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে থানার বড়ো বাবু সুমিত কুমার বৈদ্য কে বিষয় টি অবগত করেন। এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে থানা থেকে নাবালিকা ও তার বাবার মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্রাক করা হয়। লোকেশনটি দেখা যায় দমদমের একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে। সাথে সাথে দমদম থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেঐ এলাকায় চিরুনি তল্লাশি করা হয়। কিছু পরে লোকেশন দেখা যায় হাওড়ার জগদীশপুর এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার থানার সাথেও যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু নাবালিকা ও তার বাবা কিছুতেই ফোন রিসিভ করছিলেন না।

পরে নাবালিকার মা কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ২৮ বছরের ছেলেটির বাড়ির ফোন নম্বর পাওয়া যায়। ছেলে টি পেশায় এলআইসি বেসরকারি সংস্থার কর্মী। সেখানে থানার বড়ো বাবু সুমিত কুমার বৈদ্য নিজে ফোন করেন এবং ছেলে টির দাদাকে বলেন নাবালিকার সঙ্গে বিয়ে করলে সকলেই আইনী জটিলতায় পড়বেন।তখন ছেলেটির দাদা ও পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ে বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এবং মেয়েটিকে নিয়ে পরেরদিন রবিবার সকালে থানায় হাজির করানো হয়। মেয়ে টির মা পরিচারিকার কাজ করেন।

থানায় আসার পরে মেয়েটিকে ও পরিবারের লোকজন দের বড়ো বাবু নিজে বাল্যবিবাহ ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বোঝান এবং মেয়ে টিকে ভালো ভাবে পড়াশোনা করার পরামর্শ দেন। মেয়ে টি নববারাকপুর মাসুন্দা গার্লস হাইস্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্রী। এবং মেয়েটিকে বলেন পড়াশোনার ব্যাপারে কোন রকম সাহায্য লাগলে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সবরকম সাহায্য করবেন। মেয়েটির বাবা ঝন্টু রায় নিজের ভুল বুঝতে পেরে দু চোখে অশ্রুধরা জলে বলেন মেয়ে সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে কে কোনরকম ভাবে বিবাহ দেবেন না বলে থানায় লিখিত ভাবে জানান। যদিও মেয়ে টির মা জেলা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার কেও বিষয় টি জানিয়েছিলেন।কিন্তু তাদের তরফ থেকে কোনরূপ প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়নি। পুলিশ তৎপরতার জন্য এ যাত্রায় নাবালিকার বিবাহ বন্ধ করা গেল। মেয়েটির মা তার মেয়ের উদ্ধার কাজে পুলিশ তৎপরতার প্রশংসা করেন। থানার বড়ো বাবু সুমিত কুমার বৈদ্য জানান বাল্যবিবাহ রোধ সচেতনতা বাড়াতে ইতিমধ্যেই শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় গুলিতে বেশি করে প্রচারভিযান ও সচেতনতা সেমিনার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সিঙ্গুরে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু এক ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ার

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর হুগলি, ২০ এপ্রিলঃ মৃত পড়ুয়ার নাম আয়ুষ কর্মকার। শুক্রবার একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করার পর স্থানীয় একটি পুকুরে ডুবে মৃত্যু হয় ওই পড়ুয়ার। পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু এক ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ার। ঘটনা হুগলি জেলার সিঙ্গুরে। পরিবারের অভিযোগ, যে ছেলে সাঁতার জানত না, জলে নামতে ভয় পেত, সে ছেলে জলে ডুবে কী করে মারা গেল ? সিঙ্গুরের আনন্দনগরের ঘটনায় ব্রতচারী সংঘের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে শনিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের পরিবারের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু দুপুর নাগাদ হঠাৎই ব্রতচারী সংঘ থেকে শ্যামল কর্মকারকে ফোনে জানানো হয়, তাঁর ছেলে জলে ডুবে গিয়েছে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি আনন্দনগর ব্রতচারী সংঘ-এ উপস্থিত হয়। ততক্ষণে সংঘের লোকজন আয়ুষকে জল থেকে তুলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা জানান সে মৃত। মেধাবী ছাত্রের এ হেন মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সিঙ্গুরের আনন্দনগর এলাকায় আনন্দনগর ব্রতচারী সংঘের পক্ষ থেকে চারদিন ব্যাপী ৩৫ তম আবাসিক ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয় ১৭ এপ্রিল থেকে। ছোট থেকে বড়ো, স্থানীয়রা ছাড়াও একাধিক জেলা থেকে শতাধিক মানুষ প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেন। সেই ক্যাম্পে ১৮ এপ্রিল অর্থাৎ শুক্রবার গিয়েছিল সিঙ্গুরের নস্করপুর এলাকার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ কর্মকার। সকাল সাতটায় তাকে ছেড়ে দিয়ে আসেন বাবা শ্যামল কর্মকার। রাতে কাজ থেকে ফিরে ছেলেকে আনতে যাওয়ার কথা। ঘটনার পর শনিবার সিঙ্গুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃত আয়ুষের পরিবার। মৃত পড়ুয়ার পিতা শ্যামল কর্মকারের অভিযোগ, ‘ব্রতচারী সংঘের লোকজনের গাফিলতির জন্যেই আমার ছেলেটা মারা গেল। ওরা আমার ছেলেকে লক্ষ্যই দিল না। আমার ছেলে সাঁতার জানে না। জলে নামতে ভয় পেত সে কী করে পুকুরে গেল? আমি এই ঘটনার বিচার চাই।’ ব্রতচারী সংঘ-এর এক সদস্য জানান, আমাদের দীর্ঘদিনের সংস্থা। এর আগে এরকম ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। ছেলেটি আমাদের স্কুলেই পাঁচ বছর পড়েছে। বর্তমানে অন্য স্কুলে পড়ে। আমাদের ক্যাম্পাসের বাইরে একটি পুকুর আছে। সবার অলক্ষ্যে ছেলেটি কী ভাবে চলে গেল তা নিয়ে আমরাও চিন্তিত। আমাদের অনেক স্বেচ্ছাসেবক আছে, তাঁরাই দেখাশোনা করেন। তবে কর্তব্যে কারও গাফিলতি ছিল না। আমরাই চাই বিষয়টার সঠিক তদন্ত হোক। ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে সিঙ্গুর থানা। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পর পড়ুয়ার মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

এক মহিলা সহ তিন বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার আগরতলা রেল স্টেশনে

আগরতলা, ২০ এপ্রিল ঃ ফের আগরতলা রেল স্টেশনে আটক বাংলাদেশি নাগরিক। এক মহিলা এবং দুই পুরুষকে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ আটক করেছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং রবিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আগরতলা জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস রবিবার জানিয়েছেন, জিআরপি থানার পুলিশ ও আরপিএফ শনিবার বিকালে আগরতলা রেল স্টেশন চত্বরে নজরদারি চালানোর সময় তিনজনকে দেখে সন্দেহ হয়। তাদের মধ্যে একজন মহিলা এবং দুইজন পুরুষ। পুলিশ এবং আরপিএফ তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। ধৃতরা জানিয়েছেন তাদের বাড়ি বাংলাদেশে। তারা অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে এপারে এসেছেন। তারা ব্যাঙ্গালুরুতে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ওসি তাপস দাস জানান, ধৃতরা হলেন মৌসুমী নেসা (কাল্পনিক নাম), মহম্মদ ইসমাইল হোসেন এবং মহম্মদ নুরহোসেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৪০ সংখ্যা, সোমবার, ৭ বৈশাখ , ১৪৩২

অনড় দৃষ্টান্ত গড়ল হার্ভার্ড

ট্রাম্প সরকারের রোষে পড়েছিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়! কিন্তু তারা ট্রাম্পের কোনও নির্দেশই মানে নি। জানা যায়, মার্কিন প্রশাসনের জারি করা দশ দফা নির্দেশনামা মানে নি, ফলে তাদের বন্ধ হয়েছে অনুদান। প্যালেস্টাইনে হামলার প্রতিবাদে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইজরায়েল-বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়-সহ্য হয়নি ইজরায়েল-বান্ধব ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ইহুদি বিদ্বেষের অভিযোগ তুলে প্রশাসন বেশ কিছু কঠোর নির্দেশ জারি করে। একই সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ দফা নির্দেশনামা পাঠানো হয়। জানা যায় তা পত্রপাঠ খারিজ করেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়! শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ধরনের সরকারি হস্তক্ষেপ তারা মানতে নারাজ।

এর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০ কোটির অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। শুধু তা করেই থেমে থাকে, শিক্ষা দপ্তরের তরফে নোটিস দিয়ে বহু বিজ্ঞানী ও গবেষককে প্রকল্পের কাজ বন্ধ করতে বলা হয়েছে। এতে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যেমন থমকে যাবে, একই সঙ্গে বহু গবেষক, শিক্ষাকর্মী ও বৃত্তি-পাওয়া-পড়ুয়া আর্থিক সমস্যায় পড়বেন। মার্কিন নিয়মে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে 'কর ছাড়' দেওয়া হয়। মূলত অলাভজনক কাজ করা প্রতিষ্ঠানই এই বিশেষ তকমা পায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আয়কর দিতে হয় না। এবার হার্ভার্ডের ক্ষেত্রে তা বন্ধও করা হতে পারে। সেই সঙ্গে ঐতিহ্যশালী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্রেফ রাজনৈতিক সংগঠন বলে বিবেচনা করে হার্ভার্ডের উপর নতুন করে কর বসানো হতে পারে। একই সঙ্গে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করার অনুমতি হারাতে পারে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। অনেক পড়ুয়াকে দেশছাড়া করাও হয়েছে। কিন্তু তাতেও দমতে নারাজ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এর আগে ট্রাম্প প্রশাসনের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে কিছু শর্ত মেনে নিয়েছিল কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি, কর্নেল ইউনিভার্সিটি, নর্থ-ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি অনুদান আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রায় সমস্ত প্রধান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাদের নজরে রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো প্রশাসনের নির্দেশ মেনেও নেবে।

কিন্তু এখানেই একেবারেই আলাদা হার্ভার্ড। তাদের কথা হল, যে-দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কী পড়ানো হবে, কাকে ভর্তি নেওয়া হবে, কাকে নিয়োগ করা হবে, কী-কী বিষয় থাকবে, তা কোনও সরকার ঠিক করে দিতে পারে না। এখানেই চাপের মুখে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে তারা।

যা অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'আদর্শ হওয়া উচিত বলে মনে করা হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা-হরণের সরকারি উদ্যোগ এভাবেই প্রতিহত করা উচিত। শিক্ষার্থীরা যাতে বৌদ্ধিক অনুসন্ধান, তীক্ষ্ণ বিতর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার পরিবেশ থেকে উপকৃত হতে পারে তা-ও নিশ্চিত করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য বলে তারা মনে করে। ক্ষমতার মধ্যে থেকে মানুষের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে যুবসমাজ।এমনই চরিত্র তারা গড়তে পারবে তাদের মূল লক্ষ্য করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানে ট্রাম কেন যে কেউ এসে তা ভাঙতে পারবে না। মোদ্দা কথা হল তারা তাদের জায়গাতেই রইল।

গাজার সাংবাদিক ফতিমা হাসুনার শেষ ইচ্ছে

আমি এমন মৃত্যু চাই, যা শুধু ব্রেকিং নিউজ হবে না। এমন মৃত্যু আমি বরণ করতে চাই যা গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দেবে। সময়ের নিক্তিতে যা চাপা পড়ে যাবে না। কয়েক মাস আগে সোশাল মিডিয়ায় লেখা কথাগুলোই সত্যিই হয়ে গেল গাজার সাংবাদিক ফতিমা হাসুনার জীবনে। বিয়ের আগের দিনই ইজরায়েলি হানায় নিহত হলেন ২৫ বছরের সাহসিনী। এটা মানতই হবে, যুদ্ধে তরুণী সাংবাদিকের বলি হওয়ার কথা সারা বিশ্বকে সত্যিই নাড়িয়ে দিয়েছে। নির্মমভাবেই সেই ইচ্ছা পূরণ হল ফতিমার। গত দেড় বছর ধরে উত্তর গাজায় ইজরায়েল-হামাসের যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন ক্যামেরাবন্দি করছিলেন ফতিমা। ইজরায়েলি সেনার বোমাবর্ষণ, তাঁদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ির স্তূপ, ১০ আত্মীয়র নিহত হওয়ার দৃশ্য লেন্সে ধরছিলেন। জানতেন, মৃত্যু তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে। তবু দুনিয়ার সামনে তাঁর কথা, সাধারণ মানুষের গল্প পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন হল। কেন ইজরায়েল সেনা টার্গেট করে ফতিমার বাড়ি। বোমাবর্ষণে নিমেষে ধূলিসাৎ করে দেয় ফতিমার বাড়ি। বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ফতিমা ও তাঁর পরিবারের সকলের দেহ। মৃতদের মধ্যে ছিলেন ফতিমার অন্ত ঃসত্ত্বা দিদিও। ফতিমার মৃত্যুর খবরে দু ঃখপ্রকাশ করে ফ্রান্সের ওই ফিল্ম ফেস্টিভাল কর্তৃপক্ষ লেখে, 'ওঁর দৃঢ়তার মতোই ম্যাজিক ছিল ওঁর হাসিতেও। গাজার ছবি তুলে, বোমার বদলে ক্ষুধার্ত ও শোকার্তদের খাবার বিলিয়ে ও ভয়াবহ সব মূহূর্তের সাক্ষী থেকেছে। ওঁর জন্য সব সময় আমরা ভয়েই থাকতাম।'গত মার্চে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে ফের নতুন করে সংঘর্ষ শুরু করেছে ইজরায়েল। শুক্রবারই ইজরায়েলের বোমা হামলায় গাজায় নিহত হয় ৩০ জন। একি সঠিক কাজ। এই ভাবে কারুর মুখ বন্ধ করা যেতে পারে। পারে না। এক ফতিমা চলে গিয়েছে তো কি হয়েছে, অন্য এক ফতিমা পুনরায় জন্ম নেবে। তখন আবার তাকে এই ভাবে মারা হবে। তার পরে আবার জন্ম নেবে। কি করবে ইজরাইল সেনা। কত ফতিমা তারা মারবে। উত্তর তাদের দিতেই হবে।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

প্রেমের সঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন, কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও । সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হরায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে। ছেলেরা আগে মাকে ঘিরে থাকে বিয়ের পর আস্তে আস্তে কমে যায় । তাই একটু দোষ গুন ধরে একটু রেগে কথা বলে। হয়তো বা মনের কিছু দুঃখ অন্য কাউকে বলে। সে বিষয় গুলো তাই যদি গভীর ভাবে ভাবো দেখতে পাবে মায়ের কোন দোষ নেই। তখন তাকেই মাথায় করে রাখবে তুমি গৃহিণীর কন্যা হয়েই থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

যত ভক্তি বাড়ে, সংসারাসক্তি কমে-শ্রীচৈতন্যভক্ত নির্লিপ্ততাই জন্যই সাধন-ভজন। তাঁকে চিন্তা যত করবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কমবে পরস্ত্রীকে মাতৃব বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাক জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে। চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হয়ে সংসারে ছিল। জ্ঞানী ও ভক্তের গূঢ় রহস্য শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)-যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার কর, আর 'স্বপ্নবৎ' বল তার ভক্তি যাবার নয়। ফিরে-ঘুরে একটুখানি থাকবেই। একটা মুষল ব্যানা বনে পড়েছিল, তাতেই 'মুষলং কুলনাশনম্'শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয় ব্রহ্ম সত্য, জগ মিথ্যা-এই বোধের দিকে মন সর্বদা যায়। বিষ্ণু অংশে জন্মালে প্রেমভক্তি হয়, সে প্রেমভক্তি যাবার নয়। জ্ঞানবিচারের পর এই প্রেমভক্তি যদি কমে যায়, আবার এক সময় হু হু করে বেড়ে যায় যদুবংশ ধ্বংস করেছিল মুষল, তারই মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণের তীর্থপর্যটন এবং হৃদয় ও মথুর সম্বন্ধে শেষ কথা

ঠাকুর পালকিতে চাপিয়া প্রায় প্রত্যহ বিশ্বনাথের দর্শনে যাইতেন

মথুরানাথ এই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পুণ্যতীর্থসকল দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেন। সস্ত্রীক মথুরবাবু ঠাকুরকে সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ফলে, ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর তাঁহাদিগের সহিত যাইতে সম্মত হইলেন। শুভদিন আগত দেখিয়া মথুরবাবু ঠাকুর প্রমুখ সকলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন ইং ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তারিখ। দেওঘরে পৌঁছিয়া বৈদ্যনাথজীকে দর্শন ও পূজাদি করিবার জন্য মথুরবাবু কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করেন। এই স্থানের এক দরিদ্র পল্লির স্ত্রীপুরুষদিগের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল এবং মথুরবাবুকে জোর করিয়া বলিয়া তিনি তাহাদিগকে এক দিবস ভোজন ও প্রত্যেককে একখানি বস্ত্র প্রদান করাইলেন। বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীযুক্ত মথুর একেবারে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন এবং কেদার তাহারই ছায়ামাত্র। কাশীতে আর একটি বিশেষ দর্শনের কথা ঠাকুর শ্রীমুখে বলিতেন। একদিন মথুর ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীর মণিকর্ণিকাদি পঞ্চতীর্থ দর্শন করিতে গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে গমন করেন। মণিকর্ণিকার পাশেই কাশীর প্রধান শ্মশানভূমি। মথুরের নৌকা যখন মণিকর্ণিকা ঘাটের সম্মুখে আসিল তখন ভাবময় ঠাকুর সহসা সেইদিকে দেখিয়াই একেবারে আনন্তেঞ্জ উফুল্ল ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া নৌকার বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন এবং একেবারে নৌকার কিনারায় দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সে দিব্যভাবের বিরাম হইলে, তিনি সেই অদ্ভুত দর্শনের কথা মথুর প্রমুখকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, দেখিলাম পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করিতেছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করিতেছেন!-সর্বশক্তিময়ী শ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর পার্শ্বে সেই চিতার উপর বসিয়া তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্কারবন্ধন খুলিয়া দিতেছেন এবং নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করিতেছেন। এইরূপে বহুকল্পের যোগ-তপস্যায় যে অদ্বৈতানুভবের ভূমানন্দ জীবের আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা তাহাকে শ্রীবিশ্বনাথ সদ্য সদ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন।এখানে থাকিবার কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পালকিতে চাপিয়া প্রায় প্রত্যহ বিশ্বনাথের দর্শনে যাইতেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে যাইত। যাইতে যাইতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া প৷িতেন, দেবদর্শনকালের তো কথাই নাই। ঐরূপে সকল দেবস্থানে তাঁহার ভাবাবেশ হইলেও কেদারনাথের মঃিদরে তাঁহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত। কাশীতে অবস্থানকালে ঠাকুর এখানকার খ্যাতনামা সাধুদেরও দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ত্রৈলঙ্গস্বামীজীকে দেখিয়াই তাঁহার বিশেষ প্রীতি হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, দেখলাম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁহার শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন! তাঁর থাকায় কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। উচ্চ জ্ঞানের অবস্থা। ইশারায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঈশ্বর এক না অনেক? তাতে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন-সমাধিস্থ হয়ে দেখ তো এক নইলে যতক্ষণ আমি, তুমি, জীব, জগ ইত্যাদি নানা জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ অনেক। তাঁকে দেখিয়ে হৃদয়কে বলেছিলাম, 'একেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বালা পাঁচ-সাত দিন কাশীতে থাকিয়া ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে গমনপূর্বক পুণ্যসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্রিবাস করিয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে কাশীতে ফিরিয়া পুনরায় তথায় একপক্ষকাল বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন করেন। তথায় বাঁকাবিহারী মূর্তি দর্শন করিয়া তাঁহার অদ্ভুত ভাবাবেশ হইয়াছিল-আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া গিয়াছিলেন! আবার সন্ধ্যাকালে রাখাল বালকগণ গোরুর পাল লইয়া যমুনা পার হইয়া গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে দেখিতে দেখিতে তাহাদের ভিতর শিখিপুচ্ছধারী নবনীরদ-শ্যাম গোপালকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়া তিনি প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। ব্রজের নানাস্থানে ঠাকুর সংসারবিরাগী অনেক সাধককে জপধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে দেখিয়াছিলেন। নিধুবনে সিদ্ধপ্রেমিকা বয়সী তপস্বিনী গঙ্গামাতার দর্শন ও মধুর সঙ্গলাভ করিয়া ঠাকুর এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হইয়াছিল ব্রজ ছাড়িয়া তিনি আর কোথাও যাইবেন না। ইনি ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধিকাই হয়ং অবতীর্ণা ভাবিয়া 'দুলালি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ব্রজে গিয়ে সব ভুল হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল আর ফিরব না ঃকিন্তু কিছু দিন বাদে মায়ের কথা মনে পড়ল মনে হলো তাঁর কত কষ্ট হবে, কে তাঁকে বুড়োবয়সে দেখবে, সেবা করবে। ঐ কথা মনে ওঠায় আর সেখানে থাকতে পারলুম না। মাতৃঋণ সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, ওরে, সংসারে বাপ-মা পরম গুরু যতদিন বেঁচে থাকেন যথাশক্তি উঁহাদের সেবা করতে হয়। কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্য বাপ-মায়ের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা চলে, তাতে দোষ হয় না যেমন প্রহ্লাদ

বাপ বললেও কৃষ্ণনাম নিতে ছা৷নি এমনকী, ধ্রুব মা বারণ করলেও তপস্যা করতে বনে গিয়েছিলঃ তাতে দোষের হয়নি।একপক্ষকাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া গঙ্গামাতার নিকট হইতে কষ্টে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঠাকুর মথুরের সহিত পুনরায় কাশীতে প্রত্যাগমন করেন। কয়েক দিন সেখানে থাকিবার পরে দীপান্বিতা অমাবস্যার দিনে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-দেবীর সুবর্ণপ্রতিমা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে প্রেমে মোহিত হইয়াছিলেন। কাশী হইতে গয়াধামে যাইবার মথুরের ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর সেখানে যাইতে অমত করায় মথুর সে-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। পিতৃস্বপ্ন স্মরণ করিয়া ঠাকুর বলিতেন, ঐ-সকল স্থানে যাইলে তাঁহার শরীর থাকিবে না এমন গভীর সমাধিস্থ হইবেন যে, তাহা হইতে তাঁহার মন আর নিম্নে মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসিবে না। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাসংবরণস্থল নীলাচল বা পুরীধামে যাইবার কথাতেও ঠাকুর ঐরূপ ভাব অন্য সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন।কাশীধামে যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত ঠাকুরের পুনরায় দেখা হইয়াছিল এবং চৌষট্টিযোগিনী নামক পল্লিস্থ তাঁহার আবাসে তিনি কয়েক বার গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর এখন হইতে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, ঠাকুর তথা হইতে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ব্রাহ্মণী শ্রীবৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। কাশীতে ফিরিয়া তাঁহার মনে পুনরায় ঐ-ইচ্ছার উদয় হওয়ায় জনপুরাপল্লিস্থ শ্রীযুক্ত মহেশচঃদ্র সরকার নামক একজন অভিজ্ঞ শিকারের ভবনে হৃদয়ের সহিত উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বীণা নাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ঠাকুরের অনুরোধে তিনি সেদিন এত্তম আহ্লাদে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বীণা বাজাইয়াছিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ঐরূপে আনন্দে অতিবাহিত হইলে মহেশবাবুর অনুরোধে তিনি ঐস্থানে কিঞ্চি জলযোগ করিয়া মথুরের নিকট উপস্থিত হইলেন।এইভাবে চারি মাসকাল তীর্থভ্রমণ করিয়া ঠাকুর মথুরবাবুর সহত পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজঃ আনয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিলেন এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটিরমধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলিয়াছিলেন, আজ হইতে এই স্থল শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, এই তীর্থভ্রমণোপলক্ষ্যে মধুর লক্ষ মুদ্রার অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। কাশীবৃন্দাবনাদি তীর্থ ভিন্ন ঠাকুর একবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপ দর্শন করিতেও গমন করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপে গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় তো সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম-কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। ভাবলুম, কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠচি এমন সময় দেখতে পেলুম অদ্ভুত দর্শন! দুটি সুন্দর ছেলে-এমন রূপ কখনো দেখিনি তপ্ত কাঞ্চনের মতো রং কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ-পথ দিয়ে ছুটে আসছে। অমনি 'ঐ এলরে', 'এলরে' বলে চেঁচিয়ে উঠলম। ঐ-কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভেতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম! জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল, ধরে ফেললে। এই রকম এই রকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে-বাস্তবিকই অবতার, ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ!এই সময়ে একদিন কলিকাতার কলুটোলা নামক পল্লিতে প্রতিষ্ঠিত একটি হরিসভায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিমন্ত্রিত হইয়া ভাগবতের অমৃতোপম কথা শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং 'শ্রীচৈতন্যাসনের' সম্মুখে সহসা ছুটিয়া যাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া এমন গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন যে, তাঁহাতে আর কিছুমাত্র প্রাণসঞ্চার লক্ষিত হইল না। তাঁহার জ্যোতির্ময় মুখের সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রেমপূর্ণ হাসি এবং ঊর্ধ্বোত্তোলিত হস্তে অঙ্গুলি নির্দেশ দেখিয়া বিশিষ্ট ভক্তেরা প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন ঠাকুর ভাবমুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের প্রবল ভাবপ্রবাহে একটা অনির্বচনীয় আনন্দের উপলব্ধি করিয়া সকলে মিলিয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া নাম-সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উদ্দাম তাণ্ডবে বহুক্ষণ শ্রীহরির ও শ্রীমহাপ্রভুর গুণাবলি-কীর্তনের পর সকলে জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া সেদিনকার দিব্য অভিনয় সাঙ্গ করিলেন এবং ঠাকুরও অল্পক্ষণ পরেই সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। ঠাকরের প্রস্থানের পর একদল ঠাকরের ভাবমুখে 'শ্রীচৈতন্যাসন' ঐরূপে গ্রহণ করার পক্ষ সমর্থন করিতে এবং অন্যদল ঐ কার্যের তীব্র প্রতিবাদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কিছুরই মীমাংসা হইল না। ক্রমে ঐ-কথা লোকমুখে শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত কালনার সিদ্ধ বাবাজী ভগবানদাসও শুনিতে পাইলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে কটুবাক্য বলিতে এবং তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া নির্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।ঐ-ঘটনার কয়েক দিন পরেই হইয়া ভাগিনেয় হৃদয় ও মথুরবাবুকে সঙ্গে লইয়া কালনায় উপস্থিত হইলেন। ভগবানদাসের নিকটে আসিয়াই ঠাকুর প্রথম শুনিলেন তিনি কণ্ঠি ছিঁ৷য়া লইয়া একজনকে তাড়াইয়া দিবেন বলিতেছেন। অবার অল্পক্ষণ পরেই শুনিলেন তিনি লোকশিক্ষা দিবার জন্য এখনও মালা তিলকাদি ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই। বাবাজীর ঐরূপে হরংবার 'আমি তা৷ইব, আমি লোকশিক্ষা দিব, আমি মালা চিলকাদি ত্যাগ করি নাই'-ইত্যাদি বলায় সরলস্বভাব ঠাকুর আর মনের বিরক্তি চাপিয়া সভ্যভব্য হইয়া উপবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। একেবারে দাঁ৷ইয়া উঠিয়া বাবাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কী? তুমি এখনও এত অহঙ্কার রাখ? তুমি লোকশিক্ষা দিবে? তুমি তা৷ইবে? তুমি ত্যাগ ও গ্রহণ করিবে? তুমি লোকশিক্ষা দিবার কে? যাঁহার জগ তিনি না শিখাইলে তুমি শিখাইবে?-ঠাকুরের তখন অঙ্গাবরণ প৷য়া গিয়াছে কটিদেশ হইতে বস্ত্রও শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে এবং মুখমণ্ডল এক অপূর্ব দিব্য তেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া বাবাজী প্রথম বিস্মিত হইলেন। পরে বুঝিলেন, বাস্তবিকই এ জগতে ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় কর্তা নাই। এইরূপে ঠাকুরের শক্তিপূর্ণ কথাগুলিতে বাবাজীর অন্তর্দৃষ্টি অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে নিজের দোষ দেখাইয়া বিনীত ও নম্র করিল। বাবাজী যখন শুনিলেন ইনিই সেই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস যিনি কলুটোলার হরিসভায় ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া শ্রীচৈতন্যাসন' অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন ইঁহাকে আমি অযথা কটুবাক্য বলিয়াছি-ভাবিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভ ও পরিতাপের অবধি রহিল না। তিনি বিনীতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে ঠাকুর ও বাবাজীর সেদিনকার প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হইল এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কিছুক্ষণ পরে মথুরের সন্নিধানে আগমন করিয়া ঐ ঘটনার আদ্যোপান্ত তাঁহাকে শুনাইয়া বাবাজীর উচ্চ অ্যাধ্যাত্মিক অবস্থার অনেক প্রশংসা করিলেন।

জন্ম দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি --স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ অনুশাসন তথা ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সন্ন্যাসী ছিলেন

১৯ এপ্রিল স্বামী লোকেশ্বরানঃদ (১৯ এপ্রিল ১৯০৯ - ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮) স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ অনুশাসন তথা ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সন্ন্যাসী ছিলেন।তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের পাথুরিয়াঘাটা শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ও পরে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুরের রূপকার হন।বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ভারতীয় দর্শন ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি যথেষ্ট নৈতিক ও বৌদ্ধিকগুণে গুণান্বিত হয়েও মঠ ও মিশনের পদাধিকারী হননি। রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান পোপের কাছে প্রতিনিধিদলের সদস্যও হয়েছিলেন।স্বামী বিবেকানঃদর আদর্শে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামগঠন, বস্তি উন্নযন এবং যুবশক্তির বিকাশের ক্ষেত্রেও তার অবদান অনস্বীকার্য।স্বামী লোকেশ্বরানন্দর জন্ম বৃটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের তৎকালীন খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার কেঁড়াগাছিতে তার মাতুলালয়ে। পিতৃপুরুষের বাসস্থান ছিল অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বারুইপাড়ায়। পিতা বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা শিখরবাসিনী।পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শিবপদ, ডাকনাম কানাই। তার নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা তালা-মাগুরার বি.দে ইনস্টিটিউশনে। রংপুর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে আই.এ পড়া ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে নতুন নতুন ছেলেদের রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। একসময় পুলিশের হাতে মারও খেয়েছেন।তবে স্বদেশী আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা দেখে এক বছর পর তিনি আবার পড়াশোনা শুরু করেন। স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি তার মা এবং গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীশচন্দ্র সান্যালের প্রেরণায় রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। দ্বিতীয় বার পড়াশোনা শুরু করে পরীক্ষার আগে তিনি অদ্বৈত আশ্রমে থাকতেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাশ করেন।রামকৃষ্ণ মিশনের দেওঘর স্কুলে তার কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মঠে যোগ দেন। বার্মার জেডুবা দ্বীপে ভূমিকম্পবিধ্বস্ত এলাকায় মঠের কিছু সাধু ও ব্রহ্মচারীর দলনেতা হয়ে তিনি ছয় মাসের রিলিফের কাজে সেখানে যান।১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে চেরাপুঞ্জিতে মিশনের স্কুলে কাজ করতে গিয়ে তিন মাসের মধ্যে খাসি ভাষা আয়ত্ত করেন এবং স্কুলের প্রভূত উন্নতি করে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে আসেন।স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে সেসময় দীক্ষা নিয়ে তার নাম হয. ব্রহ্মচারী সুব্রতচৈতন্য।১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে চেরাপুঞ্জি ছেড়ে চলে আসেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সেখান থেকে মঠে ফিরে এসে তিনি বিরজানন্দ মহারাজের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা নেন -- নাম হনল লোকেশ্বরানন্দ। এরপর রহড়া বয়েজ হোম মিশনে কাজকরেন।১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষের পরই রামকৃষ্ণ মিশনের পাথুরিয়াঘাটা শাখা কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে লোকেশ্বরানন্দ পাথুরিয়াঘাটার ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পান। এখানে থাকতে তিনি রামবাগান বস্তিতে দরিদ্র মানুষের পুনর্বাসনের জন্য যে কাজ শুরু করেন তা' স্মরণীয়। পরিত্যক্ত, অনাথ এবং আর্থিকভাবে নিঃস্বদের একমাত্র বাড়ি তথা আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল।১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এটির জন্য কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে 'উখিলা-পাইকপাড়া' গ্রামটিকে 'নরেন্দ্রপুর'-এ রূপান্তরিত করে শিলান্যাসের দিন থেকে নরেন্দ্রপুর আশ্রম গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং তার হাতেই ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার দক্ষ প্রশাসনে ও যত্নশীল শিক্ষকতার জন্যই দেশে শুধু বিশাল আকারে নয়, গুণমানে প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।তিনি একসাথে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর এবং রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজ, নরেন্দ্রপুরের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নরেন্দ্রপুর আশ্রমে ছিলেন।.নরেন্দ্রপুর আশ্রমের পর তার কর্মক্ষেত্র হয় দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সম্পাদক হিসাবে বহু দেশে ভারতীয় দর্শন প্রচারের জন্য গিয়েছেন। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় সহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছেন।তার রচিত ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল - চিন্তানায়ক বিবেকানন্দতব কথামৃতমশতরূপে সারদাঅনন্য পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণউপনিষদ (১ম ভাগ, ৮ টি উপনিষদ)ছোটদের সারদাদেবী বিশ্ববরেণ্য শ্রীরামকৃষ্ণযুবনাযক বিবেকানন্দ প্র্যাকটিক্যাল স্পিরিচুয়ালি টিরিলিজিয়ন অ্যান্ড কালচাররামকৃষ্ণ পরমহংসলেটারস্ ফর স্পিরিচুয়াল সিকারর্স উপনিষদস্ (৯ খণ্ড)রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের অধ্যক্ষ থাকাকালীন ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর জীবনাবসান হয়।

বেদান্তবিচারে-মায়াবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণশ্রীরামকৃষ্ণ

(মহিমাচরণের প্রতি)-বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়,-স্বপ্নের মতো, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ-জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ। এ-সব তোমার ভাবের কথা। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য। একটা গল্প বলি শুনো। তোমার ভাবের-এক দেশে একটি চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী। চাষবাস করে-পরিবার আছে, একটি ছেলে অনেক দিন পরে হয়েছে নাম হারু। ছেলেটির উপর বাপ-মা দু-জনেরই ভালবাসা কেননা, সবে ধন নীলমণি। চাষাটি ধার্মিক, গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে। একদিন মাঠে কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খপর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে। চাষাটি বাড়ি গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ির সকলে শোকে কাতর হলো কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। উলটে সকলকে বুঝায় যে, শোক করে কী হবে? তারপর আবার চাষ করতে গেল। বা৷ ফিরে এসে দেখে, পরিবার আরও কাঁদছে। বললে, 'তুমি নিষ্ঠুর-ছেলেটার জন্য এক বার কাঁদলেও না?' চাষা তখন স্থির হয়ে বললে, 'কেন কাঁদছি না বলব? আমি কাল একটা ভারী স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম যে, রাজা হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি-খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি-আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করব, না তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করব?'চাষা জ্ঞানী, তাই দেখছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগ আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।একজন ভক্ত-ওজনে কেন কম পড়ে? (সকলের হাস্য) শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-জীবজগবিশিষ্ট। প্রথম নেতি নেতি করবার সময় জীবজগকে ছেড়ে দিতে হয়। অহংবুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব হয়েছেন, এই বোধ হয়, তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়। তখন বিচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বিচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বিচি, তারই খোলা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগসংসার উড়িয়ে দিই না। তাহলে যে ওজনে কম প৷বে। মায়াবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগমহিমাচরণ-এ বেশ সামঞ্জস্য, নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই নিত্য।শ্রীরামকৃষ্ণ-জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নব। ভক্তেরা সব অবস্থা লয়। জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক ছিড়িক করে। (সকলের হাস্য) এক-একটা গোরু আছে-বেছে বেছে খায় তাই ছিড়িক ছিড়িক দুধ। যারা অত বাছে না আর সব খায়, তারা হু৷হু৷ করে দুধ দেয়। উত্তম ভক্ত-নিত্য, লীলা দুই লয়। তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পায়। উত্তম ভক্ত হু৷হু৷ করে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য)মহিমা-তবে দুধে একটু গন্ধ হয়। (হাস্য)শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)-হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়। একটু আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর একটু দুধটা চা৷য়ে দিতে হয়, তাহলে আর গন্ধটা থাকবে না। (সকলের হাস্য)ওঁকার ও নিত্যলীলাযোগশ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)-ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল 'অকার উকার মকার'। মহিমাচরণ-অকার, উকার, মকার-কিনা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।শ্রীরামকৃষ্ণ-আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয় স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্র, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজল, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস প৷ল আর ঢেউ আরম্ভ হলো। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হলো, মহাকারণ থেকে স্কুল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল-সেই তুরীয় থেকেই জাগ্র, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হলো। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে নিত্য।। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এইসব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এইসব লীলা উঠল, আর ওইতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উপত্তি, আবার ওইতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কী আছে, অত আমি জানি না। মহিমা-যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো শাস্ত্র লেখেন নাই। তাঁরা নিজের ভাবেই বিভোর, লিখবেন কখন! লিখতে গেলেই একটু হিসাবি বুদ্ধির দরকার। তাঁদের কাছে শুনে অন্য লোকে লিখেছে।সংসারাসক্তি কতদিন-ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না? তাঁকে লাভ করলে আসক্তি যায়। যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তাহলে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বা অর্থ, মান-সম্ভ্রমের জন্য, আর মন দৌ৷য় না।বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তাহলে আর অন্ধকারে যায় না। রাবণকে বলেছিল, তুমি সীতার জন্য মায়ায় নানারূপ ধরছ, একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাও না কেন? রাবণ বললে, তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গ ঃ কুতঃ-যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা! তা রামরূপ কী ধরব! যত ভক্তি বাড়ে, সংসারাসক্তি কমে-শ্রীচৈতন্যভক্ত নির্লিপ্ততাই জন্যই সাধন-ভজন। তাঁকে চিন্তা যত করবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কমবে পরস্ত্রীকে মাতৃব বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাক জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে। চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হয়ে সংসারে ছিল।

ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত সব ঠিক ছিল! কিছু সময়ের মধ্যেই উদ্ধার হল ঝুলন্ত দেহ

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ২০ এপ্রিলঃ এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার ভূয়াবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম বৈদ্যনাথ মুর্মু। বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন সকালে বৈদ্যনাথ মুর্মু ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ পরেও তিনি বাড়িতে ফিরে না আসায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবারের লোকজন। কিন্তু, তখনও কেউ ভাবতে পারেননি আরও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য। কিছু সময়ের মধ্যেই এল খবরটা। শোনা যায়, গ্রামের পাশেই যে জঙ্গল রয়েছে সেখানে একটি গাছের ডাল থেকে ঝুলছে বৈদ্যনাথের দেহ। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পরিবারের লোকজন। খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর থানাতেও। খবর পেয়ে

দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে যায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। পুলিশই মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। সেখানেই এদিন মৃতদেহটির ময়না তদন্ত করা হবে। পরিবারের দাবি বিদ্যনাথের মানসিক সমস্যা ছিল। সেই মানসিক অবসাদের কারণেই আত্মহত্যা নাকি ওই ব্যক্তিকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের। শোকের ছায়া এলাকায়।

হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার জিয়াউল হক, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২০ এপ্রিলঃ মুর্শিদাবাদের জাফরাবাদে বাবা-ছেলেকে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার

আরও এক। এই নিয়ে জোড়া খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার চারজন। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম জিয়াউল হক ওরফে চাচা। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদের জাফরাবাদে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছে রাজনৈতিক মহল। বামেরা দাবি করেছে, মৃত হরগোবিন্দ ও চন্দন তাঁদের কর্মী। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই সিআইডি, এসটিএফ-এর অফিসারদের নিয়ে সিট অর্থাৎ বিশেষ তদন্তকারী দল গঠিত হয়েছে। এরপর তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেফতার করেন গোয়েন্দারা। তাদের নাম কালু নাদাব ও অপরজন দিলদার নাদাব। কালু নাদাব ও অপরজন দিলদার নাদাব। অভিযুক্তরা সম্পর্কে দুই ভাই। এদের বাড়ি জাফরাবাদের পাশের গ্রাম ডিগরী এলাকায়। কালু নাদাবকে বীরভূমে মুরারই থানার ও দিলদার নাদাবকে সুতি থানার বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুলিশ জানতে পেরেছে অভিযুক্তরা বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়ার ছক কষছিল। এর পাশাপাশি ইনজামাম হক নামে বিদ্যুত মিস্ত্রি গ্রেফতার হয়েছিল। এরপর আজ জানা যাচ্ছে, জিয়াউল হক গ্রেফতার হয়েছে। ঘটনার সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করার পরই তদন্তকারীরা খোঁজ শুরু করে। এরপরই দেখা যায় অভিযুক্ত উত্তর দিনাজপুরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

তাণ্ডবের দিন ৭ মুসলিম ছাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন সেই শুভ্রবাবুরই বড় ক্ষতি করে দিল দুষ্কৃতীরা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২০ এপ্রিলঃ যিনি ত্রাতা তাঁর বাড়িতেই হল হামলা। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল জানালার সবকটি কাচ। একের পর এক ইট উড়ে এল বাড়ির লক্ষ্য করে। আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল বাড়ির সামনের কিছু অংশে। তাণ্ডবের প্রথম দিনের ঘটনা। সামশেরগঞ্জ থানার অদূরে ধুলিয়ান-ঘোষপাড়া রোড। তাণ্ডবের দিন সকালে ওই এলাকার বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী শুভ্র সাহার নজরে আসে বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে সাতজন মুসলিম ছোট-ছোট মেয়ে রীতিমতো কাঁদছে। তাদের পরনে স্কুলের পোশাক। আর তাণ্ডবকারীরা হাতে অস্ত্র নিয়ে এলাকা দাপাচ্ছে। তার মাঝেই ওই সাতটি মেয়ে পড়ে যায়। শুভ্র সাহা, ওই সাতটি মেয়েকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে নিজের ঘরে স্থান দেন। তখনও অনবরত কেঁদে চলেছে ওই সাতটি মেয়ে। কিন্তু সেই সাতজন যখন ওই বাড়িতে উপস্থিত, তখনই তার বাড়িতে চলল এলোপাথাড়ি হামলা। ইট বৃষ্টি। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় বাড়ির জানালা কাচ। কার্যত তখন

আতঙ্কে শুভ্রবাবুর স্ত্রী মেয়ে এবং ছেলে। শুভ্র বাবু জানালেন, ধারাল অস্ত্র এবং রড নিয়ে তাঁকে মারতে আসে। দুষ্কৃতীরা বলেছিল, আজকে কেটেই ফেলব। কিন্তু ওই সাত জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েকে দেখে তখনের মতো ওই দল চলে যায়। কিন্তু আবার ফিরে আসে দুষ্কৃতীরা। চলে বাড়ি ভাঙচুর। ধুলিয়ান জুড়ে যে তাণ্ডব চলেছে, তাতে শুভ্রবাবুর বাড়ি রক্ষা পায়নি। তাঁর আক্ষেপ, মানুষ এখন আর মানুষের জন্য নয়। এখন কিছু মানুষ পশু হয়ে গিয়েছে। শুভ্র সাহা বলেন, ''সাত-আটজন কাঁদছিল। ভয়ে কাঁপছিল মেয়েগুলো। সেই সময় আমি বলেছিলাম তোদের ভয় নেই। আমার বাড়ির দিকে আয়। বাবার মতো গার্ড করে নিয়ে আসি। বলি তোদের ভয় নেই। এরপরই জনা কয়েক দুষ্কৃতী আমার বাড়ি এসে তলোয়ার বের করে। তারপর বলে কাটব তোকে। কিন্তু ওই মেয়েগুলোকে দেখে বলে, চাচা আপনি ভাল কাজ করেছেন। এর ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখলাম আমার গোটা বাড়ি ভাঙচুর করল।'' উদ্ধার হওয়া ছাত্রীদের এক অভিভাবক জানালেন, ''আমার মেয়ে আটকে পড়েছিল। তারপর শুনলাম শুভ্রদার বাড়িতে আছে। এখন শুনছি ওঁর বাড়ি যেভাবে ভেঙেছে সেটা উচিত হয়নি।''

শিক্ষক এসেও সই করলেন না হাজিরা খাতায়

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ২০ এপ্রিলঃ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যোগ্য শিক্ষকদের স্কুলে যাওয়ায় ছাড়পত্র দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। তবে সেই নির্দেশের পরও যে চাকরিহারাদের মনে অনিশ্চয়তা কাটেনি, তার প্রমাণ মিলল শনিবার ধূপগুড়িতে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ধূপগুড়ি হাইস্কুলের চার শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। এ ছাড়া দু'জন শিক্ষাকর্মীও চাকরি খুইয়েছেন। তাঁদের স্কুলে আসার প্রশ্ন না থাকলেও শিক্ষকরা স্কুলে আসেন কি না, তা নিয়ে কৌতূহল ছিল। কিন্তু এ দিন দেখা গেল, ধূপগুড়ি হাইস্কুলে চাকরিহারা চার শিক্ষকের মধ্যে এসেছেন মাত্র একজন। তিনি দেবপ্রিয় সাহ, বিজ্ঞানের শিক্ষক। তবে দেবপ্রিয় স্কুলে এলেও হাজিরা খাতায় সই করেননি। সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজব করে চলে গিয়েছেন। আদৌ

চার শিক্ষক স্কুলে যোগ দেবেন কি না, ক্লাস নেবেন কি না তা নিয়ে অন্ধকারে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ফলে স্কুলে স্বাভাবিক পঠনপাঠন চালু রাখতে পড়েছেন তাঁরা। ধূপগুড়ি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা শিক্ষকদের মধ্যে একজন শিক্ষক এসেছিলেন। তবে খাতায় সই করেননি তিনি। স্কুলে সময় কাটিয়ে চলে গিয়েছেন। বাকিরা আসেননি, কেন আসেননি কী ব্যাপার সেটা আমাদের জানা নেই। ডিআই-এর তরফেও কোনও নির্দেশিকা আমরা এখনও পাইনি। যার কারণে শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পন্ন হয়নি। পোর্টালে স্যালারি ডিটেইলস আপলোড করা হয়নি। আমরা শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি।'' এ দিকে ধূপগুড়ির বিদ্যাশ্রম দিব্যজ্যোতি বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলেও চাকরিহারা শিক্ষকদের মধ্যে একজনও এদিন স্কুলে আসেননি। এই স্কুলের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী মিলে ১২ জনের চাকরি গিয়েছে। বানারহাট হাইস্কুলেও চাকরিহারা ১১ শিক্ষকের মধ্যে মাত্র একজন কাজে এসেছিলেন। তবে তিনিও হাজিরা খাতাই সই করেননি।

'আমাদের সদস্যদের দিকে আঙুল তুললে ছু-মন্তর করে দেব', হুঁশিয়ারি তৃণমূল সাংসদ অরূপের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ এপ্রিলঃ কয়েকদিন আগেই পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। কটাক্ষের সুরে বলেছিলেন, ''এত দম্ভ! শুধু টু-পাইস ইনকামের আশাতেই এরা তৃণমূলের আশ্রয় নেয়।'' এবার রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্দেশে বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী বললেন, ''কেউ আঙুল তোলার চেষ্টা করলে আমাদের

খবর দেবেন, ছু-মন্তর করে দেব।'' রবিবার বাঁকুড়ার রবীন্দ্র ভবনে ফেডারেশনের প্রথম জেলা সম্মেলন ছিল। সেখানে উপস্থিত হয়েই এ কথা বলেন তৃণমূল সাংসদ অরূপ। সঙ্গে তিনি যোগ করেন, ''দপ্তরে কেউ বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করলে, সেটাও জানাবেন। আমাদের ঝাড়ফুঁক করার লোক আছে।'' শুধু তাই নয়, দলীয় সংগঠন করলে বদলির ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারি কর্মীরা বিশেষ সুবিধা পাবেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। পরে 'ছু-মন্তর' মন্তব্য প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে সাংসদ বলেন, ''ছু-মন্দর যাদু দেখিয়ে দেব। আমাদের ফেডারেশনের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুললে ছু-মন্তর করে দেব।'' সেটা কী রকম? তৃণমূলের সাংসদের জবাব, ''সেটা আদর করে হতে পারে, চামর বুলিয়ে হতে পারে, ধন্যবাদ জানিয়ে হতে পারে, প্রণামও করতে পারি।'' তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা বলেন, ''এ সব তৃণমূলের পাঠশালায় শিখেছেন। ভোটের আগে এ সব বলা ওদের কালচার। তবে যাদের নিয়ে তৃণমূল আজ সম্মেলন করল তারা বিজেপিকেই ভোট দেবে।''

বাইসনের হামলায় আহত ২

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিলঃ লোকালয় বাইসনের হামলা অব্যাহতই। এবার জলপাইগুড়ি রায়পুর চা-বাগান। চা-বাগান থেকে দুটি বাইসন বেরিয়ে এসে ঢুকে পড়ে রংধামালি এলাকায়। দুজনকে আহত করে। বাইসনের হামলায় এই নিয়ে আহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল মোট তিন। জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় আহতদের। রংধামালি এলাকার বাসিন্দা গোবিন্দ বিশ্বাস এবং গোলক মণ্ডল আহত হয়েছেন বলে খবর। ঘটনাস্থলে পৌঁছন বনদফতরের কর্মীরা। বাইসন দুটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। আহত এক মহিলা এবং দুই পুরুষ। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে বনদফতর। গুরুতর আহত মহিলার নাম দেমনি চিক বারাইক (আনুমানিক ৬০) বাড়ি ভগদ লাইন, রায়পুর চা বাগান এলাকা। হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দানছত্র না দুর্নীতি! বিনা পয়সায় ঠিকাদারকে মাটি দিচ্ছে পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ এপ্রিলঃ বিনা রয়্যালটিতে ঠিকাদার সংস্থাকে মাটি বিলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ফালাকাটা পুরসভার বিরুদ্ধে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল তৈরি হয়েছে ফালাকাটা শহরজুড়ে। বিষয়টি বোর্ড অফ কাউন্সিলারসদের সভা ডেকে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ এনেছেন শাসকদলেরই একাধিক কাউন্সিলার। তাড়াহুড়োয় মাটি ভরাটের রয়্যালটি কাটা ও বিওসির অনুমোদন নেওয়া সম্ভব হয়নি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন পুসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি। ফালাকাটা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজ ডাঙায় একটি মজে যাওয়া পুকুরের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। ওই পুকুর থেকে ওঠা অতিরিক্ত মাটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের খলিসামারিতে নির্মীয়মাণ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জমি ভরাটের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। অভিযোগ, বিনা পয়সায় দৈনিক পাঁচটি ট্র্যাক্টরে বিনা রয়্যালটিতে ওই মাটি খলিসামারিতে ফেলছে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা। এখন প্রশ্ন উঠেছে যে, ওই বিপুল পরিমাণ মাটি ভরাটের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা যে টাকা পেয়েছে, সেই টাকা এখন বিনে পয়সায় মাটি পাওয়ায় কি কেটে নেওয়া হবে? এই মাটির হিসেবই বা কোন পথে দাখিল করবে ঠিকাদার সংস্থা? সব মিলিয়ে বিষয়টিতে ক্ষোভ ছড়িয়েছে শাসকদলের কাউন্সিলারদের মধ্যেও। পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিজিৎ রায় বলেন, ''মাটি ভরাটের বিষয়টি আমার জানা নেই। বোর্ড অফ কাউন্সিলারসে এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।'' ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অসীম দেব বলেন, ''মাটি ভরাটের বিষয়টি আমি জানি না। ওই বিষয়ে চেয়ারম্যান ভালো বলতে পারবেন।'' আর বরাতপ্রাপ্ত

ঠিকাদার প্রশান্ত দাস বলেন, ''চেয়ারম্যানের নির্দেশে মাটি ভরাট করা হচ্ছে। কেন রয়্যালটি কাটা হয়নি তিনিই তা বিশদভাবে বলতে পারবেন।'' চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, ''পুরসভার বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজের ডিপিআর জমা দিতে কলকাতায় এসেছি। তাড়াহুড়োর জন্য রয়্যালটি কাটা সম্ভব হয়নি। পুকুরের অতিরিক্ত মাটি বেহাত হয়ে যাচ্ছিল। তাই বোর্ড অফ কাউন্সিলারসে বিষয়টির অনুমোদন নেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি ফালাকাটায় ফিরে এসেই সব কিছু ঠিক করে নেব।''

মালদা টাউন স্টেশনে বিকল সিসিটিভি, ক্ষোভ যাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ এপ্রিলঃ মাত্র কিছু দিন আগেই নবরূপে সেজে উঠেছে মালদা টাউন স্টেশন। সাজসজ্জা দেখলে একেবারেচোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার উপক্রম। সেই স্টেশনের আচমকাই বেহাল দশা। বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে ৫২টি সিসিটিভি। অবাক নিত্যযাত্রীরা। প্রতিদিন প্রায় কয়েক হাজার যাত্রী এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করে। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, মালদা টাউন স্টেশনে লাগানো সিসিটিভি গুলি কাজ করছে না। তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে সেই সব সেগুলি। জানানো হয়েছে, সফ্‌টওয়্যার সমস্যার জন্য বিকল হয়ে গিয়েছে ক্যামেরাগুলি। স্টেশন আধুনিক হলেও একাধিক সিসিটিভি কেন দ্রুত মেরামত করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা। এর ফলে যাত্রী সুরক্ষা ব্যাহত হচ্ছে বলেই মনে করছে অনেকে। এ ঘটনায় সরব হয়েছেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী ওমোথাবাড়ির তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর অভিযোগ, রেল লোক দেখানো উন্নয়ন করছে। আর এ দিকে যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে না। যদিও যাত্রীদের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মালদার ডিআরএম মনীশ কুমার। তিনি বলেন, ''সফটওয়্যারের সমস্যার জন্য সিসিটিভিতে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে রেল যোগাযোগ করেছে। সিসিটিভির সফটওয়্যার নতুন করে ইন্সটল করতে হবে। দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।''

দলেরই একজনের নামে 'ক্ষোভ' উগরালেন কাজল

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২০ এপ্রিলঃ ক্ষোভ উগরে দিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা তৃণমূল নেতা কাজল শেখ। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরেও বীরভূম জেলায় তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক ডাকা হচ্ছে না। এমন গুরুতর অভিযোগ এনেছেন তিনি। গত ১৯ এপ্রিল অর্থাৎ শনিবার বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল সিউড়িতে। এর আগে বোলপুরে কোর কমিটির বৈঠক হওয়ার সময়ই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শনিবার সিউড়িতে কোর কমিটির বৈঠক ডাকেননি আহবায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী বলে অভিযোগ করেন কাজল। কাজল শেখের বক্তব্য, শনিবার বৈঠকের বিষয়ে বিকাশ রায় চৌধুরীকে তিনি ফোন করেছিলেন। তবে দেখছি-দেখছি করে কাটিয়ে দিয়েছেন। আর এই দেখছি-দেখছি করেই কেটে গিয়েছে। কাজল শেখের দাবি, বীরভূম জেলার তৃণমূল কোর কমিটির মাধ্যমেই চলবে এমন সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের নির্দেশ থাকলেও বৈঠক ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ কাজলের। কেন বৈঠক ডাকা হল না? তা বিকাশ রায় চৌধুরীর জানানো উচিত। যদিও, এই বিষয়ে বিকাশ রায় চৌধুরী জানিয়েছেন, তিনি এই নিয়ে কোনও বক্তব্য দেবেন না। কাজল বলেন, ''বোলপুরেই জানানো হয়েছে গতকাল কোর কমিটির বৈঠক ডাকা হবে। বিকাশ রায়চৌধুরীর উচিত ছিল এই বৈঠক ডাকার। কিন্তু বিকাশবাবু দেখছি দেখব বলে কাটিয়েছেন।''

ক্যারিব্যাগে কঠোর মেয়র, নিকাশি নালা বন্ধ হয়ে জল উপচে বিপত্তি শিলিগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিলঃ ক্যারিব্যাগ নিয়ে নাজেহাল শিলিগুড়ি পুরসভা। শহরের আনাচে কানাচে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের উৎপাদন তো চলছেই। শিলিগুড়ি লাগোয়া নেপাল এবং বিহার থেকেও গোপনে সড়ক পথে আনা হচ্ছে ক্যারিব্যাগ। শনিবারই মেয়র গৌতম দেব পুরসভায় বৃক্ষরোপণ এবং প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বৈঠক করেন। সেখানে কঠোর ভাবে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ উৎপাদন বন্ধ করা এবং শহরে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে থার্মোকলের বহুল ব্যবহার বন্ধ করারও নির্দেশ দেন মেয়র। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক তো বটেই, শিলিগুড়ি পুরসভার উদ্বেগ শহরের নিকাশি নালা নিয়ে। চলতি সপ্তাহে শিলিগুড়িতে পর পর দু'রাত ব্যাপক বৃষ্টি হয়। তার মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে বৃষ্টি হয় প্রায় ৭৪ মিলিমিটার। সকালে দেখা যায়, অল্পসময়ে

অতিবৃষ্টির জেরে রাতে শহরের সমস্ত ড্রেন উপচে জলে ভেসে যায় রাস্তা। বৃষ্টি থামলে সেই জল নেমেও যায়। কেবল রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে ড্রেনে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক এবং থার্মোকলের সামগ্রী। মেয়র বলেন, ''প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের উৎপাদন এবং ব্যবহার বন্ধ করতে জেলা প্রশাসনের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদেরও সচেতন করা হবে। নেপাল এবং বিহার থেকেও যাতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ঢুকতে না-পারে সেদিকেও লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ করা হবে।'' শহরকে দূষণমুক্ত করা এবং সবুজায়নের লক্ষ্য নিয়েছে পুরসভা। জুন মাসে কয়েক হাজার গাছ রোপণ করা হবে। সেই সঙ্গে শহরের প্রধান পাঁচটি নদীর সংস্কারের কাজ চলছে। মহানন্দা, জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী, সাহু এবং পঞ্চনই নদীকে জবরদখল মুক্ত করা এবং নদীগর্ভকে স্বাভাবিক চেহারায় ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ চলছে। শহরের রাস্তা সংস্কারের কাজে গাছ না-কেটে সেগুলি অন্য জায়গায় কী ভাবে লাগানো যায়, সেই কাজ চলছে। কিন্তু নদী সংস্কারেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই প্লাস্টিক এবং থার্মোকল। শহরে মাছ আসে থার্মোকলের বাক্সে। বিক্রির পরে ব্যবসায়ীরা ওই সমস্ত থার্মোকল ফেলে দেন লাগোয়া নদী কিংবা নিকাশি নালায়। খেলনা এবং এই ধরনের কিছু সামগ্রীর সঙ্গেও ঢুকছে থার্মোকল। এ দিনের বৈঠকে এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। বৃক্ষরোপণে স্কুল এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকেও সামিল করার পরিকল্পনা হয়েছে। মেয়র বলেন, ''রাতারাতি হয়তো সবটা একেবারে বন্ধ করা যাবে না। তবে সকলে মিলে চেষ্টা করলে শিলিগুড়িকে দূষণমুক্ত শহর হিসাবে গড়ে তুলতে না-পারার কোনও কারণ নেই। সেই পরিকল্পনাই নেওয়া হয়েছে।''

আমোক্তার নামা

আমোক্তার পত্র নং-০৫০৮২১১১ / ২০২৩

আমোক্তার দাতাঃ- ১. সেখ আকবর আলি প্যান- DCCPA3715B পিতা-সেখ আব্দুল রহিম ২. রহমত আলি প্যান- CKRPA8515M ৩. সেখ সাজাহান আলি প্যান- EQGPS8504F উভয়ের পিতা-সেখ রায়হান আলি ৪. আয়েসা বেগম প্যান- ERRPB4684K স্বামী- সেখ রায়হান আলি ৫. মেহেরুন্নেসা বেগম প্যান- ERRPB5044K স্বামী- সিরাজুল আলি মিদ্যা সর্ব্ব সাং-রাজদেড়িয়া বাঁকুল পোষ্ট + থানা- জে. বি. পুর হাওড়া পিন-৭১১৪০৮. অন্যান্য..

আমমোক্তার গ্রহীতাঃ সেখ রোমজান আলি প্যান নং- CRRPA6221K পিতা- সেখ রায়হান আলি। সাং- রাজদেড়িয়া বাঁকুল, পোষ্ট+থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৪০৮। জাতি মুসলমান (ভারতীয় নাগরিক) পেশা চাষাদি।

ক্রেতা-১) সেখ আবির, পিতা- সেখ আব্দুল, সাং ডোমজুড় (ফোকর দোকান), পোষ্ট + থানা ডোমজুড়, জেলা হাওড়া পিন ৭১১৪০৫, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। জাতি মুসলমান (ভারতীয় নাগরিক) পেশা ব্যবসা। ২) **নাজিমা বেগম** স্বামী-ফিরোজ মিদ্দ্যা, সাং-রাজদেড়িয়া বাঁকুল পোষ্ট + থানা- জে. বি. পুর জেলা-হাওড়া পিন-৭১১৪০৮ জাতি-মুসলমান (ভারতীয় নাগরিক) পেশা- গৃহকার্য্য। ৩) **মহঃ আব্দুল রহমান মল্লিক,** পিতা-আউলিয়া মল্লিক, সাং-দক্ষিণদুধকলমী মোড়লপাড়া, পোঃ- জঙ্গলপাড়া, থানা- চন্দীতলা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৭০১, জাতি-মুসলমান (ভারতীয় নাগরীক) পেশা-চাষাদি। ৪) **নূর মহম্মদ মিদ্দ্যা,** পিতা- আলমগীর মিদ্দ্যা, সাং-রাজদেঢ়িয়া বাঁকুল পোষ্ট + থানা- জে. বি. পুর জেলা-হাওড়া পিন- ৭১১৪০৮ জাতি- মুসলমান (ভারতীয় নাগরিক) পেশা- চাষাদি। **বিক্রেতা-** ১) **সেখ আকবর আলি** প্যান- DCCPA3715B পিতা-সেখ আব্দুল রহিম ২) রহমত আলি প্যান- CKRPA8515M ৩) সেখ সাজাহান আলি প্যান- EQGPS8504F উভয়ের পিতা- সেখ রায়হান আলি ৪) আয়েসা বেগম প্যান- ERRPB4684K স্বামী- সেখ রায়হান আলি ৫) মেহেরুন্নেসা বেগম প্যান- ERRPB5044K স্বামী- সিরাজুল আলি মিদ্দা সর্ব্ব সাং-রাজদেড়িয়া বাঁকুল পোষ্ট+ থানা-জে. বি. পুর হাওড়া পিন- ৭১১৪০৮. অন্যান্য....

আমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিচয়ঃ-
১) দলিল নং- ০৫০৮০২৩৯৮ / ২০২৪ মৌজা- জগৎবল্লভপুর (জে এল ৪) খতিয়ান নং- ১০৪৪/ ৩, সাবেক ও হাল দাগ নং-১৯৮৮/২২৪৮, পরিমাণ- ১১ (এগারো) শতক বিক্রয় হইয়াছে। ২) দলিল নং- ০৫০৮০২৬৩৯/ ২০২৩ মৌজা- জগবল্লভপুর (জে এল ৪) খতিয়ান নং- ৩৪৫০, সাবেক ও হাল দাগ নং-১৯৮৮, পরিমাণ- ১০. ২০ (দশ দশমিক দুই শূন্য) শতক বিক্রয় হইয়াছে। ৩) দলিল নং-০৫০৮০২৫৮৫ / ২০২৩ মৌজা- জগবল্লভপুর (জে এল ৪) খতিয়ান নং- ১০৪৪/৩, সাবেক ও হাল দাগ নং-১৯৮৮/২২৪৮, পরিমাণ- ১৬. ৫০ (ষোলো দশমিক পাঁচ শুন্য) শতক বিক্রয় হইয়াছে। ৪) দলিল নং-০৫০৮০২৬৩৮/ ২০২৩ মৌজা- জগৎবল্লভপুর (জে এল ৪) খতিয়ান নং- ১০৪৪/ ৩, সাবেক ও হাল দাগ নং-১৯৮৮/ ২২৪৮, পরিমাণ-৬.৬০ (ছয় দশমিক ছয় শুন্য) শতক বিক্রয় হইয়াছে। এই সম্পত্তিটা মিউটেশন হচ্ছে। যদি কাহারোও কোনো রকম আপত্তি কিংবা কিছু বলার থাকে তাহইলে ১০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে বি. এল. এন্ড এল আর ও জগৎবল্লভপুর হাওড়া।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/GRBU/T2/25-26 (1st Call)
Name of work : **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of HT and LT electrical network at Monikhali DPS under GRBU (for 1 year).** Estimated Amount : ₹ **4,98,568.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion : **12 months**. Last Date and time of submission of Bid : **02.05.2025 up to 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from : **23.04.2025 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/001/2025-2026/R
Name of work : **Removal of chokages and repairs to S.W.Pipe, Inspection pit, Catch pit etc. in Ward No. 38.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **240 Days.**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/002/2025-2026/R
Name of work : **Supplying, Fitting and Fixing M.H.Cover/ G.P. Cover/ C.P.Cover/ Inspection Pit Cover in Ward No. 38.** Estimated Cost(including GST and CESS) : ₹ **1,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion : **365 Days.** Last date and time of submission of Bid : **28.04.2025 - 11 a.m.**(for Sl. No. 1 & 2) The tender will be opened on: **30.04.2025 - 11 a.m.**(for Sl. No. 1 & 2) The bid forms and other details are available on and from : **17.04.2025 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) The website **https://etender.wb.nic.in**. (for Sl. No. 1 & 5)

The **Dy. Chief Engineer (M)/EWS, KMC** invites e-Tender for the under mentioned works:
(1) NIT No. : KMC-ET-07-M-CLW-25-26
Name of the work : **Removal of loose leaves including trimming and removal chokage of rain water pipe etc. at different workshop and roofs of officer building under E.W.S.** Estimated cost : ₹ **2,93,593.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**.
(2) NIT No. : KMC-ET-05-C-SECRR-REP-25-26
Name of the work : **Repairing and maintenance work at security rest room along with other allied civil work at E.W.S.** Estimated cost : ₹ **2,81,354.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**.
(3) NIT No. : KMC-ET-06-M-DM-HS-SERV-25-26
Name of the work : **Servicing and overhauling of 04 nos. Heavy Duty radial drill machine & 02 nos. Heavy Duty hacksaw machine at machine shop under EWS.** Estimated cost : ₹ **2,97,927.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**.
(4) NIT No. : KMC-ET-03-C-EEMO-REP-25-26
Name of the work : **Renovation of the EE(M) office with roof treatment and other allied civil work at E.W.S.** Estimated cost : ₹ **2,96,191.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**.
(5) NIT No. : KMC-ET-04-C-EECRDR-REP-25-26
Name of the work : **Repairing and maintenance works of main building corridor adjacent to EEM office, including other allied civil work under EWS.** Estimated cost : ₹ **2,95,725.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Last Date & Time of submission of Bid (online) : **30.04.2025 (3 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5) Tender open date : **02.05.2025 (3.30 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5) The bid forms and other details are available on and from **22.04.2025 (5.30 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5) The website **https://wbtenders.gov.in**. (for Sl. No. 1 to 5) **(78/25-26)**

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

একে অপরের বয়স বেশি হলেও কি কারনে সুখী হন দম্পতিরা, জানতে হলে পড়ুন

দম্পতির বয়সের পার্থক্য ঠিক কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে সুখের এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হলো পারস্পরিক বোঝাপড়া। দাম্পত্যে খোলামেলা আলোচনার বিকল্প নেই। নিজের সম্পর্কে জানাতে হবে সঙ্গীকে। তাঁর দিকটাও জানতে হবে, বুঝতে হবে। বয়সের ব্যবধান যেমনই হোক, সম্পর্কটা যখন দাম্পত্য, তখন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠার মানসিকতা থাকা খুবই জরুরি। এসব সূত্র মেনেই সুখী হন তাঁরা।

দায়িত্বশীল আচরণ

যিনি বয়সে বড়, তিনি যদি ধরেই নেন যে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে সংসার চলবে, তাহলে অশান্তির ঝুঁকি বাড়ে। অভিজ্ঞ পরামর্শ তিনি নিশ্চয়ই দেন। তবে তা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া বা আধিপত্য প্রদর্শনের মতো ব্যাপার হয় না। আবার যিনি বয়সে ছোট, তাঁকেও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়। সঙ্গীর কথা খানিকটা সেকেলে মনে হলেও তা একেবারে উড়িয়ে দেন না তিনি। আধুনিকতা আর অভিজ্ঞতার মিশেলে দারুণভাবে একটা সংসার বোনা যেতে পারে, যদি পরস্পরের কথা গ্রহণ করার মানসিকতা থাকে, ছাড় দেওয়ার সদিচ্ছা থাকে। সঙ্গীকে ভালোবেসে নিজের খানিকটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনা খারাপ কিছু নয়।

আলোচনায় বোঝাপড়া

যেকোনো বিষয়ে নিজের ভাবনা ভাগ করে নিতে হয় সঙ্গীর সঙ্গে। মতপার্থক্য থাকলেও আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসতে হয়। অভিমান চেপে না রেখে নিজের মনের কথা স্পষ্টভাবে বলা জরুরি। দুজনের জীবনধারা হয়তো আলাদা। একজন রাত জাগেন, অন্যজন দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েন। একজন হয়তো একটু রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে অভ্যস্ত, অন্যজনের আবার সন্ধ্যার মধ্যেই ঘরে ফেরার অভ্যাস। নানান কিছু নিয়েই মতের অমিল থাকতে পারে। তবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস থাকলে কোনো কিছুই খুব বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

সংবেদনশীল বিষয়ে

কিছু বিষয় অবশ্য খুব সংবেদনশীল। পোশাকআশাক, পেশা, পারিবারিক ঐতিহ্য, সন্তান পালন প্রভৃতি বিষয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সংবেদনশীল বিষয়ে বিয়ের আগেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন, যাতে পরে এসব নিয়ে অশান্তি না হয়। তবে কিছু বিষয় বিয়ের পরও সামনে আসতে পারে।

ধরা যাক, যাঁর বয়স বেশি, তিনি দ্রুত সন্তান নেওয়ার পক্ষে। এ ব্যাপারে পারিবারিক চাপও থাকতে পারে তাঁর ওপর। তবে সঙ্গী হয়তো সন্তানপালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত মনে করছেন না। কিংবা ক্যারিয়ার গোছানোর কাজটাই হয়তো তিনি করতে চান প্রথমে। এমন পরিস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো। দুজনের শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় সন্তানধারণের জন্য কত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবেন তিনি।

লোকের কথায় ভয়?

চেনাজানা মানুষেরা কখনো কখনো দাম্পত্যে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। কেউ কেউ বয়সের ব্যবধান নিয়ে হাসাহাসি করতে পারেন। কেউ আবার এ নিয়ে অমূলক ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারেন দুজনের কারও মনে। যে যা-ই বলুক, সঙ্গীর প্রতি ভরসা রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। কারও কথায় প্ররোচিত হওয়া ঠিক নয়।

এভাবে কী করে বাঁচব-ড্রোন হামলায় দুই হাত হারানো গাজার শিশুটি

গাজা, ২০ এপ্রিলঃ গাজায় গত বছর ইসরায়েলের এক ড্রোন হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয় ফিলিস্তিনি শিশুটি। তাকে নিয়ে তোলা একটি ছবি এ বছর ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটোর বর্ষসেরা ছবির পুরস্কার জিতেছে। শিশুটি বলেছে, বিস্ফোরণে দুই হাত হারিয়ে এখন বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাকে। আহত হওয়ার পর মাহমুদ আজুরকে কাতারের রাজধানী দোহায় নিয়ে যাওয়া হয়। আলজাজিরার সঙ্গে এক আলাপে ৯ বছরের মাহমুদ তাদের বাড়ি লক্ষ্য করে ২০২৪ সালে ইসরায়েলি ড্রোন হামলার ভয়ানক মুহূর্তের কথা স্মরণ করে। কাতারে তার চিকিৎসা চলছে। গাজা সিটির পুরোনো একটি এলাকায় আজুরের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। আজুর বলেছে, (ওই বোমা বিস্ফোরণের মুহূর্তে) সে প্রাথমিকভাবে তার আহত হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেনি। আজুর বলেছে, '(প্রথমে) ভেবেছিলাম, আমি শুধু মাটিতে পড়ে গেছি। কিন্তু নিজেকে মাটিতে ক্লান্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম। ভাবছিলাম, কী হয়েছে।' আজুর বলে, 'প্রকৃতপক্ষে, তখন আমার এক হাত উড়ে গেছে এবং আরেক হাত উড়ে গিয়ে আমার ডান পাশে এসে পড়ে।' আজুর যে গুরুতর আহত হয়েছে, সেটি এখনো সে বোঝে না। বিস্ফোরণে তার পুরো শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বোমা হামলার পরও আজুর বুঝতে পারছিল না, আসলে কী হয়েছে। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল, তার দুই হাত মাটিতে পড়ে আছে। যদিও সেগুলো দেখে চেনা মনে হচ্ছিল, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিল না যে তা তারই উড়ে যাওয়া হাত।

আজুরের মনে আছে, 'আহত হওয়ার পর মা বলছিলেন, আমার দুই হাত হারিয়ে গেছে। শুনে আমি কাঁদতে শুরু করি, মনে খুব কষ্ট পাই। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি।' চিকিৎসাসামগ্রীর চরম সংকটের মধ্যে গাজার অনেকের মতো আজুরকেও অচেতন না করেই অস্ত্রোপচার করাতে হয়। এতে তার মানসিক অবস্থা আরও খারাপ হয়। হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে ইসরায়েলি বাহিনী গাজার সীমান্তগুলো অনেকটাই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে ওষুধ, খাবার, ত্রাণ, জ্বালানিসহ জরুরি সহায়তা সেখানে ঢুকতে পারছে না। আজুর বলেছে, 'তাঁরা (চিকিৎসকেরা) আমাকে জাগিয়ে রেখেই আমার শরীরে অস্ত্রোপচার করেছেন।' ওই সময় আজুর যে কষ্ট পেয়েছে, তা তার কণ্ঠে এখনো ফুটে ওঠে। 'আমি যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিলাম না, খুব জোরে চিৎকার করছিলাম। চিৎকারে পুরো হাসপাতাল কেঁপে উঠছিল', বলে আজুর।আজুর গাজার হাজারও শিশুর একজন। এই শিশুরা ইসরায়েলের অব্যাহত ও নির্বিচার বোমাবর্ষণে জীবন পাল্টে দেওয়া পঙ্গুত্বের শিকার। জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে দিনে গড়ে ১০টির বেশি শিশু তাদের এক বা দুই পা হারাচ্ছে। এ সংখ্যা এখন হাজারের বেশি। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস গত বছরের ডিসেম্বরে বলেন, 'বিশ্বে জনসংখ্যা অনুপাতে সবচেয়ে বেশি শিশু অঙ্গহানির শিকার এখন গাজায় এবং তাদের অনেককে অচেতন না করেই অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে।'

আজুর এখন লেখা শিখছে। সে তার ফোনে গেম খেলে, পায়ের সাহায্য পোশাক পরে। কিন্তু নিত্যদিনের বেশির ভাগ কাজকর্মে অন্যের সহায়তা নিতে হয় তাকে। সে এখন সেসব দিনের কথা খুব মনে করে, যখন তার হাত অক্ষত ছিল। ইসরায়েলি হামলায় হাত হারানোর আগে সে বাজারে যেত এবং মায়ের জন্য শাকসবজি ও প্রয়োজনীয় খাবার নিয়ে আসত বলে জানায় আজুর। সেই কথা স্মরণ করে আজুর বলে, 'এখন সব কঠিন হয়ে গেছেনিজে নিজে খাওয়া, শৌচাগারের কাজ সম্পন্ন করা, সবকিছুই। তবে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি। এভাবেই আমি জীবন চালাই, নিজেকে সচল রাখি।' আজুরের স্বপ্ন, ভবিষ্যতে সে নিজের ভূমি গাজায় ফিরতে ও বিধ্বস্ত এ উপত্যকা পুনর্গঠনে সহায়তা করতে পারবে।

যুদ্ধের বিপক্ষে ইসরায়েলের ৭০ শতাংশ মানুষ

জেরুজালেম, ২০ এপ্রিলঃ ফিলিস্তিনের গাজায় এত মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞের পরও নৃশংসতা থামাতে রাজি নন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। শনিবার তিনি বলেছেন, উপত্যকাটিতে হামলা চালানো ছাড়া ইসরায়েলের সামনে 'আর কোনো পথ খোলা' নেই। প্রতিবেশী দেশ ইরান যেন কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র না পায়, তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। গাজায় ১৮ মাসের বেশি সময় ধরে চরম নৃশংসতা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসকে নির্মূল করতেই এ হামলা চালানো হচ্ছে বলে দাবি ইসরায়েলের। তবে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা গাজায় বিপুলসংখ্যক বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত উপত্যকাটিতে ৫১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। শনিবার রাতে এক ভিডিও বক্তৃতায় নেতানিয়াহু বলেন, বিজয়ের আগপর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ইসরায়েলের সামনে লড়াই চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তিনি আরও বলেন, গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব হামাস প্রত্যাখ্যান করাটা, উপত্যকায় বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাওয়ার একটি কারণ। সম্প্রতি গাজায় আংশিক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব দিয়েছিল ইসরায়েল। তাতে উপত্যকাটিকে অস্ত্রমুক্ত করার শর্ত দেওয়া হয়েছিল। তবে স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধের কথা বলা হয়নি। এই শর্ত মানতে নারাজ হামাস। নেতানিয়াহু বলেন, ইসরায়েল যদি হামাসের দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে দেশটির সেনা, নিহত ও আহত 'বীরেরা যে অসাধারণ অর্জন করেছেন', তা হারিয়ে যাবে। ভিডিও বক্তৃতায় ইরানের পরমাণু প্রকল্প নিয়েও কথা বলেন নেতানিয়াহু। শনিবার এই প্রকল্প নিয়ে ইতালির রাজধানী রোমে বৈঠক করেছে তেহরান ও ওয়াশিংটন।

নেতানিয়াহু বলেন, 'ইরানের পরমাণু অস্ত্র হাতে পাওয়া ঠেকাতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই (প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে) আমি হাল ছেড়ে দেব না। আমি এটি হতে দেব না।' গাজায় ইসরায়েলের হামলা শুরু হয় ২০২৩ সালের অক্টোবরে। দীর্ঘ ১৫ মাস পর ১৯ জানুয়ারি থেকে সেখানে যুদ্ধবিরতি শুরু হলেও ১৮ মার্চ থেকে আবার তীব্র হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। শনিবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, আগের ৪৮ ঘণ্টায় উপত্যকাটিতে ইসরায়েলের হামলায় ৯০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া শনিবার রাতে ইসরায়েলের হামলায় নারী-শিশুসহ আরও ১৫ জন নিহত হন। তাঁদের মধ্যে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণে খান ইউনিসে চালানো হামলায়। এই ফিলিস্তিনিদের অনেকে মুয়াসি এলাকায় আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত। হাসপাতালের কর্মীরা জানিয়েছেন, এই এলাকাকে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিল ইসরায়েল। নিহতদের মধ্য এক শিশুও রয়েছে। মরদেহ ব্যাগে ভরার সময় এক ভাই কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, 'ওমর চলে গেল...আমি ওর জায়গায় থাকলে ভালো হতো।' শনিবার রাতে অন্য চারজন নিহত হয়েছেন দক্ষিণে রাফায়। স্থানীয় ইউরোপীয় হাসপাতালের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তাঁদের মধ্যে এক নারী ও তাঁর শিশুসন্তান রয়েছেন। এদিকে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, শনিবার উত্তর গাজায় তাদের এক সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। ১৮ মার্চ যুদ্ধবিরতি ভাঙার পর এই প্রথম গাজায় দেশটির কোনো সেনা নিহত হলেন বলে জানিয়েছে তারা। এদিন উত্তরে গাজা নগরীর আল-তুফা এলাকার উপকণ্ঠে ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর হামলা চালানোর খবর জানিয়েছে হামাসের সশস্ত্র শাখা কাসেম ব্রিগেড। যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েলের হামলা হামাসের হামলার পরই মূলত গাজায় হামলা শুরু করে দেশটি।

সেদিন ইসরায়েল থেকে প্রায় আড়াই শ ব্যক্তিকে জিম্মি করে হামাস। সংগঠনটির হাতে এখনো ৫৯ জিম্মি রয়েছেন বলে জানিয়েছে ইসরায়েল সরকার। তাঁদের ফেরাতে এবং গাজায় হামলা বন্ধের জন্য ইসরায়েলের অভ্যন্তরে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছে। জিম্মিদের ফেরানোর জন্য যুদ্ধবিরতির দাবিতে এরই মধ্যে ইসরায়েলি বাহিনীর হাজার হাজার প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্য এক খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন। সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ থেকে এমন চিঠি প্রকাশের সংখ্যা বাড়ছে। আর গত মাসে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল দেখা যায়, জিম্মিদের ফেরানোর জন্য যুদ্ধ বন্ধের চুক্তির পক্ষে দেশটির প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ। এদিকে শনিবার রাতেও আটকদের ফেরাতে একটি চুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন ইসরায়েলের নাগরিকেরা। তেল আবিবে এক বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন জিম্মি অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া ওমের শেম তোভ। তিনি বলেন, 'তাঁদের এখনই ফেরত আনুন। একটি চুক্তি করুন। এর জন্য যদি যুদ্ধ বন্ধ করতে হয়, তা-ই করুন।'

কোন ৫ টি কারনে অজান্তে নিজেদের সুন্দর সম্পর্ক অবশেষে নষ্ট হয়ে যায়

একটা সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনার মুখের কথা। কেবল কথা দিয়েই আপনি অনেক বড় সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আবার এই কথার মাধ্যমেই আপনি সম্পর্কের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারেন। চট করে জেনে নেওয়া যাক, কী সেই পাঁচটি কথা, যেসব আমরা বলে ফেলি আর তার প্রভাবে নিজের অজান্তেই সম্পর্কে দূরত্ব কিংবা ফাটল তৈরি হয়।

১. তুমি তো এ রকমই

অনেক সময় সঙ্গী কোনো ভুল করলে আরেকজন এ কথাটি বলে ফেলেন। এতে সঙ্গী আহত হন। ভুল শোধরানোর অনুপ্রেরণা হারিয়ে ফেলেন। সম্পর্কের মধ্যে জায়গা করে নেয় নেতিবাচক এনার্জি।

২. তুমি কেন 'এইটা' করো না, 'ওইটা' করো না

এ কথার ভেতর দিয়ে আপনি সংসারে 'ব্লেম গেম' ঢুকিয়ে দিলেন। আপনার সঙ্গীকে 'তুমিও তো ওইটা করতে পারতে' বলে আদতে কোনো সমাধান হয় না। আপনারা দুজনে মিলে আসলে একটা দল। তাই বলতে পারেন, 'চলো, আমরা বরং দুজনে মিলে কাজটা করি।'

৩. কিছু হয়নি বা কিছু না

নিশ্চিতভাবেই কিছু একটা হয়েছে। মুখ দেখে, শরীরী ভাষায় বা হাবভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সঙ্গী যখন জানতে চাইছে, 'কী হয়েছে?' আপনি বলছেন, 'কিছু না!' এর মাধ্যমে আপনি সঙ্গীকে দূরে ঠেলে দিলেন। নিজেদের আবেগীয় নির্ভরতার জায়গায় আঘাত হানলেন।

৪. আমি তো এ রকমই

কথাটি আপনার কাছে নিরীহ বা অহিংস মনে হলেও এর ভেতর দিয়ে আপনি সঙ্গীকে জানিয়ে দিলেন যে আপনি বদলাতে রাজি নন। এ কথার ভেতর দিয়ে আপনি একটা অদৃশ্য দেওয়াল তুলে দিলেন। অথচ একটা সম্পর্ক দুজনের প্রতিনিয়ত ভুল শুধরে নেওয়ার আন্তরিকতা ও ত্যাগের ভেতর দিয়ে শক্তশালী হয়।

৫. অমুক এ রকম করত

সম্পর্কে এর চেয়ে বড় রেড ফ্ল্যাগ আর হয় না! সঙ্গীকে প্রাক্তন বা অন্য কারও জীবনসঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করা রীতিমতো মানসিক নির্যাতন, ঘৃণ্য অপরাধ। প্রত্যেক মানুষই আলাদা। সঙ্গীর স্বকীয়তা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার প্রশংসা করুন। দাম্পত্যসঙ্গী হিসেবে দুজন দুজনের সেরাটা দিয়ে সম্পর্কটাকে এগিয়ে নিন।

'জীবন নিয়ে খেলছেন পুতিন'

ইউক্রেনে এক দিনের অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের উৎসব ইস্টার সানডে উপলক্ষে এ অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রোববার দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত ইউক্রেনে হামলা বন্ধ রাখবে রাশিয়া। শনিবার মস্কোয় রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর চিফ অব স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসিমভের সঙ্গে বৈঠক করেন পুতিন। এ সময় টেলিভিশনে সম্প্রচার করা বক্তব্যে তিনি বলেন, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রোববার দিবাগত রাত পর্যন্ত ইস্টার (সানডে উপলক্ষে) অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করছে রাশিয়া।

পুতিন বলেন, মানবিক কারণে 'এই সময়ে কোনো ধরনের সামরিক হামলা না চালানোর নির্দেশ দিয়েছি আমি।' রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমাদের স্থাপন করা উদাহরণ ইউক্রেনীয় পক্ষও অনুসরণ করবেএর ওপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তবে এই অস্ত্রবিরতির সম্ভাব্য লঙ্ঘন, শত্রুপক্ষের উসকানি, যেকোনো আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্য আমাদের সেনাসদস্যদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।'

৫০ বছর বা তার বেশি বয়সী দম্পতিরা বহু বছর একসঙ্গে থাকার পর আলাদা হয়ে গেলে তাকে বলে গ্রে ডিভোর্স

এম্পটি নেস্ট সিনড্রোম

গ্রে ডিভোর্সের আরেকটা বড় কারণ হলো এম্পটি নেস্ট সিনড্রোম। যখন সন্তানেরা পড়ালেখা, চাকরি, বিয়ে বা অন্য কোনো কারণে মা-বাবার কাছ থেকে দূরে চলে যান, তখন বয়স্ক মা-বাবার মনে যে শূন্যতা, মনোবেদনা আর আবেগগত জটিলতা তৈরি হয়, তাকে বলে এম্পটি নেস্ট সিনড্রোম। অনেক দম্পতি শুধু সন্তান মানুষ করার জন্য একসঙ্গে থাকেন। কিন্তু যখন সন্তানেরা বড় হয়ে আলাদা হয়ে যান, তখন একসঙ্গে থাকার আর কোনো সাধারণ ক্ষেত্র থাকে না। ফলে দুজনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে।

অবিশ্বাসের ঘেরাটোপ

সম্পর্কে একসময় সন্দেহের বীজ বড় হতে থাকে। প্রতিনিয়ত একে অন্যকে সন্দেহ করতে থাকেন সঙ্গীরা। ফলে অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। আবার অনেক সময় সঙ্গীর সঙ্গে আবেগগত বা শারীরিক সম্পর্কে ঘাটতি দেখা দেয়, তখনো সঙ্গী অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতে পারেন। এতে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা তৈরি হয়।

আর্থিক দ্বন্দ্ব

এটি একটি বড় সমস্যা। আগে অনেক নারীই আর্থিক বিষয়ে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু এখন অনেকেই স্বাবলম্বী। আর্থিক দিক থেকে তাঁরা স্বাধীন। ফলে অবসরপরবর্তী পরিকল্পনা বা আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে দম্পতির মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

মানসিক চ্যালেঞ্জ

একাকিত্ব ও পরিচয়সংকট

এ ধরনের বিচ্ছেদের সবচেয়ে বড় মানসিক চ্যালেঞ্জ হলো নিজের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন, 'আমার সঙ্গী যদি না থাকে, তাহলে আমি কে?' অনেক বছর একসঙ্গে থাকার পর যদি বোঝা যায় যে মনের সঙ্গে মনের আর মিল নেই, তখন একা এক নতুন জীবন শুরু করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

সমাজের কটুকথা

অনেক সময় ডিভোর্সিদের সমাজের খারাপ মন্তব্য সহ্য করতে হয়। এতে মানুষ আরও একা হয়ে পড়ে। পাড়াপ্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজনেরা বলাবলি করেন, 'এই বয়সে ডিভোর্স?', 'এখন তো জীবন শেষের পথে!' এ রকম মন্তব্য শুনে মানসিক কষ্ট আরও বেড়ে যায়।

ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয়

ডিভোর্সের পর অনেকেই দুশ্চিন্তা করতে থাকেন, 'আমি একা থেকে যাব না তো?', 'মনের মতো আর কাউকে কি পাব?', 'জীবনটা কাকে নিয়ে কাটাব?' এ রকম ভাবনা মনে ভয় আর দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়। এতে মন আরও অস্থির হয়ে যায়।

মানসিক স্বাস্থ্যে গ্রে ডিভোর্সের প্রভাব

ডিভোর্সের পর কেমন লাগবে, তা অনেকটা ব্যক্তির জীবনের ওপর নির্ভর করে। যিনি ব্যস্ত জীবনযাপন করেন, স্বাধীনচেতা বা যাঁর জীবন আনন্দে ভরা, তিনি নতুন আশা নিয়ে ভালো থাকতে পারেন। কিন্তু যাঁর পাশে কেউ নেই না বন্ধু, না পরিবার, না টাকার জোর, তাঁরা দুঃখ, হতাশা, একাকিত্ব আর মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে যেতে পারেন। এসবের প্রভাব শরীরেও পড়তে পারে।

কীভাবে মানিয়ে নেওয়া যায়?

প্রতিদিন একটা রুটিন মেনে চলুন, কোনো কাজে সক্রিয় থাকুন। পুরোনো বন্ধুদের খোঁজখবর নিন, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। মানুষের সঙ্গে থাকলে মন ভালো থাকে, একা লাগে না। নিজের জমানো টাকা থাকুক না থাকুক, বুঝেশুনে টাকা খরচ করুন। খরচ কমান, সঞ্চয় করুন আর ভবিষ্যতের জন্য একটা ভালো পরিকল্পনা করুন। এতে দুশ্চিন্তা কমবে।

জীবন গুছিয়ে তুলতে কোনো কাউন্সেলরের সাহায্য নিতে পারেন। কথা বললে মন হালকা হয়, সঠিক পথে এগোনো সহজ হয়। সাহায্য নেওয়া দুর্বলতা নয়, বুদ্ধিমানের কাজ।

নতুন করে জীবন শুরু করবেন কীভাবে? ডিভোর্সের পর জীবন নতুনভাবে শুরু করতে চাইলে আগে ভাবতে হবে আপনি আগে কেমন ছিলেন, আর এখন কী হতে চান। প্রথমে নিজের যত্ন নিন, প্রতিদিনের একটা রুটিন তৈরি করুন আর নিজের ওপর বিশ্বাস করতে শিখুন। এরপর ভাবুন, এখন আপনি কী করতে চান। নতুন কিছু শিখবেন? কোনো শখ মেটাবেন নাকি সমাজসেবা করবেন, সেটা আগে ঠিক করুন। নতুন কিছু শেখারও এটা ভালো সময়, যেমন চাকরির জন্য দক্ষতা বাড়ানো বা নিজের উন্নতি করা।

সোনামুড়ায় বিজেপির জেলাভিত্তিক কর্মশালা

বক্সনগর, ২০ এপ্রিল ঃ ''সবকা সাথ, সবকা বিকাশ-এর নীতিকে সামনে রেখে মোদী সরকার দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায় ও অধিকার সুনিশ্চিত করতে ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইন সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি দেশজুড়ে ''ওয়াকফ সংশোধনী জনজাগরণ অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে রবিবার সোনামুড়া নতুন টাউন হলে সিপাহীজলা দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এই কর্মশালায় রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নলছড় বিধানসভার বিধায়ক কিশোর বর্মন, বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন, রাজ্য বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি বিল্লাল মিয়া, সিপাহীজলা দক্ষিণ জেলার সভাপতি উত্তম দাস এবং সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা সভাপতি জয়নাল আবেদীন। সভায় সুবল ভৌমিক বলেন, ''ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছে।

Name Change

I, Malina Ghosh w/o Late Ganesh Ghosh, residing at F-57/283/286/287/732, Rathtala, Krishna Mondir Paramhansha Lane, Ward No. 20, P.O.P.S. Kalyani, Dist. Nadia, PIN 741 235, do hereby solemnly affirm and declare as under : That my actual name is Malina Ghosh which is recordedin my Aadhaar Card being No. 6436 1907 7256. and allme other document.mnly Affirmed Before PCC/(C) 40612/ D/D/22829, Case No. PRN 117/937/0/02.03. day of Sob 20-35 That in my huspand's P.P.O. Certificate, beang No. Judicial Magistatio Code No. 5043/252, where my name has been recorded at Class Kalyani, Nadis Santana Rani Ghosh in place of Malina Ghosh.That Malina Ghosh and Santona Rani Ghosh is the same and identical person.

Name Change

I, Sukumar Biswas /Sukumar Roy Chowdhury (wrong name) son of Surendra Nath Chowdhury, residing at N0098, Chhotochupria Paschim Para, Chupria, Ranaghat, Nadia, Pin: 741 502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sukumar Chowdhury (right name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 19/04/2025. Sukumar Biswas/ Sukumar Roy Chowdhury (wrong name) and Sukumar Chowdhury (right name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Fulana Prasad (old name) son of Late Bikram Prasad, residing at 23/16, Golbari, Bally(m), Howrah-711203, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Phulena Prasad (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 17/04/2025. Fulana Prasad (old name) and Phulena Prasad (new name) both are same and one identical person.

চা বাগানে জোড়া বাইসনের দাপাদাপি, হামলায় মৃত্যু বৃদ্ধার, জখম আরও ২

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ চা বাগানে জোড়া বাইসনের হামলায় মৃত্যু। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও দু'জন। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির রায়পুর চা বাগান এলাকায়। মৃত বৃদ্ধার নাম দেওমনি বরাইক। হামলা চালানোর পর ওই এলাকার চা বাগানের মধ্যেই দুটি বাইসন ঢুকে পড়ে। ঘটনার পরেই পুলিশ ও বনদপ্তরের কর্মীরা সেখানে গিয়েছেন। জলপাইগুড়ির চা বাগান এলাকায় মাঝেমধ্যেই জঙ্গল থেকে বাইসন ঢুকে পড়ার ঘটনা দেখা যায়। চিতাবাঘের দেখাও পাওয়া যায়। ফলে চা বাগানগুলির বাসিংদাদের মধ্যে চাপা আতঙ্ক প্রায় সবসময়ই থাকে। বাইসনের হামলায় জখম হওয়ার ঘটনা অতীতেও হয়েছে। আজ রবিবার সকালে ফের চা বাগানে বাইসনের হামলা হল। এদিন সকালে জঙ্গল থেকে দুটি বাইসন রায়পুর চা বাগান এলাকায় ঢুকে প।ে। বাগান এলাকাতেই বাড়ি বৃদ্ধা দেওমনি বরাইকের। তিনি সকালে বাড়ির সামনে কাজ করছিলেন। সেসময় দুটি বাইসন ওই বৃদ্ধার

সামনে চলে আসে। বৃদ্ধা পালানোর সুযোগ পর্যন্ত পাননি। বাইসন দুটি শিং দিয়ে ওই বৃদ্ধাকে আঘাত করে। তাঁকে আছড়ে ফেলার চেষ্টাও হয়। এরপর বৃদ্ধাকে ছেড়ে বাইসন দুটি বাগানের ভিতর ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার। বাগানের মধ্যে ছিলেন শাহজাহান নায়েক নামে বাগানেরই এক বাসিন্দা। বাইসন তাঁর উপরেও হামলা চালায়। বাইসনের হামলায় জখম হয়েছেন রঙধামালি এলাকার বাসিন্দা আরও এক ব্যক্তি। স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ ও বনদপ্তর। বাগানের মধ্যেই বাইসন দুটি রয়েছে। ওই জায়গাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। ঘুমপাড়ানি গুলি করে ওই বাইসনদুটিকে কাবু করার চেষ্টা চলছে। দিন কয়েক আগেই শীতলকুচির বাসিন্দা পেশায় কৃষক উকিল বর্মনকে অপহরণ করেছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। বিএসএফের তরফে ফ্ল্যাগ মিটিং করে তাঁকে ফিরিয়ে আনার দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও ছাড়া হয়নি। বাংলাদেশে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে আছেন বলে খবর। সেই অবস্থায় নতুন করে কোচবিহারে অনুপ্রবেশকারী ঢোকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছ।য়েছে। এই যুবক কি দুষ্কৃতী কার্যকলাপের সঙ্গে জ।তি? নাকি এলাকায় এসে কোনও খোঁজখবর করার পরিকল্পনা ছিল তার? গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

আনন্দ বিহার টার্মিনাল-জোগবাণী-আনন্দ বিহার টার্মিনাল সংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন

গোরক্ষপুর, ২০ এপ্রিল ঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন যাত্রীদের সুবিধার্থে ২৪ এপ্রিল থেকে ১০ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ০৪০৯৪০৪০৯৩ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-জোগবাণী-আনন্দ বিহার টার্মিনাল সংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন এবং ২৬ এপ্রিল থেকে ১২ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার জোগবাণী থেকে ১২টি ট্রিপের জন্য নিম্নলিখিতভাবে পরিচালনা করবে। ০৪০৯৪ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-যোগবাণী সংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ২৪শে এপ্রিল থেকে ১০ই জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার আনঃদ বিহার টার্মিনাল থেকে রাত ৯.৫৫ মিনিটে ছেড়ে গাজিয়াবাদে ০১.০৭ মিনিটে, কানপুর সেন্ট্রালে ০৭.১০ মিনিটে, উন্নাওতে ০৭.৩৫ মিনিটে, লখনউ (উত্তর রেলওয়ে) ০৯.১০ মিনিটে, সুলতানপুরে ১২.২০ মিনিটে, জৌনপুর সিটিতে ১.২৫ মিনিটে, বারাণসী জংশনে পৌঁছাবে। পরের দিন। এটি ছাড়বে বারাউনি থেকে ১৫.১০ টায়, আউন্ডিহার ১৬.০৭ টায়, গাজিপুর সিটি ১৬.৫৫ টায়, বালিয়া থেকে ১৮.০০ টায়, সুরেমানপুর ১৮.৪০ টায়, ছাপরা ২০.০৫ টায়, ছাপরা ২০.০৫ টায়, হাজিপুর থেকে ২০ টায় শাহপুর, ২১ টায়। বারাউনি থেকে তৃতীয় দিন ০০.১৫ টায়, বেগুসরাই ০০.৩৫ টায়, খাগরিয়া ০১.২৫ টায়, নবগাছিয়া ০২.২২ টায়, কাটিহার ০৪.২০ টায়, পূণিয়া ০৪.৫৫ টায়, পূর্ণিয়া ০৪.৫৫ টায়, আড়িয়া ০০.৫৫ টায় ০৬.৩৫ ঘন্টা এবং যোগবানি ০৭.৩০ টায় পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৪০৯৩ যোগবানি-আনন্দ বিহার টার্মিনাল সংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি প্রতি শনিবার যোগবানি থেকে ২৬ এপ্রিল থেকে ১২ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত ০৯.৩০ মিনিটে ছাড়বে এবং ফোর্বসগঞ্জে ০৯.৫৫ মিনিটে, আরারিয়ায় ১০.২০ মিনিটে, কাউর্নিয়া ১ ঘণ্টায়, ১ ঘণ্টায় ফোর্বসগঞ্জ পৌঁছাবে। ১২.৩০ টায়, নবগাছিয়া ১৩.২৫ টায়, খাগড়িয়া ১৪.৩০ টায়, বেগুসরাই ১৫.১০ টায়, বারাউনি ১৫.৫০ টায়, শাহপুর পাটোরি ১৬.৫০ টায়, হাজিপুর ১৭.৫০ টায়, হাজিপুর ১৭.৫০ টায়, চম্পার ২০ টায়। ২২.২৫ টায়, বালিয়া ২৩.২৭ টায়, গাজিপুর সিটি ২৩.৫০ টায়, আউন্ডিহার ০০.৪০ টায় পরের দিন, বারাণসী জংশন। এটি ০২.১০ টায় ছেড়ে যাবে, জৌনপুর সিটি ০৩.২০ টায়, সুলতানপুর ০৪.৫০ টায়, লখনউ (উত্তর রেলওয়ে) ০৭.৪৫ টায়, উন্নাও ০৯.৩২ টায়, কানপুর সেন্ট্রাল ০১০ টায় এবং গাজিয়াবাদ ০৩.২৫ টায় এবং আনন্দ বিহার টার্মিনালে বিকেল ৪.০০ টায় পৌঁছাবে।এই ট্রেনে ০৩টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী, ১৫টি স্লিপার শ্রেণী এবং এসএলআর রয়েছে। মোট ২০টি কোচ স্থাপন করা হয়েছিল, যার মধ্যে ০২টি কোচ ছিল।

ফের গরম বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, আপাতত হেরফের নয় তাপমাত্রায়

কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ সোমবারের পর থেকে ঝ।-বৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া আর থাকছে না। ফলে, দক্ষিণবঙ্গে আবারও বাড়বে তাপমাত্রা। তবে, আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। তার পরের দু'দিনে আবার দুই থেকে চার ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়ার দু'-একটি জায়গায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে সোমবারও কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার পর থেকে দক্ষিণের সর্বত্র শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। মঙ্গলবারের পর থেকেই একটু একটু করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।

মালদা ভবন মালদাবাসীর স্বপ্নপূরণে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

মালদা, ২০ এপ্রিল ঃ আজ কলকাতায় উদ্বোধন হলো মালদা ভবনের। মালদা ভবন মালদাবাসীর স্বপ্নপূরণের পথে আরেকটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কলকাতার বুকে মালদাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন মালদা ভবন-এর শুভ উদ্বোধন হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ মালদা জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সহ বিশিষ্ট নেতৃত্ব। সভাধিপতি মাননীয়া লিপিকা বর্মন ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন এই স্বপ্ন সফল করার জন্য মালদাবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাই অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা। মানুষের জন্য কাজ করাই আমাদের সরকারের অঙ্গীকার।এই ভবনটি কেবল মালদা নয়, বরং সমগ্র রাজ্যের প্রান্ত থেকে কলকাতায় আগত সাধারণ মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক পরিকাঠামো হিসেবে কাজ করবে। আগামী ১লা মে, ২০২৫ থেকে অনলাইনে বুকিংয়ের মাধ্যমে 'মালদা ভবন'-এর পরিষেবা গ্রহণ করা যাবে।

জলপাইগুড়িতে গাড়ির ধাক্কায় টোটো চালকের মৃত্যু, জখম আরোহীরা

জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ ফের জলপাইগুড়িতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। প্রচণ্ড গতিতে ধেয়ে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল টোটো চালকের। জখম হয়েছেন ওই টোটোর দুই আরোহীও। রবিবার জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া গোশালা মোড়ে ৩১ ডি জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, নারায়ণ সেন নামে ওই টোটো চালক দু'জন যাত্রী নিয়ে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। গোশালা মোড়ে জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় প্রচণ্ড গতিতে আসা একটি গাড়ি টোটোটিকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় ছিটকে পড়েন চালক। মারাত্মক জখম অবস্থায়.তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিস সূত্রে খবর, টোটোতে যাত্রী হিসেবে অসমের কোকড়াঝারের দুই বাসিন্দা ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁরাও জখম হয়েছেন। তাঁদেরও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সাময়িক বন্ধের জেরে সিটিস্ক্যান ও এস রে পরিষেবা বঞ্চিত

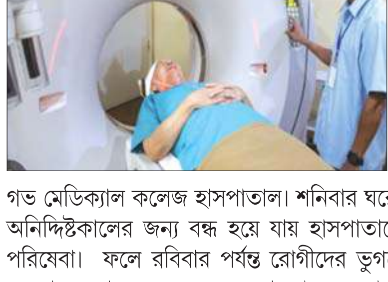

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২০ এপ্রিল ঃ এক পশলা বৃষ্টিতে সাময়িক বন্ধের জেরে সিটিস্ক্যান ও এস রে পরিষেবা বঞ্চিত হতে হয় রোগীদের। সোমবার ফের বৃষ্টি হতে পারে জেলায়। তাই সিঁদুরে মেঘ দেখছে রোগীরা। একটুতেই জলমগ্ন হয. রামপুরহাট গভ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। শনিবার ঘরে জল থৈ থৈ অবস্থা হওয়ায় অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় হাসপাতালের এক্সরে এবং সিটিস্ক্যান পরিষেবা। ফলে রবিবার পর্যন্ত রোগীদের ভুগতে হয়। উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে ঘরে জল ঢুকে যাওয়ায় শুক্রবার থেকে এক্সরে এবং শনিবার সকাল থেকে সিটিস্ক্যান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। এমনকি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগেও হাঁটু জল। এরফলে চরম হয়রানির শিকার হতে হয় রোগী এবং পরিজনদের। জরুরী প্রয়োজনে বাইরে থেকে মোটা অংকের টাকা দিয়ে অনেককে এক্সরে এবং সিটিস্ক্যান করাতে হয়। মাস দুয়েক আগে একই কারণে টানা ১০ দিন ওই দুটি পরিষেবা বন্ধ ছিল। তারপরে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। হাসপাতালের মেডিকেল ভাইস প্রিন্সিপাল তথা ডেপুটি সুপার পলাশ দাস বলেন , বিষয়টি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যদফতরের গোচরে আনা হয়েছে। শীঘ্রই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, অপরিকল্পিত ভাবে নতুন বিল্ডিং তৈরির ফলে অল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে যায় হাসপাতাল চত্বর। সেই থেকে স্বাস্থ্য দফতরে জানানো হয়েছে বলে একই রেকর্ড বাজান রামপুরহাট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বছরের পর বছর ঘুরলেও তারা কোন স্থায়ী সমাধান বের করতে পারেনি স্বাস্থ্য দফতর। ফলে জল যন্ত্রণার শিকার হতে হচ্ছে রোগীর আত্মীয়দের।

সফল হোক ব্রিগেড সমাবেশ, সাফল্য কামনা অধীরের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং বস্তি- চারটি গণসংগঠনের ডাকে রবিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সমাবেশ করছে সিপিএম। কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী রবিবার বামেদের ব্রিগেডের সাফল্য কামনা করেছেন। তিনি বলেন, ' এই ব্রিগেড সফল হোক। এটাই আমি চাই। বামেরা কিন্তু কখনও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেনি। যেটা আমরা এখন দেখছি। তাই আমি চাই ওদের ব্রিগেড সব দিক থেকে সফল হোক।''

বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐতিহাসিক সাহিত্য মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, ১৩ই এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদ ইউনিভার্সিটির অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এক ঐতিহাসিক সাহিত্য মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক মলাট সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে। পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক ড. স্বরূপ মালাকার পেশায় ইংরেজির অধ্যাপক তার ভাষণে সকল উপস্থিত কবি, লেখক, অধ্যাপক ও যারা বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন সকল কে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এইদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ সাহিত্য পুরস্কার পান বিশিষ্ঠ কবি , লেখক, ড. স্বপন কুমার নাথ । কবি কে সাহিত্য পত্রিকার তরফ থেকে প্রদান করা হয় একুশ শতকের সেরা বাঙালি পুরস্কার। পুরস্কারটির মনোয়ন এ ছিলেন বিখ্যাত ভাষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার, শীর্ষেন্দু মুখার্জি, কবি মন্দাক্রান্তা সেন প্রমুখ সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। সাংবাদিক দের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে কবি স্বপন কুমার নাথ তার জীবনের একটি বৃত্ত সফল হয়েছে বলে মনে করেন।

নিষিদ্ধ অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান

নবদ্বীপ, ২০ এপ্রিল ঃ ক্রিকেটের আড়ালে চলছিল নিষিদ্ধ অনলাইন জুয়া। নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে.নিষিদ্ধ অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য পেল নবদ্বীপ থানার পুলিশ। চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ শহর ও শহরতলি এলাকায় হানা দিয়ে ৩ যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিষিদ্ধ অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে শহরের দুটি জায়গা থেকে দুজন ও শহরততলি থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার দুপুরে ধৃত ৩ যুবকের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ অনলাইন জুয়া চালানোর মামাল রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করা হয়।

নাশকতার ছক নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য? কোচবিহারে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ এপ্রিল ঃ ফের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার হল কোচবিহারে। সীমান্ত এলাকা পেরিয়ে ওই যুবক এদেশে চলে এসেছিল বলে খবর। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। কী কারণে সে কোচবিহারে ঢুকেছিল? নাশকতা নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য সেই প্রশ্ন উঠছে। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে কোচবিহারের শীতলকুচির গাছতলা এলাকায় জমিতে চাষ করার সময় উকিল বর্মন নামে এক ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করেছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। এখন ওই ব্যক্তি বাংলাদেশে বন্দি রয়েছেন। বিএসএফ-বিজিবি ফ্ল্যাগ বৈঠকের পরেও তাঁকে ছাড়েনি বাংলাদেশ। সেই বিষয়ে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে কোচবিহারে। তার মধ্যেই এই অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে কোচবিহারের শালমারা বাজারে এক অপরিচিত যুবককে ইতস্তত ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। তাঁকে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তাঁরাই পুলিশকে খবর দেয়। সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে তাকে

ধরে জিজ্ঞাসাবাস শুরু করে। জানা যায়, ওই যুবক সীমান্ত এলাকা পেরিয়ে কোচবিহারে এসেছিল। তার বাড়ি সাহিন আলি, বাড়ি বাংলাদেশের পাগলাবাড়ি গ্রামে। তার থেকে কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। দিঘলটারি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার নেই। ঘুরতে ঘুরতে সে না বুঝে ভারতীয় ভূখণ্ডে চলে আসে। এমনই দাবি করেছে সে। যদিও রাতে কেন সে সীমান্ত এলাকায় ঘুরছিল? সেই প্রশ্ন উঠেছে। আরও জেরার জন্য পুলিশ ওই অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। কী কারণে সে কোচবিহারে ঢুকেছিল? সেই প্রশ্ন উঠছে। দিন কয়েক আগেই শীতলকুচির বাসিন্দা পেশায় কৃষক উকিল বর্মনকে অপহরণ করেছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। বিএসএফের তরফে ফ্ল্যাগ মিটিং করে তাঁকে ফিরিয়ে আনার দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও ছাড়া হয়নি। বাংলাদেশে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে আছেন বলে খবর। সেই অবস্থায় নতুন করে কোচবিহারে অনুপ্রবেশকারী ঢোকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছ।য়েছে। এই যুবক কি দুষ্কৃতী কার্যকলাপের সঙ্গে জ।তি? নাকি এলাকায় এসে কোনও খোঁজখবর করার পরিকল্পনা ছিল তার? গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

হাওড়া কলকাতা ফেরি বন্ধ-ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ব্রিগেড যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ হাওড়া কলকাতা ফেরি বন্ধ - ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ব্রিগেড যাত্রীরা বেছে বেছে আজকে দিনে কেন বন্ধ হাও।। কলকাতা ফেরি- প্রশ্ন নাগরিক মহলের। কেউ কেউ মনে করছেন, ব্রিগেড সমাবেশ অসফল করতেই এই পদক্ষেপ। কেউ আসছেন পুরুলিয়া, কেউ বাঁকুড়া, কেউ আবার উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জেলা থেকে। কিন্তু, তীব্র গরম উপেক্ষা করে হাওড়ায় পৌঁছালেও দেখা গেল নতুন বিপত্তি। বন্ধ ফেরিঘাট। তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাম কর্মী সমর্থকেরা। রাস্তাতেও বসে পড়তে দেখা গেল বেশ কয়েকজন। অবরোধের জেরে হাওড়া স্টেশন চত্বরে যানজটও হয়। যা সামাল দিতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খায় পুলিশ। গোটা ঘটনার পিছনে রাজনীতিই দেখছেন বাম কর্মীরা। কিন্তু ফেরি বন্ধ কেন? তার উত্তর এখনো পাওয়া যায় নি। এক বাম কর্মী তো ক্যামেরা দেখেই গর্জে উঠলেন। সাফ বললেন, ৩০ বছর ধরে ব্রিগেডে আসছি। এরকম কখনও হয়নি। এটা প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি। আর একজন বলছেন,

প্রতিবারই আসি। কিন্তু কোনওদিনই লঞ্চ বন্ধ থাকে না। আমাদের আটকানোর জন্যই এটা হচ্ছে। যাতে রোদের মধ্যে হেঁটে যেতে বাধ্য হই তাই এমনটা করছে। পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন আরও এক বাম সমর্থক। বলছেন, এরকম কোনওদিন দেখিনি। আমাদের ব্রিগেড যাতে সফল না হয় তাই রাজ্য সরকার এসব করছে। এদিকে সচল কুনাল ঘোষের মুখের বাণী। টনি বলেন, সিপিএমের ব্রিগেড বলে যেটাকে চালানো হচ্ছে ওটা হচ্ছে সিপিএমের ডাকে ব্রিগেড চলো, আর বিজেপিকে ভোট দিতে ব্রিগেড থেকে ফেরো। এই তো ওদের স্লোগান।

চাকরিহারা কান্ডের জেরে ফুলে-ফেঁপে উঠছে শ্যামপুরের সুদের কারবারিরা

অভিজি হাজরা , শ্যামপুর, হাওড়া ঃ সম্প্রতি রাজ্যে ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক - শিক্ষিকা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছেন।সদর হাওড়া ও গ্রামীণ হাওড়ার প্রায় সব বিধানসভা এলাকা থেকেই অনেক শিক্ষক - শিক্ষিকারা চাকরি হারিয়েছেন। এর মধ্যে গ্রামীণ হাওড়ার উলুবেড়িয়া মহকুমার শ্যামপুর এলাকা থেকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষক - শিক্ষিকারা চাকরি হারিয়েছেন। যদিও এই বিষয়টি কেউই প্রকাশ্যে আনতে চাইছেন না। সূত্র মারফ জানা যাচ্ছে,বে - আইনি ভাবে সুদের কারবারের বাড় বাড়ন্ত হয়েছে শ্যামপুরে চাকরি হারা কান্ডের জেরে।সেটা কিভাবে? জানা যাচ্ছে, কয়েক বছর আগে বেশ কিছু যুবক - যুবতী চাকরি পাওয়ার আশায় সুদের কারবারিদের কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে ছিল। মাসিক সর্বাধিক দশ শতাংশ হারে টাকা ঋণ নিয়ে ছিল। যা দেওয়া হয়েছিল বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী মানুষের হাতে। যদিও বর্তমানে সেই মানুষ গুলির নাম প্রকাশ্যে আনতে চাইছেন না চাকরি হারা শিক্ষক - শিক্ষিকারা,বা তাদের আত্নীয.স্বজনেরা। অন্যদিকে চাকরি চলাকালীন এই শিক্ষক - শিক্ষিকাদের অনেকেই মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে গাড়ি - বাড়ি করেছেন। তার ই এম আই তাদেরই স্বাভাবিক ভাবে দিতে হবে।আর এখানেই শ্যামপুরের চড়া সুদের কারবারিদের পৌষ মাস। এই অবস্থায় চাকরি হারিয়ে চাকরি হারা শিক্ষক - শিক্ষিকারা যার যার কাছে চাকরি পাওয়ার আশায় মোটা টাকা দিয়েছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখন টাকা ফেরত চাইছেন। সামাজিক সম্মান, প্রভাব,প্রতিপত্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রভাবশালী ঐ ব্যক্তিরা চড়া সুদের কারবারিদের দুয়ারে দারস্থ হচ্ছেন। শ্যামপুর এলাকায় পরিচয় গোপন করে যোগাযোগ করে জানা গেছে, চাকরি পাওয়ার জন্য যেমন চড়া সুদে টাকা ঋণ নেওযা. হয়েছে, অন্যদিকে চাকরি হারাদের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য চড়া সুদের কারবারিদের কাছ থেকে টাকা ঋণ নেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনা গোটা শ্যামপুর এলাকা জুড়ে চলছে। শুধুমাত্র নাম গুলি যেন প্রকাশ্যে না আসে। সামাজিক সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তিত্ব বাঁচানোর জন্য এখন এই পন্থা অবলম্বন করছে বেশ কয়েক জন এজেন্ট। শ্যামপুর শহর এলাকায.ডিহি মন্ডল ঘাট এলাকার সুদের কারবারিদের কাছ থেকেই মূলত এই টাকা লেনদেন হয়েছে। চাকরি হারা কান্ডের জেরে তাই উভয় পক্ষের সুদ পেয়ে ফুলে - ফেঁপে উঠছে শ্যামপুরের সুদের কারবারিরা।

নদিয়ায় দালাল-সহ গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি মহিলা

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২০ এপ্রিল ঃ নদিয়া সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছিলেন দুই বাংলাদেশী। পালিয়ে যাবার ছক ছিল মুম্বই । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। গ্রেপ্তার দুই অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মহিলা ও এক ভারতীয় দালাল। তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধানতলা থানার অন্তর্গত আড়ংঘাটা এলাকা থেকে। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ধৃত দুই অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মহিলার নাম আয়েশা বিবি ও ইয়াসমিন বিবি। ধৃত ভারতীয় দালালের নাম তপন দাস। গতকাল শুক্রবার ওই দুই বাংলাদেশি ভারতীয় দালাল চক্রের সাহায্যে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। এরপর নদিয়ার আড়ংঘাটায় গা ঢাকা দিয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশের একটি বিশেষ টিম। একটি বাড়ি থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ধৃতদের মুম্বইয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আজ শনিবার ধৃত তিনজনকে রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। লাগাতার এই অঞ্চল থেকে বাংলাদেশি গ্রেপ্তারির ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে। এলাকায় কী মানব পাচারচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে? দালালদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে? পুলিশের তরফে আগেই জানিয়েছিল বেআইনি কার্যকলাপ সহ্য করা হবে না। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দালাল চক্রের হদিশ পেতে পুলিশের তৈরি একটি দল এলাকায় অভিযান চালাবে।

বেপরোয়া গতির জের, রানাঘাটে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত দুই যুবক

রানাঘাট, ২০ এপ্রিল ঃ মধ্যরাতে নদীয়া জেলার রানাঘাটে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। শনিবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে রানাঘাটের মাসুন্দা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে দাবি, বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে রাস্তার ধারে একটি লাইট পোস্টে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় দুই যুবক সারা রাত রাস্তায় পড়ে ছিল। পরে রবিবার ভোরে বিষয়টি স্থানীয় মানুষের নজরে এলে তাঁরা খবর দেন পরিবার পরিজনদের। ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই দুই যুবককে উদ্ধার করে রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিস সূত্রে খবর, মৃতদের নাম নক্ষত্র বিশ্বাস (১৯) এবং প্রসেনজিৎ ঘোষ (৩২)। তাঁরা নওপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেবডাঙা গ্রামের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলা দেখতে যাওয়ার জন্য দু'জনে রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল। নক্ষত্র নিজের বাবার বাইক নিয়েই মেলায় যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরোয়। এরপর আর দু'জনে সারারাত ফেরেনি। সকালবেলা এলাকাবাসীর কাছে দুর্ঘটনার খবর পান পরিবারের লোকজন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নক্ষত্র কলেজ পড়ুয়া। বাড়িতে বাবা-মা এবং বোন রয়েছে। প্রসেনজিত পেশায় রাজমিস্ত্রি। তাঁরও বাড়িতে রয়েছেন বাবা-মা।

গ্রামের সংস্কৃতি ধারণ করে এগিয়ে চলেছে গীতাঞ্জলি শিক্ষায়তন

রামপুরহাট,২০ এপ্রিল ঃ বাঁশি সকলের হৃদয়ে বাজে, সকল হৃদয়ে বিরাজে। তার সুর ধরতে জানতে হয। বর্ষবরণের এক অভিনব সন্ধ্যায় মিলন বিরহ প্রেম অনাগত দিনে আরও সুখকর বার্তা বয়ে আনুক এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে একটি সুস্থ সংস্কৃতি সন্ধ্যা উপভোগ করলো বড়শাল গ্রাম। শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বড়শাল দক্ষিণা কালী তলা নাটমন্দিরে গীতাঞ্জলি শিক্ষায়তনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় গীতিনাট্য মৃদুল মধুর বংশি বাজে রাতুল হৃদয়ে বয়ে আনলো বাসল্য রস, অন্তিমে মাথুর বিরহরস। অনুষ্ঠানের মূলে সুর বেঁধে দেয় ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জুন কৃষ্ণ সংবাদে শ্রী গীতার স্তোত্র। যা শেষ পর্যন্ত ছিলো অটুট গ্রন্থিল অনিন্দ্য সুন্দর। যন্ত্র অনুষঙ্গ সহচর্যে গীত সঙ্গীত, নৃত্য বিহঙ্গে প্রেম বিরহ, কর্মযোগ অধ্যাত্মিকতার বুননে এক অপূর্ব গীতিনাট্য উপহার দিলো গীতাঞ্জলি শিক্ষাযতন ও তার কলাকুশলীরা। গীতাঞ্জলি শিক্ষাযতনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় ও রজত মুখোপাধ্যায় জানান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, গোঠ পর্ব, রাস, কংস বধের আগে বৃন্দাবন ত্যাগ বাসল্য, মাথুর বিরহ রস এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করতে পেরে আমরা ধন্য। আমাদের সকলের চলার পথ সুমসৃণ হোক এই টুকুই প্রার্থনা। অনুষ্ঠানে মোট চব্বিশটি সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনায় সমগ্র নাটিকা সার্থক হয়ে ওঠে। গ্রাম ছাড়াও অনেক অতিথি এসেছিলেন শহর থেকে। তাঁরা জানান, বিরতি বিহীন সঙ্গীত নৃত্যের মূর্চ্ছনায় আবেগের ঝড় তুলেছে সঙ্গীত শিল্পী থেকে নৃত্য শিল্পীরা। কবিতার সহজপাঠের কলাকুশলীদের আবৃত্তি পাঠ ও তার কর্ণধার তথা অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়।

শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে ৪৫০টি জীবন্ত ব্যাঙ উদ্ধার আরপিএফ-এর

মালিগাঁও, ২০ এপ্রিলঃ বন্যপ্রাণী সুরক্ষার জন্য প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায়, উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের শিলচর পোস্ট থেকে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)-এর একটি টিম, ১৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে একটি বিশেষ অভিযানের সময় ৪৫০টি দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির জীবন্ত ব্যাঙ উদ্ধার ও প্রাণরক্ষা করেছে। সকাল প্রায় ০৮,০০ টায়, শিলচরের আরপিএফ আধিকারিকরা ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে তিনটি পরিত্যক্ত ব্যাগ উদ্ধার করেন। নিরীক্ষণ করার পর, প্রতিটি ব্যাগে প্রায় ১৫০টি, মোট ৪৫০টি জীবিত ব্যাঙ পাওয়া যায়। অনেক চেষ্টা করার পরও কেউ ব্যাগের মালিকানা দাবি করতে এগিয়ে আসেনি। আরপিএফ টিম অবিলম্বে এবং দায়িত্বের সাথে কাজ করে,উদ্ধারকৃত ব্যাঙগুলি কে যথাযথ পুনর্বাসন এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও), বরাক ভ্যালি ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন,শিলচরের হেফাজতে নিরাপদ স্থানান্তর নিশ্চিত করেছে।

এই ঘটনাটি কেবল যাত্রী ও রেলের সম্পত্তি রক্ষায় নয়, বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখার ক্ষেত্রেও আরপিএফ -এর সক্রিয় ভূমিকাকে তুলে ধরে। উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে পরিবেশ কর্তৃপক্ষের সাথে অব্যাহত সতর্কতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

ইংল্যান্ড সফরের গম্ভীরের ডেপুটি পদে পরিবর্তন!

মুম্বই, ২০ এপ্রিলঃ ২০২৪ সালের ৯ জুলাই, ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন গৌতম গম্ভীর। কেকেআরের মেন্টর হিসেবে তাঁর সাফল্যই, বিসিসিআইয়ের পছন্দের তালিকায় তাঁকে শীর্ষে জায়গা করে দিয়েছিল। একসময় ভারতীয় ক্রিকেটের এক অমূল্য রত্ন হিসেবে পরিচিত গম্ভীর, আজও ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম মন্ত্রস্থায়ী ব্যক্তিত্ব। আইপিএলে কেকেআরের সাথে তাঁর অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের দক্ষতা বিসিসিআই-এর কাছে এক নতুন আশার আলো হয়ে উঠেছিল। কোচিং কেরিয়ারের শুরুতেই গম্ভীরকে পুরো স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি নিজের সহকারী কোচ নির্বাচনে কোনো রকম আপোস করেননি। গম্ভীর নিজেই তাঁর সহকারী কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অভিষেক নায়ারকে। কেকেআরের পুরনো সদস্য হিসেবে অভিষেকের ক্রিকেট দক্ষতা এবং দলের সাথে তাঁর অভিজ্ঞতা কোচিং স্টাফে নতুন শক্তি যোগ করেছিল। শুধু অভিষেক নায়ারই নয়, গম্ভীরের কোচিং স্টাফে যোগ দিয়েছিলেন রায়ান টেন দুশখাতেও। বোলিং পরামর্শদাতা হিসেবে তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি মর্নি মর্কেলকে। ফিল্ডিং কোচ হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন টি.দিলীপ, যিনি দলের ফিল্ডিংয়ের উন্নতি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু, এক বছরের মধ্যেই কিছুটা হলেও চিত্র বদলাতে দেখা গেছে। ভারতের বিদেশ সফরের পারফরম্যান্সে কিছুটা দুর্বলতা দেখা যাওয়ায় বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে কোচিং স্টাফে বড়সড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড, এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের ব্যর্থতার পর এই পরিবর্তন আসে। মেলবোর্ন, অ্যাডিলেড বা হ্যামিলটন-এই সব জায়গায় ভারতের খেলোয়াড়দের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে যেমন ভারতের খেলোয়াড়রা চাপের মধ্যে

খেলছিলেন, অন্যদিকে, সাজঘরের ভিতরেও কিছু অশান্তির খবর আসে। কোচ গম্ভীরের এবং তাঁর সহকারীদের মধ্যে মতানৈক্য এবং কিছু ব্যক্তিগত বিষয়ও সমস্যা সৃষ্টি করেছে বলে জানা গিয়েছিল। এছাড়াও, তথ্য ফাঁস হওয়ার মত কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা ভারতের দলের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত অশান্তির সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে, অভিষেক নায়ারকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাত্র আট মাস আগে ভারতীয় দলের সাথে যোগ দেওয়া নায়ার, আজ সেই চাকরি হারালেন। তাঁর কাজের ধরন এবং দলের সাথে সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতার কারণে বিসিসিআই তাঁকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমানে, টিম ইন্ডিয়ার কোচিং স্টাফে অভিষেক নায়ার বা টি.দিলীপ, সোহম দেশাইয়ের স্থায়ী বিকল্প ঘোষণা করা হয়নি। তবে, কিছু সাময়িক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক দায়িত্ব পালন করবেন, আর বোলিং পরামর্শদাতা হিসেবে মর্নি মর্কেলই থাকবেন। ফিল্ডিং কোচ হিসেবে সাময়িক দায়িত্ব পেয়েছেন রায়ান টেন দুশখাতেও, আর স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যেতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকার আদ্রিয়ান লে রু। আদ্রিয়ান লে রু, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার স্পোর্টস সায়েন্টিস্ট, আইপিএলের গোড়া থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স-এর সাথে যুক্ত ছিলেন, তার নতুন দায়িত্ব বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। দীর্ঘ ১২ বছর কেকেআর-এ কাজ করার পর ২০১৯ সালে তিনি কলকাতা ছেড়ে দেন এবং বর্তমানে প্রীতি জিন্টার পাঞ্জাব কিংস-এর সাথে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর আইপিএল অভিজ্ঞতা সম্ভবত ভারতের জাতীয় দলের কোচিং স্টাফে বেশ ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এটি আশা করা হচ্ছে। গম্ভীরের নেতৃত্বে, টিম ইন্ডিয়া এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। যদিও কোচিং স্টাফের মধ্যে এই পরিবর্তন কিছুটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে, তবে এটি ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। গম্ভীরের কোচিং স্টাইলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, নতুন কোচিং স্টাফের সদস্যরা ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতি ও সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে, কোচ গম্ভীরের ওপর এবার বাড়তি চাপ থাকবে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন সিরিজে যদি ভারতের পারফরম্যান্স তেমন আশানুরূপ না হয়, তাহলে তাঁর ওপর চাপ আরও বেড়ে যাবে। কেকেআরের মেন্টর হিসেবে গম্ভীরের নেতৃত্ব একেবারে সফল ছিল, তবে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে তাঁর জন্য যাত্রা সহজ হবে না। নতুন সহকারী কোচদের নিয়েও নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তারা সবাই কেকেআর কানেকশনের সাথে যুক্ত, তাই তারা জানেন কীভাবে চাপের মধ্যে সফল হতে হয়।

সুখবর লাল হলুদ শিবিরে, ১০ প্লেয়ারকে ডাক জাতীয় দলে

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিলঃ আসন্ন এএফসি ওমেন্স এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ারের জন্য ৩৯ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করলেন ভারতের মহিলা ফুটবল দলের কোচ ক্রিস্পিন ছেত্রী। ২৩ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত থাইল্যান্ডে আয়োজিত হবে মেয়েদের এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ার রাউন্ড। এ বার ভারত রয়েছে গ্রুপ বি-তে। এই গ্রুপে রয়েছে থাইল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া, টিমোর লেস্টে ও ইরাক। ভারতের মেয়েদের ক্যাম্প শুরু হবে ১ মে থেকে। বেঙ্গালুরুর পাড়ুকোন-দ্রাবিড় সেন্টার ফর স্পোর্টস এক্সেলেন্সে শুরু হবে ক্যাম্প। এ বারের দলে ১০ জন প্লেয়ার সুযোগ পেয়েছেন ইস্টবেঙ্গল থেকে। সদ্য ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। ছেলেদের ফুটবল দল থেকে কোনও প্লেয়ার জাতীয় দলে সুযোগ না পেলেও মেয়েদের দল থেকে প্লেয়ার সুযোগ পেলেন।

৩৯ সদস্যের দল- গোলকিপার-পায়েল বাসুদে, এলাঙ্গবাম পান্থোই চানু, কেইশাম মেলোডি চানু, মইরাঙ্গথম মোনালিসা দেবী। ডিফেন্ডার-পূর্ণিমা কুমারী, নির্মলা দেবী, মার্টিনা থোকচোম, শুভাঙ্গী সিং, সঞ্জু, মালতি মুন্ডা, তইজাম থইবিসানা চানু, রঞ্জনা চানু, সুইটি দেবী, বিকশিত বড়া, হেমাম শিল্কি দেবী। মিডফিল্ডার-কিরণ পিসদা, রতনবালা দেবী, মুসকান সুব্বা, বাবিনা দেবী, কার্তিক অঙ্গামুথু, রেমরুয়াতপুই কোলনে, সঙ্গীতা বাসফোর, প্রিয়দর্শিনী এস, বেবি সানা, সন্তোষ, অঞ্জু তামাং। ফরওয়ার্ড-মৌসুমী মুর্মু, মালবিকা পি, সন্ধ্যা রঙ্গনাথান, সৌম্য গুগুলথ, সুলঞ্জনা রাউল, কম সেরতো, রিম্পা হালদার, মণীষা নাইক, রেনু, পুরষোত্তোম শিরভইকার, সুমতি কুমারী, মণীষা কল্যাণ, গ্রেস ডাঙ্গমেই।

৬৪ দেশের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করতে রাজি সৌদি আরব

রিয়াধ, ২০ এপ্রিলঃ ২০৩০ ফুটবল বিশ্বকাপ ৬৪ দেশের করার প্রস্তাবে আগেই বিরোধিতা জানিয়েছে বিভিন্ন দেশ। তবে ২০৩৪ সালে যদি ৬৪ দেশের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করা হয়, তা হলে এক কথায় রাজি সৌদি আরব। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, এত বড় বিশ্বকাপ আয়োজন করতে তাদের কোনও সমস্যা হবে না। পরের বছর থেকে ফুটবল বিশ্বকাপে দেশে সংখ্যা ৩২ থেকে বেড়ে ৪৮ হচ্ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল সংস্থা কনমেবল প্রস্তাব দিয়েছিল ২০৩০ সালে ৬৪টি দেশকে নিয়ে ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করার। তবে বাকি মহাদেশীয় সংগঠনগুলি একযোগে তার বিরোধিতা করেছে। তবে সৌদি আরবকে যদি ৬৪ দেশের বিশ্বকাপ আয়োজন করতে হয় তা হলে তাদের সমস্যা নেই। সে দেশের রাজা আব্দুলাজিজ বিন তুর্কি আল-ফয়সাল বলেছেন, ''আমরা তৈরি। বা আমরা তৈরি হয়ে যাব। যদি ফিফা সে রকম সিদ্ধান্ত নেয় এবং মনে করে সেটা সবার জন্য ভাল, তা হলে আমরা আয়োজন করার জন্য তৈরি।''

ইডেনে শাহরুখ ব্রিগেডের সম্মুখীনের পূর্বে হোঁচট খেল গিলের গুজরাট?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গুজরাট টাইটান্সের জন্য এই মুহূর্তটি মিশ্র অনুভূতির। দিল্লি ক্যাপিটালসকে বিশাল ব্যবধানে হারানোর পর, আইপিএল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে গুজরাট। তবে, জয় নিয়ে উদযাপনেও ঘটেছে অঘটন। কারণ গুজরাট অধিনায়ক শুভমান গিলকে বড় জরিমানা করা হয়েছে। বিসিসিআই গুজরাট অধিনায়ক শুভমান গিলকে আইপিএলের আচরণবিধি অনুযায়ী শাস্তি দিয়েছে। বিশেষ করে, স্লো ওভাররেটের কারণে গিলকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আইপিএলে প্রত্যেক দলকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ওভার শেষ করতে হয়। কিন্তু গুজরাট টাইটান্সের পক্ষে সে কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি এবং তাদের নির্ধারিত সময়সীমা লঙ্ঘিত হয়। এর ফলস্বরূপ, গিলকে শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে। আইপিএল শৃঙ্খলা অনুযায়ী, স্লো ওভাররেটের কারণে এমন শাস্তি দিতে হয় এবং এটি গিলের এই আইপিএলে প্রথমবার। তার উপর এই ধরনের জরিমানা এড়ানোর জন্য গুজরাট অধিনায়ক শেষ ওভারটি স্পিনারকে দিয়ে বল করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে শেষমেশ তা কাজে আসেনি এবং গুজরাট শিবিরের জন্য তা একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা প্রথমবার নয় যে কোনো অধিনায়ক স্লো ওভাররেটের কারণে শাস্তি পেয়েছেন। আইপিএলের ইতিহাসে এমন ঘটনা অনেক সময়ই ঘটেছে। চলতি আইপিএলে, গিলের আগে আরও পাঁচজন অধিনায়ক এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তারা হলেন-হার্দিক পাণ্ডিয়া, রিয়ান পরাগ, সঞ্জু স্যামসন, ঋষভ পন্থ, এবং অক্ষর প্যাটেল। তাদের ক্ষেত্রেও স্লো ওভাররেটের কারণে জরিমানা করা হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, আইপিএলে শাস্তির এই বিষয়টি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। অতএব, গিলের জন্য এটি একটি সতর্কবার্তা হতে পারে, যাতে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়ানো যায়। শুভমান গিল এবং তার দল গুজরাট টাইটান্স দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে জয়ের পর পরই আইপিএল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে গেছে। বিশেষ করে, জস বাটলারের দুর্দান্ত ব্যাটিং গুজরাটকে জয় এনে দেয়। ইংল্যান্ডের এই তারকা ৯৭ রান করে দলের জয়কে নিশ্চিত করেন। দিল্লির ২০৪ রানের লক্ষ্য গুজরাট সহজেই পার করে নেয়। এদিকে, গিলও বেশ কিছু ভালো শট খেলেছেন, যদিও তার নিজস্ব শাস্তি এবং জরিমানা এক ধরনের ছায়া ফেলেছে জয়টির উপর। তবে গুজরাট টাইটান্সের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জয় ছিল, যা তাদের শীর্ষ স্থান নিশ্চিত করেছে। গুজরাট টাইটান্সের পরবর্তী ম্যাচটি ২১ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ইডেনে অনুষ্ঠিত হবে। যদিও দলের মধ্যে কিছুটা অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, গিল এবং তার দল পুরোপুরি ম্যাচে মনোযোগী হবে, যাতে শাস্তির বিষয়ের প্রভাব যেন দলের পারফরম্যান্সে না পড়ে।

সুপার কাপে ২৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে বিশেষ চমক দিল 'কলিঙ্গা ওয়ারিয়র্স'

ভুবনেশ্বর, ২০ এপ্রিলঃ ওড়িশা এফসি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে তারা কলিঙ্গা সুপার কাপ ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করতে চলেছে। 'কলিঙ্গা ওয়ারিয়র্স' নামে পরিচিত এই দলটি গত বছরের প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছিল এবং এবার তারা ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোতে চায়। এই প্রতিযোগিতা আবারও ভুবনেশ্বর, ওড়িশায় অনুষ্ঠিত হবে, কলিঙ্গা স্টেডিয়ামে। ২০ এপ্রিল ২০২৫ থেকে শুরু হতে চলা এই টুর্নামেন্টটি ভারতের শীর্ষস্থানীয় ১৫টি ক্লাবকে একত্রিত করবে। এর মধ্যে রয়েছে ১৩টি ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) ক্লাব এবং ২টি আই-লিগ ক্লাব। পুরো প্রতিযোগিতাটি হবে নকআউট ফরম্যাটে, যেখানে হারলেই বিদায়- তাই প্রতিটি ম্যাচ হবে উত্তেজনাপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর। সার্জিও লোবেরার দল ওড়িশা এফসি তাদের অভিযান শুরু করবে পাঞ্জাব এফসির বিপক্ষে একটি আকর্ষণীয় উদ্বোধনী ম্যাচ দিয়ে। ঘরের মাঠে খেলার সুবাদে দলটি বেশ আত্মবিশ্বাসী এবং সমর্থকদের সামনে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী দল পাবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ প্লে-অফে খেলার সুযোগ। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার দারুণ সুযোগ এনে দেবে ভারতীয় ক্লাবগুলোর সামনে। এবারের কলিঙ্গা সুপার কাপের জন্য অডিশা এফসির স্কোয়াড গঠিত হয়েছে অভিজ্ঞতা এবং তরুণ প্রতিভার মিশ্রণে।

গোলরক্ষকদের তালিকায় রয়েছেন-আমরিন্দর সিং, অনুজ কুমার এবং মানস দুবে। মধ্যমাঠে আছেন-রোহিত কুমার, লালহাথাঙ্গা খাওলহরিং (পুইতেয়া), হুগো বুমোস (ফ্রান্স), রেনিয়ার ফার্নান্ডেজ, সেরিন মোর্তাদা ফল (সেনেগাল), মৈরাংথেম থৈব সিং, আশাংবাম আফাওবা সিং। রক্ষণভাগে রয়েছেন-নারেন্দ্র গেহলত, আমেয় রানাওয়াডে, কার্লোস ডেলগাডো (স্পেন), মাওইহমিংথাঙ্গা জেরি, জেরি লালরিনজুয়ালা, স্যাভিয়র গামা, হাওবাম রিকি মিতেই, সুভম ভট্টাচার্য, নারেন্দ্র নাইক। আক্রমণভাগে রয়েছেন-ডিয়েগো মাউরিসিও (ব্রাজিল), রহিম আলি, ইসাক ভানলালরুয়াতফেলা, রাহুল প্রভীন, এবং ডরিয়েলটন গোমজ (ব্রাজিল)।

দলের কোচিং স্টাফ ও খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় ভালো পারফর্ম করে শিরোপা ঘরে তুলতে বদ্ধপরিকর। ওড়িশা এফসির সমর্থকরাও এই মহা প্রতিযোগিতার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ঘরের মাঠের সুবিধা কাজে লাগিয়ে দলটি আশা করছে এবারের ট্রফি ঘরে তুলতে পারবে। এখন দেখার বিষয়, 'কলিঙ্গা ওয়ারিয়র্স' কি পারে তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে।

মেয়েদের বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবে না পাক টিম, জানালেন পিসিবি চেয়ারম্যান

ইসলামাবাদ, ২০ এপ্রিলঃ ভারতের দেখানো পথেই হাঁটতে চলেছে পাকিস্তান! এমনটাই বলাবলি হচ্ছে ক্রিকেট মহলে। রোহিত শর্মার হাত ধরে ভারতীয় শিবিরে যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এসেছে, সেই টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে পিসিবি ও বিসিসিআইয়ের ঠান্ডা লড়াই লেগেছিল। পাক ক্রিকেট বোর্ড বার বার অনুরোধ করলেও পাকিস্তানে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট টিম পাঠায়নি বিসিসিআই। এ বার পাক টিমের কাছে বদলা নেওয়ার সুযোগ! ভারতের মাটিতে মেয়েদের বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না পাকিস্তান ক্রিকেট টিম। এমনটাই জানিয়েছেন পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। এ যেন ইটের জবাব পাটকেলে! শনিবার পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি জানান, ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেট টিম একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না। পাকিস্তানের ম্যাচগুলি নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলার আর্জিও জানানো হয়েছে। কিছুদিন আগে হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হাইব্রিড মডেলে খেলা হয়েছিল। সেই সময় দুই বোর্ড আলোচনার পর ঠিক করে যে, ২০২৭ পর্যন্ত আইসিসি টুর্নামেন্টে দুই দেশের ম্যাচ নিরপেক্ষ ভেনুতে হবে। সেই দাবিই এ বার নকভির মুখে। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বলেন, ''চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ভারতীয় দল পাকিস্তানে খেলতে আসেনি। নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ওরা খেলেছিল। আমরাও এ বার সেটাই চাই। মেয়েদের বিশ্বকাপে যেখানে ম্যাচ দেওয়া হবে, সেখানেই খেলা হবে। এই নিয়ে চুক্তি হয়েছে। ফলে এমনটা মানা কাম্য।'' এ বছরের ২৯ নভেম্বর থেকে শুরু হবে আইসিসি মেয়েদের বিশ্বকাপ। যা চলবে ২৬ অক্টোবর অবধি। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে আয়োজক ভারত ও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। লাহোরে পাঁচটি কোয়ালিফয়ার ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে পাকিস্তানের মেয়েদের টিম। উইমেন্স গ্রিন আর্মি হারিয়েছে আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, থাইল্যান্ড এবং বাংলাদেশকে।

১০ বছর দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে এই পেলাম, বললেন আজহারউদ্দিন

হায়দরাবাদ, ২০ এপ্রিলঃ আইপিএলের মাঝে বড় ধাক্কা খেলেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন। হায়দরাবাদের উপ্পলের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ড থেকে নাম সরিয়ে ফেলা হবে তাঁর। এই খবর চাউর হতেই ক্রিকেট বিশ্বে শোরগোল। নর্থ প্যাভিলিয়ান স্ট্যান্ড থেকে আজহারউদ্দিনের নাম সরিয়ে ফেলার আদেশ পেয়েছে হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। সঙ্গে বলা হয়েছে, ওই স্ট্যান্ডের টিকিটেও আজহারের নাম ছাপানো যাবে না। ভারতের প্রাক্তন ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ছেড়ে কথা বলছেন না আজহার। জানিয়েছেন, আইনি লড়াইয়ে যাবেন তিনি। চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি লর্ডস ক্রিকেট ক্লাব একটি অভিযোগ দায়ের করে। দাবি ছিল যেন নর্থ প্যাভিলিয়ান স্ট্যান্ড থেকে আজহারউদ্দিনের নাম সরানো হয়। সেই মর্মেই আজহারের নাম স্ট্যান্ড থেকে সরানোর আদেশ দিয়েছেন হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার এথিক্স অফিসার ও অম্বুডস্ম্যান বিচারপতি ভি ঈশ্বরাইয়া। ২০১২ সালে ভিভিএস লক্ষ্মণের অবসরের পর থেকে গ্যালারির ওই অংশের নামকরণ তাঁর নামে করা হয়। ২০১৯ সালে আজহারউদ্দিন হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি হলে স্ট্যান্ডটির নামকরণ করা হয় তাঁর নামে। স্টেডিয়ামে ভারতীয় দলের ড্রেসিং রুমের সামনে লক্ষ্মণের ছবি লাগানো ছিল। সেটিকেও সরিয়ে ফেলে আজহারের ছবি লাগানো হয়। বিষয়টিকে মোটেও ভালোভাবে নেয়নি অনেক সদস্যই। ক্রিকবাজের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, স্বার্থের সংঘাতের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরপরই এই শোরগোল নিয়ে মুখ খুলেছেন আজহারও। অভিযোগ অস্বীকার করে আজহার বলেছেন, ''স্বার্থের সংঘাতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। আমি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। ১৭ বছর ক্রিকেট খেলেছি। ১০ বছর দেশের অধিনায়ক ছিলাম। তারপরে আমি এই পেলাম। এ ভাবেই কি হায়দরাবাদে ক্রিকেটারদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়? সবাই দেখলে হাসবে। হাইকোর্টে যাব। আদালত ঠিক করবে কী হবে।''

মেসির জন্য সরিয়ে নেওয়া হলো ভেন্যু, রেকর্ড দর্শকের ম্যাচে ইন্টার মায়ামির জয়

কলম্বাস ক্রুর ঘরের মাঠের দর্শক ধারণ ক্ষমতা ২০ হাজারের একটু বেশি। কিন্তু লিওনেল মেসিকে দেখতে উৎসুক দর্শকের সংখ্যা তো অনেক বেশি! ম্যাচটি সরিয়ে নেওয়া হলো কলম্বাস শহরের ১৪৫ কিলোমিটার উত্তরে হান্টিংটন ব্যাংক ফিল্ড-এ। ন্যাশনাল ফুটবল লিগের দল ক্লিভল্যান্ড ব্রাউন্সের এই স্টেডিয়ামও কলম্বাস ক্রুর সত্ত্বাধিকারী জিমি ও ডি হ্যাসল্যামের মালিকানাধীন। প্রায় সাড়ে ৬৭ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার স্টেডিয়াম অবশ্য পুরোপুরি ভরে উঠল না। তবে দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড ঠিক হলো। মেসিদের জয়যাত্রাও চলতে থাকল।

ওহিয়ো, ২০ এপ্রিলঃ কলম্বাস ক্রুর হোম ম্যাচ। ওহিওর দলটি ঘরের মাঠ হিসেবে ব্যবহার করে লোয়ার ডট কম ফিল্ড। কিন্তু লিওনেল মেসির ম্যাচ আয়োজন করার সক্ষমতা সেই মাঠের কমই। দর্শক ধারণক্ষমতা যে মাত্র ২০ হাজার। যে কারণে একই মালিকের এনএফএল দল ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনসের মাঠ হান্টিংটন ব্যাংক ফিল্ডে সরিয়ে নেওয়া হয় কলম্বাস ক্রু-ইন্টার মায়ামি ম্যাচটি। আজ ভারতীয় সময় ভোরে অনুষ্ঠিত মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচটিতে দর্শক উপস্থিতিতে হয়েছে মাঠের রেকর্ড, ১-০ গোলে জিতেছে ইন্টার মায়ামিও। যে জয়ে ২০২৫ এমএলএসে একমাত্র দল হিসেবে অপরাজিত থাকা নিশ্চিত করেছে মেসির দল। কলম্বাস ক্রু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বার্তায় জানিয়েছে, আজকের মায়ামি-কলম্বাস ম্যাচ দেখতে হান্টিংটন ব্যাংক ফিল্ডে ছিলেন ৬০ হাজার ৬১৪ জন দর্শক, যা এই মাঠে এনএফএলের বাইরে সবচেয়ে বেশি দর্শকের ম্যাচ। ২০০২ সালের নভেম্বরে

আমেরিকান ফুটবলের ব্রাউনস-স্টিলার্স ম্যাচ দেখেছিলেন ৭৩ হাজার ৭১৮ জন দর্শক। মেসির উপস্থিতিতে দর্শকের রেকর্ড অবশ্য নতুন কিছু নয়। কানসাস স্টেডিয়ামে মেসির খেলা সর্বশেষ ম্যাচে দর্শক ছিলেন ৭২ হাজার ৬১০ জন। বোস্টনের মাঠে ৬৫ হাজার ৬১২ এবং গত সপ্তাহে শিকাগো ফায়ারের মাঠ সোলজার ফিল্ডেও ৬২ হাজার ৩৫৮ দর্শক উপস্থিত হয়েছিলেন। এমএলএসের ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের ৩০ দল মিলিয়ে অপরাজিত ছিল মাত্র দুটি দল। ইন্টার মায়ামি ও কলম্বাস ক্রু আজ দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে মায়ামি জিতেছে ১-০ ব্যবধানে। ম্যাচের ৩০তম মিনিটে আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার মার্সেলোনা ভেইগান্টের ক্রস থেকে হেডে গোল করেন যুক্তরাষ্ট্রের মিডফিল্ডার বেঞ্জামিন ক্রেমাচি। শেষ পর্যন্ত এই গোলের ব্যবধান ধরে রেখেই মাঠ ছাড়ে মায়ামি। ৮ ম্যাচ শেষে মায়ামির অবস্থান ৮ ম্যাচে ৫ জয় ও ৩ ড্রয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে। ৯ম ম্যাচে প্রথম হারের দেখা পাওয়া কলম্বাসের পয়েন্টও ১৮, অবস্থান চারে। এ ছাড়া ৯ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট করে নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষ দুটি স্থানে শার্লট ও সিনসিনাটি। ইন্টার মায়ামির পরবর্তী ম্যাচ শুক্রবার কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে। সেমিফাইনাল প্রথম লেগের ম্যাচটিতে মেসিদের প্রতিপক্ষ কানাডিয়ান ক্লাব ভ্যানকুবার হোয়াইটক্যাপস।

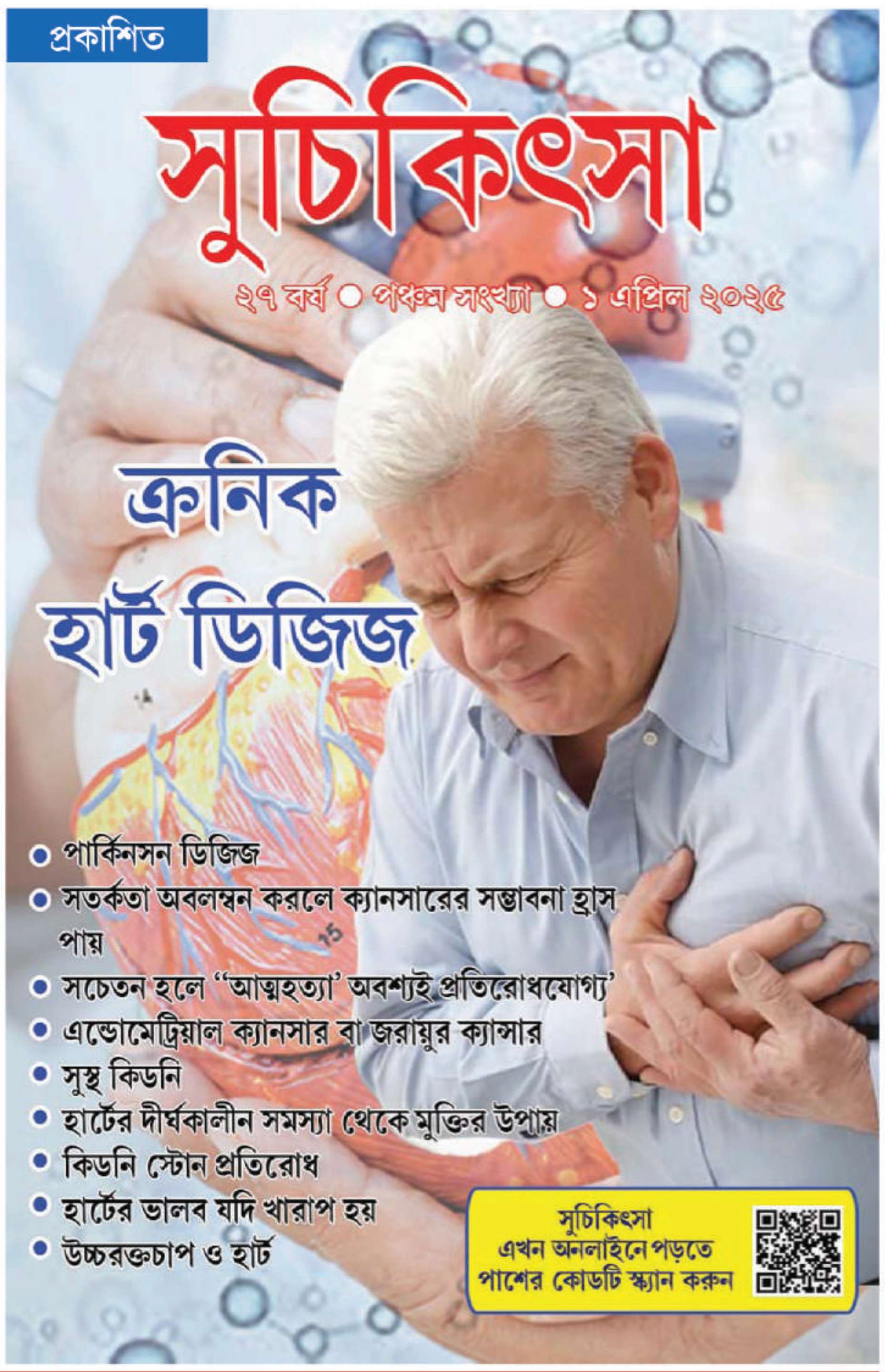

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com